উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮০,২৩৮.৮৫ (-১০৪৮.৩৪)

নিফটি : ২৪,৮৬৫.৭০ (-৩১২.৯৫)

এক ভোটে হলেও জিতব ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° (সর্বোচ্চ) / ১৭° (সর্বনিম্ন)	৩২° / ১৬°	৩২° / ১৬°	২৮° / ১৭°

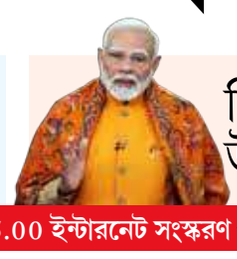

দিল্লিতে হাই অ্যালার্ট, উদ্বিগ্ন মোদি ৭

তিন মন্ত্রে সম্ভব সঞ্জুর কামব্যাক মুগ্ধ মহারাজ ১১

শিলিগুড়ি ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 3 March 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 283

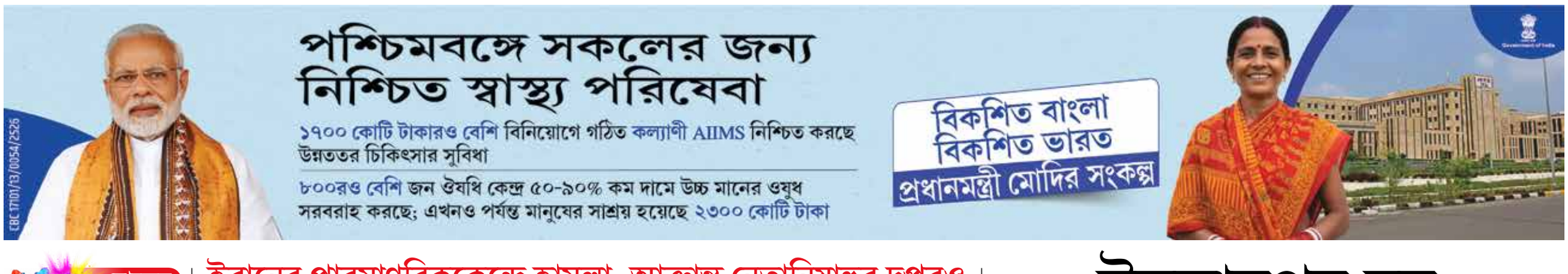

দোলের শুভেচ্ছা

উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, সংবাদপত্র বিক্রেতা, শুভানুধ্যায়ীদের জানাই দোলপূর্ণিমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা।
- প্রকাশক

ছুটিতেও ছুটি নয়

দোলপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। তাই বুধবার পত্রিকার কোনও মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না।

তবে প্রিয় পাঠক বঞ্চিত হবেন না। উত্তরবঙ্গ সহ দেশ-বিদেশের নিউজ বুলেটিন এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন উত্তরবঙ্গ সংবাদের নিউজ পোর্টাল এবং ফেসবুক পেজে।

www.uttarbangasambad.com
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

ইরানের পারমাণবিককেন্দ্রে হামলা, আক্রান্ত নেতানিয়াহুর দপ্তরও

যুদ্ধ চলছে, চলবেই

তেহরান ও ওয়াশিংটন, ২ মার্চ : শান্তি দূর অস্ত। আরও ভয়াবহ মোড় নিল পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি। ইরানের পরমাণুকেন্দ্রগুলিতেও মার্কিন ও ইজরায়েলি বাহিনীর হামলা শুরু হয়েছে বলে তেহরানের দাবি। রাষ্ট্রসংঘে ইরানের প্রতিনিধি রেজা নাজাফি দাবি করেছেন, রবিবার তাঁদের 'নাতাঞ্জ' পরমাণুকেন্দ্রে জোড়া হামলা চালিয়েছে আমেরিকা ও ইজরায়েল।

যদিও রাষ্ট্রসংঘের পরমাণু পর্যবেক্ষক সংস্থা আইএইএ'র প্রধান রাফায়েল গ্রোসি জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ার বা বড় ক্ষয়ক্ষতির প্রমাণ মেলেনি। তবে পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এর থেকে যে আপাতত রেহাই নেই, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সোমবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানান, ইরানে এই সামরিক অভিযান প্রয়োজনে আরও চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ চলতে পারে।

ইজরায়েলি হামলায় কার্যত ধ্বংসস্তূপ লেবাননের বেইরুট শহর।

পালটা মার দিতে শুরু করেছে ইরান। সোমবার ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডস ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে বলে দাবি করেছে। সংঘাতের আঁচ ছড়িয়েছে ইরান-ইজরায়েলের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও। সৌদি আরবের সরকারি তেল পরিশোধন সংস্থা 'আরামকো'-র শোধনাগারে ইরান হামলা চালিয়েছে। একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছে কুয়েত, কাতার এবং বাহরিনে।

কাতার এনার্জি সংস্থা নিজেদের উৎপাদনকেন্দ্রগুলি আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

ইসলামপুর নয়, নীতিনের মুখে 'ঈশ্বরপুর'

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২ মার্চ : আসন্ন বিধানসভা ভোটে ধর্মীয় মেরুকরণকেই যে বিজেপি প্রধান হাতিয়ার করতে চাইছে, সোমবার ইসলামপুরের জনসভায় দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট করলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে হুংকার দিয়ে তিনি বলেন, 'ইসলামপুরকে ঈশ্বরপুর বানানোর জন্য রাজ্যে বিজেপির সরকার গঠন করুন। পবিত্র এই ভূমিকে আমরা ঈশ্বরপুর বানিয়েই ছাড়ব।' নীতিন নবীনের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপির এই কৌশলকে 'রাজনৈতিক নোংরামি' বলে তীব্র কটাক্ষ করেছে।

এদিন নীতিন তাঁর ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'দুর্নীতিবাজ' ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের 'আশ্রয়দাতা' হিসেবে বর্ণনা করে একের পর এক আক্রমণ শানিয়েছেন। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, শহরের কোনও মাঠে সভা করতে প্রশাসন অনুমতি দেয়নি। সেই কারণে শহর সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণপুর লাগোয়া রাজ্য সড়কের পাশে এই সভার আয়োজন করা হয়।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

সভাস্থলে মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোই।

নীতিনের হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য সংলগ্ন বিহারে হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছিল। দারিভিট কাণ্ডে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মনের পরিবারের সদস্যরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। রাজেশ ও তাপসের খুনের বিচার না দেখে তাঁরা মাঠ ছাড়বেন না বলে শীর্ষ নেতারা সাফ জানিয়েছেন। আসন্ন ভোটে দারিভিট ইস্যুকে যে বিজেপি অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে তা এতেই পরিষ্কার বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে। সাংসদ কার্তিক পাল, খগেন মুর্মু, রাজু বিস্ট, বিহারের মন্ত্রী দিলীপ জয়সওয়াল এবং দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বেলা ৩টে নাগাদ হেলিকপ্টার থেকে নেমে নীতিন সভাস্থলে পৌঁছান। ২৫ মিনিটের দীর্ঘ ভাষণে তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। *এরপর দশের পাতায়*

রক্তদানের সংকল্পে অবিচল ঝন্টু

আলোর সারথি

সমাজকে দিশা দেখানোর জন্য প্রয়োজন পথপ্রদর্শকের। তেমনই একজন ময়নাগুড়ির ঝন্টু রায়। গত ২৫ বছর ধরে যিনি এপর্যন্ত ৫৬ বার রক্তদান করেছেন। শুধু তাই নয়, রক্তদানে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করা, রক্ত পেতে হয়রানি বন্ধে তিনি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকের প্রতিবেদন এই 'রক্তযোদ্ধা'-কে নিয়ে।

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২ মার্চ : 'দেশের জন্য লাখ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছেন। আর আমি মানুষকে বাঁচাতে একটু রক্ত দিতে পারব না!' বহু বছর ধরে রক্তদানের পেছনে কোন বিষয়টি অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে জানতে চাইলে এ কথাই বললেন ঝন্টু রায়। গত ২৫ বছরে ঝন্টু ৫৬ বার রক্তদান করেছেন। পেশায় গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক বছর সাতচল্লিশের ঝন্টু ময়নাগুড়ির সুভাষনগরপাড়ার বাসিন্দা। সমাজসেবায় এক দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি।

রক্তদানের শুরুটা কীভাবে? ঝন্টু জানালেন, সালটা ছিল ২০০১। তিনি ছিলেন পাড়ার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের সম্পাদকের দায়িত্বে। ক্লাবের তরফে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলে সেখানে 'ভয় কাটিয়ে' প্রথমবার রক্তদান। এরপর থেকে আর সমস্যা হয়নি। নির্দিষ্ট সময় অন্তর যেখানেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন হয়েছে, সেখানেই ছুটে গিয়ে রক্ত দিয়েছেন ঝন্টু। ঝন্টু বলেন, 'রক্তদানের কারণে একজন

ঝন্টু রায়।

মানুষের জীবন বাঁচে, এটা মনে একধরনের প্রশান্তি এনে দেয়। এই মানসিক শান্তির সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা হয় না। প্রতি তিন-চার মাসে একবার রক্ত দেওয়ার চেষ্টা করি।'

শুধু শিবিরে গিয়ে রক্তদান করাই নয়, মুমূর্ষু রোগীর জন্য রক্তদান করতেও বহুবার ডাক পড়েছে। রোদ, ঝড়, বৃষ্টি উপেক্ষা করেই ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্ত দিয়ে এসেছেন। ময়নাগুড়ির রেল দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে একাধিক জরুরি পরিস্থিতিতে নিজে থেকেই উদ্যোগী হয়ে ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে রক্তদান করেছেন ঝন্টু। অন্যদেরও রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি।

গত কয়েক বছরে একাধিক ক্লাব, সংগঠনের মাধ্যমে দুশোর বেশি রক্তদান শিবিরের আয়োজনে সহায়তা করেছেন ঝন্টু। এখন রক্তদানের ব্যাপারে একাধিক স্কুল-কলেজ থেকেও পড়ুয়াদের সচেতন করতে ঝন্টুর ডাক আসে।

এসবের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজও করেছেন ঝন্টু। গত কয়েক বছরে একাধিক রক্তদান শিবিরে থেকে ঝন্টু রক্তদাতাদের নাম, ব্লাড গ্রুপ, ঠিকানা ও ফোন নম্বর সংগ্রহ করে একটি ডেটা ব্যাংক তৈরি করে ফেলেছেন। এই ডেটা ব্যাংকে ময়নাগুড়ি ছাড়াও গোটা জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন এলাকার মানুষের তথ্য রাখা রয়েছে। কখনও ব্লাড ব্যাংকে রক্তের অভাব থাকলে ডেটা ব্যাংক থেকে তথ্য নিয়ে নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্তদাতাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে অনেকেই রক্তদাতার সন্ধান পেয়ে রোগীকে বাঁচাতে পারছেন।

ঝন্টুর কথায়, 'রক্ত এমন একটি জিনিস যা কারখানায় কিংবা ল্যাবরেটরিতে তৈরি হয় না। কেবলমাত্র মানুষই পারে রক্তদান করে রক্তের ঘাটতি মেটাতে। মানুষের মধ্যে রক্তদান নিয়ে এখনও অনেক ভীতি, কুসংস্কার রয়েছে। রক্তকে নিয়ে ব্যবসার পাশাপাশি দালালরাজ চলে বিভিন্ন স্থানে। ২০১৪ সালের অগাস্ট পর্যন্ত ব্লাড ব্যাংকে কতটা রক্ত রয়েছে তার তথ্য পাওয়া যেত না। ব্লাড ব্যাংকের এক বৈঠকে এর জোরালো প্রতিবাদ করি আমি। তারপর থেকে প্রতিদিন জলপাইগুড়ি ব্লাড ব্যাংকের রক্তের পরিমাণের তালিকা প্রকাশ করা হয়।'

গাড়ি নিয়ন্ত্রণে নির্দেশিকা শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : দোল উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে মঙ্গল ও বুধবার ভারী ও মাঝারি মালবাহী যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা জারি করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট। সকাল ৮টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পরিবহণ নগর মোড়, ফুলবাড়ি বাইপাস মোড়, ভক্তিনগর চেকপোস্ট, আইওসি নেতাজি মোড়, সুকনা ট্রাফিক মোড় পয়েন্টগুলি থেকে ভারী যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হবে। শহরের ভেতরে দোল উৎসব চলাকালীন কোনও ভারী যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হবে না।

উৎসবের কারণে রাস্তাঘাট যানজটমুক্ত রাখতে এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমাতে পুলিশ এই উদ্যোগ নিয়েছে। উদ্যোগ স্বাগত জানিয়েছে শিলিগুড়িবাসী।

নতুন কমিটি গঠন

রায়গঞ্জ, ২ মার্চ : রবিবার রাতে রায়গঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি ওবিসি সেলের রায়গঞ্জ শহর ও ২৭টি ওয়ার্ডের কমিটি গঠিত হল। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি ভূপতি দেবশর্মা উপস্থিত ছিলেন। তিনি আগামী নির্বাচনে সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিবশংকর রায়চৌধুরী, সংগঠনের সভাপতি সুদীপ্ত সরকার সহ অন্যরা।

বিক্রয়

পুরোনো আসবাব সত্বর বিক্রয়। ৯৪৩৪০৪৪৬৭৯. (C/120964)

কর্মখালি

মাসিক বেতন সাপেক্ষে একজন সুদক্ষ বায়োকেমিস্ট প্রয়োজন। নিজ বিবরণ সহ অবিলম্বে যোগাযোগ করুন - নিউ জলপাইগুড়ি যুবভারতী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, গেটবাজার, শিলিগুড়ি। ফোন নং - 9800712534, 8250146351. (C/120965)

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/২২/২৫-২৬; তারিখ: ২৭-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/২২/২৫-২৬। কাজের নাম : আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে - বৈদ্যুতিক কাজের জন্য: গুমটি স্টেশনকে "ডি" শ্রেণী থেকে "বি" শ্রেণীর স্টেশনে উন্নীত করার প্রস্তাব। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ১৬,৩৬,৭৪১.১৬/- টাকা; বায়না মূল্য: ৩২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৪-০৩-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট্রি.(জি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬৮১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬৮৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৯২১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৯২২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

বংশীর দিল্লি-যোগে নতুন সমীকরণ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : দ্য গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা নগেন রায় মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বঙ্গবিভূষণ পুরস্কার নেওয়ার পর থেকেই কামতাপুরি-রাজবংশী ভোটের অঙ্ক বদলাতে শুরু করেছে। একদিকে নগেনের তৃণমূল-যোগের জল্পনা বেড়েছে। অন্যদিকে ঠিক সেই সময় উত্তরবঙ্গের আর এক রাজবংশী নেতা বংশীবদন বর্মন গোপনে দিল্লিতে বিজেপির সঙ্গে বৈঠক করার তোড়জোড়ে নতুন সমীকরণ দানা বাঁধছে। বংশী নিজেই দাবি করেছেন, দিল্লির নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। সময় দিলে তিনি দিল্লি গিয়ে দেখা করতে পারেন।

রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেছেন, 'আমার কাছে খবর নেই। তবে অনেক নেতাই যোগাযোগ করছেন বলে শুনেছি।'

রাজনৈতিক মহলে কিন্তু অন্য জল্পনা। বিজেপি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে বংশী দিল্লিতে গিয়েছেন। সেখানে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর একদফা কথাও হয়েছে। তিনি কলকাতাতেও রাজ্য বিজেপির নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। যদিও বংশী তা অস্বীকার করেছেন। তবে তাঁর দাবি, 'বিধানসভায় উত্তরবঙ্গ থেকে ২০টির বেশি আসনে আমরা প্রার্থী দিতে চাইছি। যারা আমাদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল আমরা তাদের সঙ্গে থাকব।' তিনি আরও ২০০০ রাজবংশী স্কুলের অনুমোদন চাইছেন। সেইসঙ্গে রাজবংশী ভাষার স্বীকৃতি, কোচবিহার রাজ্যের দাবি তো রয়েছেই। রাজ্যভাগের পক্ষে আপত্তির কথা তৃণমূল আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। বংশীর ২০টি আসনের দাবিও তৃণমূল মানতে চায়নি। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও উত্তরবঙ্গে আলাদা রাজ্যের দাবি মানতে চায়নি।

> **যে সরকার আমাদের দাবি মানবে আমরা তাদের কথা ভাবব। প্রকাশ্য জনসভায় আমরা যে দাবিগুলি তুলে ধরেছি সেগুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করতে চাইছে। সেজন্য তারা ডেকেছে।**
>
> **-বংশীবদন বর্মন**

এই অবস্থায় বংশী কাকে সমর্থন জানাবেন? তাঁর বক্তব্য, 'আপাতত কাউকে সমর্থনের বিষয়ে ভাবছি না। ভোট ঘোষণা হোক তারপর চিন্তা করা যাবে।' তাহলে কি নিজেরা প্রার্থী দেবেন? বংশীর জবাব, 'প্রার্থীতালিকা তৈরি রয়েছে। ঘোষণা করতে সময় লাগবে না। তবে যারা আমাদের দাবিগুলি মানবে এবং যাদের সমর্থন করলে উত্তরের রাজবংশীরা উপকৃত হবেন, সেদিকেই আমরা থাকব।'

বংশীকে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব থেকে সরিয়েছে রাজ্য সরকার। তারপর থেকে তৃণমূলের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে বংশীর। মাসখানেকের মধ্যে উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জনসভাতেও বংশীকে দেখা যায়নি। বংশীর ঘনিষ্ঠ মহলে কানাঘুষো, বংশীর দাবিতে একেবারেই সাড়া দিচ্ছে না তৃণমূল নেতৃত্ব। বরং নগেনের ব্যাপারে তারা অনেক বেশি আগ্রহী। এই মুহূর্তে বিজেপির দিকে ঝুঁকলে বংশী কিছুটা হলেও গুরুত্ব পেতে পারেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, নগেন শেষমুহূর্তে তৃণমূলকে সমর্থন জানালে রাজবংশী ভোটের একটা বড় অংশ তৃণমূলের দিকে যেতে পারে। এক বিজেপির নেতার কথায়, নগেনের সমর্থন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে দলের অন্দরে। তবে এখনও তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেননি। রাজবংশীদের কথা কেন্দ্র ভাবছে।

নগেনের তৃণমূলপ্রীতি প্রসঙ্গে বংশীর দাবি, 'প্রত্যেকের নিজের মতো করে চলার অধিকার রয়েছে। কেউ নিজের ফায়দা দেখতে ব্যস্ত, কেউ জাতি, মাটির স্বার্থে কাজ করছে।'

জ্যাভলিনে ফের জাতীয় স্তরে খেলবে মালদার মিষ্টি

হরষিত সিংহ

মালদা, ২ মার্চ : এশিয়ান যুব গেমসে সপ্তম স্থানে থামতে হয়েছিল মালদার মিষ্টি কর্মকারকে। মাঝে আবারও সে নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছিল কলকাতার সাই ক্যাম্পে। আর্থিক অনটনকে পেছনে ফেলে আবারও জ্যাভলিন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেল মিষ্টি। এবার ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রোস কম্পিটিশনের অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে সে খেলবে। মিষ্টির বাবা সঞ্জয় কর্মকার রেলের হকার। পারিবারিকভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় খেলাধুলার সরঞ্জাম কেনা থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ চালানো প্রায় অসম্ভব। তবে প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের পাশে দাঁড়িয়েছে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা। মিষ্টির খেলতে যাওয়ার সমস্ত খরচ জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে বহন করা হচ্ছে।

চতুর্থ ইন্ডিয়ান ওপেন থ্রোস কম্পিটিশন পঞ্জাবের পাতিয়ালায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আগামী ৭ ও ৮ মার্চ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। সেখানেই অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছে মিষ্টি। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষাও দিয়েছে সে। ইংরেজবাজার শহরের কুলদীপ মিশ্র

কলোনির বাসিন্দা মিষ্টি ছোটবেলা থেকেই জ্যাভলিনে ভালো। গতবছর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল গেমসে সোনা জয় করে। তারপরেই সুযোগ মেলে এশিয়ান যুব গেমসে। সেখানে যদিও সপ্তম স্থানে তাকে শেষ করতে হয়। এছাড়া তার আগেও একাধিক জাতীয় ও রাজ্য স্তরের পদক রয়েছে তার ঝুলিতে। মিষ্টির কথায়, 'আমার লক্ষ্য অলিম্পিক্স। দেশের হয়ে সোনা জিততে চাই আমি। সেই পথেই আমি এগিয়ে চলেছি।'

এদিকে, ভালো খেলার সুবাদে মিষ্টি সাই ক্যাম্পে অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে সেখানেই প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বর্তমানে মিষ্টি সেখানেই রয়েছে। এই প্রসঙ্গে তার ছোটবেলার কোচ অসিত পাল বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই জ্যাভলিনের প্রতিভা ছিল মিষ্টির। অনেক প্রতিকূলতাকে হারিয়ে আগামীদিনে সে আরও ভালো খেলবে এই আশা রাখি।' জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তা দেবব্রত সাহা বলেন, 'জেলার খেলোয়াড়দের পাশে আমরা আছি। যখন কেউ কোথাও খেলতে যায়, আমরা সব সদস্য মিটিং করেছি। বিষয়টি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে জানানো হয়। তিনি কখনও ব্যক্তিগতভাবে আবার কখনও সংস্থার পক্ষ থেকে যাবতীয় সহযোগিতা করে থাকেন।'

প্রশান্তের মূর্তি বসছে ম্যালের চৌরাস্তায়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : সদ্য প্রয়াত ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত সংগীতশিল্পী প্রশান্ত তামাংয়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসছে দার্জিলিংয়ে। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। দার্জিলিংয়ে ম্যালের চৌরাস্তায় এই মূর্তি বসানো হবে। গোটা দেশের কাছে নিজের সংগীত প্রতিভাকে তুলে ধরেছিলেন দার্জিলিংয়ের প্রশান্ত। সেই কৃতী সন্তানকে শ্রদ্ধা জানাতেই জিটিএ-র এই উদ্যোগ বলে অনীত জানিয়েছেন। প্রখ্যাত ভাস্কর আমির সুনদাস দ্রুত এই মূর্তি তৈরির কাজ শুরু করবেন।

১৯৮৩ সালের ৪ জানুয়ারি দার্জিলিংয়ের তুংসুংয়ে প্রশান্তের জন্ম। ছোট থেকেই গান, বাজনার প্রতি টান ছিল। স্থানীয় সেন্ট রবার্টস স্কুলে পড়াশোনা। বাবা কলকাতা পুলিশে চাকরি করতেন। প্রশান্ত যখন উচ্চমাধ্যমিক পড়ছেন, সেসময়ই দুর্ঘটনায় বাবার মৃত্যু হয়। এরপরই প্রশান্তকে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হয়। সেখানে প্রশান্তের গান, বাজনার ঝোঁক দেখে তাঁকে পুলিশ ব্যান্ডে নেওয়া হয়। সেই ফাঁকেই ২০০৭ সালে জনপ্রিয় শো ইন্ডিয়ান আইডল সিজন থ্রিতে সুযোগ পান এবং প্রথম সুযোগেই চ্যাম্পিয়ন হন।

ধীরে ধীরে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও প্রশান্তের গানের ভক্ত বাড়তে থাকে। ফলে তাঁকে অনুষ্ঠান করতে দেশের পাশাপাশি বিদেশেও যেতে হয়। বাধ্য হয়ে তিনি কলকাতা পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিয়ে পাকাপাকিভাবে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই গত ১১ জানুয়ারি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রশান্তের মৃত্যু হয়েছে। এই খবরে শুধু পাহাড় নয়, গোটা দেশেই শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁর মৃতদেহ দার্জিলিংয়ের বাড়িতে এনেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। সেখানে দলমত নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের ভিড় প্রশান্তের জনপ্রিয়তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

প্রশান্তকে সম্মান জানাতেই এবার ম্যালের চৌরাস্তায় তাঁর মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। দু'দিন আগে এ নিয়ে প্রশান্তের পরিবারের সঙ্গে অনীত থাপা বৈঠক করেন। পরিবারের সম্মতি নিয়েই এই মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত পাকা করে জিটিএ।

প্রশান্তের মূর্তি বসানোর বিষয়টিকে তাঁর দাদা আদিত্য তামাং স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'ভাই গোর্খা জাতির মুখ হিসাবে দেশ এবং দেশের বাইরেও নিজের সংগীতের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। ও শুধু আমার ভাই হিসাবে নয়, একজন গোর্খা হিসাবেও আমাদের গর্বিত করেছে।' তিনি বলছেন, 'ম্যালে নেপালি আদিকবি ভানুভক্তের মূর্তি রয়েছে। তাঁকে গোটা বিশ্বের পর্যটকরা এসে শ্রদ্ধা জানান। তাঁকে জানার চেষ্টা করেন। ভাইয়ের মূর্তিও এখানে বসানো হলে খুব ভালো হবে।'

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE

The Deputy Director of Agriculture (Admn), Malda has invited e-NIT Sl.-35 Tender Reference No : AGRI/MLD/e-NIT 22/2025-26 DATE 02.03.2026 Tender Id - 2026_DOA_1017285 for rate contract for procurement of Bio-Fertilizer/Micronutrient/Herbicide/Insecticide/Fungicide. Bid submission date starts from 02.03.2026 18:50 H & Bid submission End date 30.03.2026 at 14.00 H. Details will be available from the office of the undersigned on any working day between 11 a.m. and 4 p.m. or visit e-tender portal **https://wbtenders.gov.in.** of Govt. of West Bengal.

Sd/-
Deputy Director of Agriculture (Admn)
Malda.

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ইনস্পেকটর নটি কে, বেলা ১১.৩০ আজকের সন্তান, দুপুর ২.৩০ সুলতান, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, সন্ধে ৭.৩০ নানারঙে হোলি, রাত ১১.০০ একান্ত আপন

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ দাদা, দুপুর ১২.৩০ রাধাকৃষ্ণ-১, বিকেল ৪.৩০ রাধাকৃষ্ণ-২, সন্ধে ৭.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.৩০ কি করে তোকে বলবো

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ বারুদ, বিকেল ৪.০০ শত্রুর মোকাবিলা, সন্ধে ৭.৩০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.১৫ বাদশা দ্য কিং

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রস্তর স্বাক্ষর

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৭.৩০ সিলসিলা, বেলা ১১.২০ ডর, বিকেল ৩.০০ বাগবান, সন্ধে ৬.৫০ শোলে, রাত ১১.১০ ওয়ার

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বিকেল ৩.৩৭ গোবিন্দা নাম মেরা, ৫.৫০ এয়ারলিফ্ট, সন্ধে ৭.৫৭ হিচকি, রাত ১০.০০ দিল বেচারা

জি বলিউড : দুপুর ১.৪০ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, বিকেল ৪.২৬ কুলি, সন্ধে ৭.৫৫ বোল রাধা বোল, রাত ১১.০৮ আগ সে খেলেঙ্গে

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৭ শিবম, দুপুর ২.৩২ মিস্টার জু কিপার, বিকেল ৪.৪২ এক্সট্রা অর্ডিনারি ম্যান, সন্ধে ৭.৩০ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, রাত ১০.২৭ দ্য রোড

শোলে সন্ধে ৬.৫০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

দোল স্পেশাল ফোঁড়ন কিমা আলু রান্না শেখাবেন গৌরব সরকার। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

পরাণ যায় জ্বলিয়া রে সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ভারতের বিমানবন্দর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (AERA)

ভারত সরকার
তৃতীয় তল, উড়ান ভবন, সফদরজং বিমানবন্দর, নয়াদিল্লি-১১০০০৩
ফোন: ০১১-২৪৬৯৫০৪৪

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

তিরুচিরাপল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (টিআরজেড)-এর জন্য অ্যারোনটিক্যাল পরিষেবার শুল্ক নির্ধারণের বিষয়ে স্টেকহোল্ডারদের (অংশীজনদের) পরামর্শমূলক সভা দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ সময়ের (০১.০৪.২০২৫ - ৩১.০৩.২০৩০) জন্য

ভারতের বিমানবন্দর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (AERA) তিরুচিরাপল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, তিরুচিরাপল্লীর পাঁচ বছরের (০১.০৪.২০২৫ - ৩১.০৩.২০৩০) দ্বিতীয় নিয়ন্ত্রণ সময়ের শুল্ক চক্রের অ্যারোনটিক্যাল পরিষেবার শুল্ক নির্ধারণের বিষয়ে ২৭.০২.২০২৬ তারিখে ৬/২০২৫-২৬ নং পরামর্শমূলক পত্র প্রকাশ করেছে (যা AERA-এর ওয়েবসাইট www.aera.gov.in-এ উপলব্ধ)।

এইআরএ (AERA) আইন, ২০০৮-এর ধারা ১৩(৪)-এর বিধান অনুসারে, পরামর্শমূলক পত্রে থাকা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন শুল্ক প্রস্তাব স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিষয়ে হাইব্রিড মোডে (সরাসরি/অনলাইন) একটি স্টেকহোল্ডার পরামর্শমূলক সভা ১৭ মার্চ, ২০২৬ (মঙ্গলবার) বিকেল ৩:০০ টায় নিম্নলিখিত স্থানে নির্ধারিত হয়েছে: স্টেকহোল্ডারস রুম, তৃতীয় তল, উড়ান ভবন, সফদরজং বিমানবন্দর, নয়াদিল্লি - ১১০০০৩

যাত্রী/যাত্রী সমিতি, সাধারণ জনগণ, বিমানবন্দর অপারেটর, এয়ারলাইন্স, শিল্প সমিতি/সংস্থা, কার্গোর জন্য স্বাধীন পরিষেবা প্রদানকারী, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং ফুয়েল ফার্ম ইত্যাদির মতো সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের উক্ত সভায় যোগদান করার জন্য এবং তিরুচিরাপল্লী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, তিরুচিরাপল্লীর শুল্ক প্রস্তাব সম্পর্কিত পূর্বোক্ত পরামর্শমূলক পত্রে তাদের মূল্যবান পরামর্শ/মন্তব্য/মতামত প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সমস্ত অংশগ্রহণকারী সরাসরি সভায় উপস্থিত থাকতে চান, তারা যেন ১৬ মার্চ, ২০২৬ (বিকেল ৩:০০ টা)-এর মধ্যে তাদের নাম, ইমেল ঠিকানা, মোবাইল নম্বর এবং গাড়ির নম্বর উল্লেখ করে ইমেলের মাধ্যমে (director-ps@aera.gov.in এবং rajan.guptal@aera.gov.in ঠিকানায়) AERA-কে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

স্টেকহোল্ডারদের সভার আগে AERA-এর ওয়েবসাইটে (https://aera.gov.in) "News and Announcements" ট্যাবের অধীনে অনলাইন লিঙ্কটি শেয়ার করা হবে।

CBC 03112/12/0013/2525 স্বাক্ষরিত/- সচিব, এইআরএ (AERA)

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অলসতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। আবেগের বশে কাউকে আর্থিক সাহায্য করে অনুশোচনা করতে হতে পারে। বৃষ : প্রিয়জনের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। প্রেমের সম্পর্ক আরও গভীর হবে। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। মিথুন : আধ্যাত্মবাদে আগ্রহ বাড়বে। নিজের বুদ্ধি এবং বিশ্বাসে ভর করে বিরাট সাফল্য পেতে চলেছেন। দাম্পত্যে সমস্যা কাটবে। কর্কট : অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে হওয়া কাজ পণ্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে। সিংহ : সৃজনমূলক কাজের জন্য বিশেষ খ্যাতি পাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের শুভ। কন্যা : বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সমাগমে আনন্দ। বকেয়া অর্থ হাতে পেয়ে স্বস্তি পাবেন। নতুন গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। তুলা : ধ্যান, জপতপের মাধ্যমে মানসিক শান্তি পাবেন। বাড়ি তৈরির কাজে ব্যাংকঋণ আজ মঞ্জুর হতে পারে। বৃশ্চিক : বন্ধুমহলে না জেনে কোনও আলটপকা মন্তব্য করবেন না। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যার কারণে মানসিক চাপ বাড়বে। ধনু : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। আপনার মধুর ব্যবহারের কারণে সমাজে সম্পত্তি প্রতিপত্তি বাড়বে। মকর : রাজনৈতিক কর্মীদের সংগঠনে দায়িত্ব আরও বাড়বে। ফাটকা কারবারিদের ভালো সময়। কর্মসূত্রে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ। কুম্ভ : খুব কাছের লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। জরুরি কোনও কাগজের জন্য হয়রানির শিকার হতে পারেন। মীন : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দের পরিবেশ, একাধিক উপায়ে আয়ের রাস্তা খুলবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তির আশঙ্কা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৮ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ১২ ফাল্গুন, ৩ মার্চ ২০২৬, ১৮ ফাগুন, সংবৎ ১৫ ফাল্গুন সুদি, ১৩ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৩, অঃ ৫।৩৭। মঙ্গলবার, পূর্ণিমা অপরাহ্ণ ৪।৫৯। মঘানক্ষত্র দিবা ৭।৩৭। সুকর্মাযোগ দিবা ১০।৪১। ববকরণ অপরাহ্ণ ৪।৫৯ গতে বালবকরণ শেষরাত্রি ৪।৫০ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৭।৩৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদোষ। যোগিনী- বায়ুকোণে, অপরাহ্ণ ৪।৪৯ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৭।৩০ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১০ গতে ৮।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- গর্ভাধান সীমন্তোন্নয়ন দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ণিমার ব্রতোপবাস। দোলপূর্ণিমা। শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা ব্রত, পূর্ব্বারুণোদয়ে দেবদোল। গোস্বামিমতে বসন্তোৎসব, ফাল্গুনী পূর্ণিমা, মন্বন্তরা স্নানাদানাদি। গৌরাঙ্গ পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নবদ্বীপে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি ও পূজা। শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দাঃ ৫৪১ বর্ষ আরম্ভ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা। হোলি উৎসব। শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব ও মেলা। মাতিয়া উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।৩১ মধ্যে ও ৩।১৯ গতে ৪।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩২ মধ্যে ও ৮।৫৫ গতে ১১।১৭ মধ্যে ও ১।৪০ গতে ৩।১৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দেওয়ালে ‘ভোট আলপনা’র প্রস্তুতি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : কোথাও লেখা হয়েছে, ‘নতুন স্বপ্ন নতুন আশা, বেঁচে থাকার নতুন ভাষা’, কোথাও আবার লেখা হয়েছে ‘উন্নয়ন চলছে, উন্নয়ন চলবে, তাই দেখে বিরোধীরা দাউদাউ জ্বলবে’। সেগুলি পড়তে অনেকেই খানিক দাঁড়াচ্ছেন। পড়ে পছন্দ হলে এসব যাঁদের মস্তিষ্কপ্রসূত, তাঁদের প্রশংসায় ভরিয়ে দিচ্ছেন।

একটা সময় অনেকটাই হারিয়ে গেলেও শিলিগুড়িতে ফের দেওয়াল লিখনের দেখা মিলছে। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখ করে হরেক রকম ছড়ায় শহর ছেয়ে যাওয়া শুরু করেছে। তবে সবই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে। বিজেপি দেওয়াল লিখনে এখনও সেভাবে নজর কাড়তে পারেনি। দলের তরফে কিছু দেওয়াল দখল হয়েছে ঠিকই, তবে সেগুলি চুনকাম করা অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে। দেওয়াল লিখনে শহরে এখনও সিপিএম, কংগ্রেসের দেখা নেই। শহরে অনেক দেওয়াল দখল করা হয়েছে বলে সিপিএমের দাবি। প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হলেই দেওয়াল লিখনের কাজ হবে বলে তারা জানিয়েছে।

ভোটের আগে দেওয়াল লিখনের চল বহুদিনের। তা সে পঞ্চায়েত, পুর ভোটই হোক বা লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচন। এক পার্টি অন্য পার্টিগুলিকে ব্যঙ্গ করেই মূলত দেওয়াল লিখনে বেশি জোর দেয়। তবে, গত ১০-১৫ বছরে ডিজিটাল মাধ্যম ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হওয়ায় দেওয়াল লিখনের চল অনেকটাই কমেছে। তবুও এবার শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দেওয়াল দখল ও লিখনের দৃশ্য বেশ দেখা যাচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে তৃণমূল অনেকটাই এগিয়ে। দেওয়াল লিখনে দলের প্রতীক বা প্রার্থীর নামে সাদামাঠাভাবে না লিখে বিরোধী বিজেপিকে ব্যঙ্গ করে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পকে সবার সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। প্রতিটি দেওয়াল লিখনেই প্রার্থীর নাম লেখার জন্য ফাঁকা জায়গা রাখা হলেও নজর কাড়তে ব্যঙ্গাত্মক ছড়াকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৬ নম্বর ওয়ার্ডের একটি দেওয়ালে লেখা, ‘জোড়া ফুল ফোটে ঘাসে, লক্ষ্মী আসে মাসে মাসে’। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে ‘সাইট ফর বিজেপি’ লেখা একটি দেওয়ালে আবার তৃণমূলের জোড়াফুল শোভা পাচ্ছে।

এগিয়ে ঘাসফুল, ব্যাকফুটে বিরোধীরা

দেওয়ালের একপাশে তৃণমূলের লিখন, অপরপাশটি বিজেপির দখলে।

তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, ‘প্রতিটি ওয়ার্ডের নেতা-নেত্রীরা নিজেদের কৃতিত্বেই মজার মজার দেওয়াল লিখন লিখছেন। লোকে সেগুলি পড়ছে, আবার আমাদের প্রচারও হচ্ছে। এর জন্য দলের জেলা নেতৃত্বের তরফে কোনও খরচ দেওয়া হচ্ছে না।’ শহরের এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে ঘুরলে যেখানে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন চারদিকে নজরে পড়ছে, বিজেপি সেখানে অনেকটাই পিছিয়ে। দলের তরফে ওয়ার্ডগুলিতে বেশ কিছু দেওয়াল চুনকাম করে ‘সাইট ফর বিজেপি’ লিখে রাখা হয়েছে। দলের শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেছেন, ‘ভোট প্রচারে দলের দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে। অনেক দেওয়াল চুনকাম করে লেখার কাজও চলছে।’

তবে, দেওয়াল লিখনের ময়দানে এখনও সিপিএম, কংগ্রেসের দেখা নেই। কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেছেন, ‘গ্রামাঞ্চলে ফাঁসিদেওয়া এবং মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভায় বেশ কিছু দেওয়াল লিখন হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরে ফ্লেক্স, ফেস্টুনের ওপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে।’

বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের কথায়, ‘আগে দেওয়াল লিখন নিয়ে রীতিমতো প্রতিযোগিতা হত। ভোটের পাঁচ-ছয় মাস আগে থেকেই দেওয়াল দখল করে সেখানে রম্যছড়া লেখা হত। এখনকার মতো ঠিকাদারি সংস্থাকে দিয়ে লেখানো হত না।’ বহুদিনের কংগ্রেস নেতা শংকর মালাকার বর্তমানে তৃণমূলে এসেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণা, ‘আগে ভোটের দেওয়াল লিখন একটা আলাদা মজার বিষয় ছিল। মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত। এখন সেই চল অনেকটাই কমেছে।’

রাঙিয়ে দিয়ে যাও...

উত্তরবঙ্গে করিমুল হকের বায়োপিকের শুটিংয়ের ফাঁকে দেব-রুক্মিণী-শুভাশিসের আবির খেলা। সোমবার।

সাংবাদিকের স্মরণসভা

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রয়াত সাংবাদিক তুষারকান্তি বিশ্বাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদপত্রের শিলিগুড়ি অফিসে এদিন বিকেলে আয়োজিত এই স্মরণসভায় উপস্থিত প্রত্যেকেই তুষারকান্তি বিশ্বাসের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। স্মৃতিচারণায় উত্তরবঙ্গ সংবাদের সম্পাদক সব্যসাচী তালুকদার বলেন, ‘তুষারবাবু শুধু একজন সাংবাদিকই নন, তিনি মেন্টরও ছিলেন। প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই ভাবনাও তাঁর মধ্যে ছিল। সবসময় হাসিমুখে কাজ করতেন।’

পত্রিকার প্রকাশক তথা জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী বলেন, ‘খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটা ভালো লেখা লিখে ফেলার দক্ষতা তুষারবাবুর মধ্যে ছিল।’ প্রয়াত সাংবাদিকের স্ত্রী চৈতালি বিশ্বাস বলেন, ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদই ওঁর কাছে সবসময় প্রাধান্য ছিল। শুধু স্বামী নয়, আমি একজন প্রিয় বন্ধুকে হারালাম।’ সাংবাদিকতার পাশাপাশি তাঁর ছবি তোলার আগ্রহের কথাও এদিনের স্মরণসভায় উঠে এসেছে। পত্রিকার অ্যাসোসিয়েট এডিটর গৌতম সরকার, সিনিয়ার অফিস এগজিকিউটিভ স্বাধীন সরকার প্রমুখ স্মৃতিচারণা করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১৬, তারিখ ২৬.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নরূপ কাজের জন্য অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ নামী সংস্থাসমূহ/এজেন্সিসমূহ/ কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম :** মালদা ডিভিশনে তিন বছরের জন্য টিএল কোচগুলিতে (আইসিএফ এবং এলএইচবি) নন-কোর কার্যক্রমের বৈদ্যুতিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য :** ২,৪৬,৪৮,৯৯৬.৫৪ টাকা। **বায়না মূল্য :** ২,৭৩,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** নেই। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় :** ০৬.০৩.২০২৬ থেকে ২০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশনের অফিস। ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও অবস্থাতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(MLD-352/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অস্বস্তি কৃষ্ণের হুঁশিয়ারিতে

যোগদান নিয়েও কোন্দল তৃণমূলে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : ভোট বড় বালাই, তাই শীতঘুম ভাঙছে নেতৃত্বের। দলের ভাবমূর্তি বাঁচাতে জোরদার চেষ্টা চলছে বলে কটাক্ষ বিরোধীদের। পোড়াঝাড়ে গোষ্ঠী সংঘর্ষের জেরে দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠার পর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস বেজায় অস্বস্তিতে। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এখনও শ্রীঘরে। দিনকয়েক আগে দুই গোষ্ঠীকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন শাসক শিবিরের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি।

এবার ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন তৃণমূলের এসসি ওবিসি সেলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস। এক পা এগিয়ে নাম না করে ধৃত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডলকে ‘দেখে নেওয়ার’ হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি। ফুলবাড়ি ১ অঞ্চল কমিটির আয়োজিত দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নিতে এসেছিলেন। যদিও তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যকে সমর্থন জানাননি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়।

এই যোগদান অনুষ্ঠান ঘিরেও ঘাসফুলের অন্দরে নতুন করে দ্বন্দ্ব দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ফুলবাড়ি ১ অঞ্চল নেতৃস্থানীয়দের দাবি, নির্দল আর বিজেপি ছেড়ে ৬১টি পরিবার তৃণমূলে যোগ দিয়েছে। এদিকে, পোড়াঝাড়ের ১০৭ নম্বর পার্টের দলীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শরৎ মণ্ডলের কটাক্ষ, “যাঁদের দলে যোগদান করানো হল, তাঁরা ‘সিজনাল দলবদলু’। লোকসভা, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূলে এলেন। তাঁদের দলে যোগদান করানোয় কোনও লাভ হবে না।” এলাকায় বালি-পাথর সরবরাহ নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে। সেদিন তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতার দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে পোড়াঝাড়ের ১০৬ নম্বর পার্টের পঞ্চায়েত সদস্য রাজু মণ্ডল সহ ৫ জনকে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ভোটের আগে যাতে দুই গোষ্ঠীকে বসিয়ে মিটমাট করিয়ে নেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে ঘটনার পর দিলীপ এলাকায় গিয়েছিলেন বৈঠক করতে।

রবিবার পোড়াঝাড়ে গিয়ে কৃষ্ণ বলেছেন, ‘মারামারির দিন রাত ২টা পর্যন্ত ফোনে সবটা শুনেছি। যাঁরা বেনোজল, যাঁরা নিজেদের স্বার্থ দেখেন, যাঁরা সাধারণ মানুষকে ভয় দেখান, তাঁদের কত ক্ষমতা দেখে নেব। যাঁরা অবৈধ কাজ করছেন, তাঁদের খুব খারাপ পরিস্থিতি হবে। কেবল ট্রেলার দেখিয়েছি, সিনেমা পরে দেখাব।’ নাম না করেই রাজুকে হুঁশিয়ারি দেওয়ায় মঞ্চেই বসে থাকা দিলীপ অস্বস্তিতে পড়ে যান।

- ধৃত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে নাম না করে দেখে নেওয়ার হুঁশিয়ারি
- তৃণমূলের ব্লক সভাপতির দাবি, ওটা কৃষ্ণের ব্যক্তিগত অবস্থান
- যোগদান নিয়ে অসন্তুষ্ট দলেরই পঞ্চায়েত সদস্য
- সদস্যের কথায় দল চলবে না, বার্তা ব্লক সভাপতির

যাঁরা বেনোজল, নিজেদের স্বার্থ দেখেন, সাধারণ মানুষকে ভয় দেখান, তাঁদের কত ক্ষমতা দেখে নেব। অবৈধ কারবারিদের খারাপ পরিস্থিতি হবে।

-কৃষ্ণ দাস

পরে দিলীপ বলেন, ‘কৃষ্ণ দাস যা বলেছেন, তা তাঁর একেবারে নিজস্ব বক্তব্য। নির্বাচনের আগে কোন্দল মিটিয়ে সকলকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে। তবে কোনও অনৈতিক কাজ হয়ে থাকলে পুলিশ-প্রশাসন নিশ্চিতভাবে দেখবে।’

এদিকে, পোড়াঝাড়ের যোগদান অনুষ্ঠানে ফুলবাড়ির বহু নেতা ও জনপ্রতিনিধিকে ডাকা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে, যা নিয়ে ফুলবাড়ি ১ অঞ্চল সভাপতি সঞ্জয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শরৎ মণ্ডল ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

শরতের কথায়, ‘আমাদের এলাকায় অনুষ্ঠান হচ্ছে, কারা দলে এল-গেল কিছুই জানানো হয়নি। মহিলা সংগঠনের সভাপতিকেও জানানো হয়নি।’ পরে সঞ্জয় বিশ্বাসকে ফোন করলেও তিনি ধরেননি। এদিকে, যাঁরা দল করেন, তাঁদের কৃষ্ণ দাস শাসিয়ে গেলেন। দুই পক্ষের কথা অবধি শুনলেন না।’

সঞ্জয়ের পালটা যুক্তি, ‘শরৎ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, তবে দলের শ্রমিক সংগঠন করেন। পঞ্চায়েত সদস্য তো আর দল চালাবেন না। যাঁরা যোগদান করেছেন, তাঁরা কেউ নির্দলে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন, অনেকে আবার বিজেপিতে ছিলেন।’

যোগদানের বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁরও কিছু জানা নেই বলে দাবি জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপের।

দুই চুরিতে আতঙ্ক

ফাঁসিদেওয়া ও নকশালবাড়ি, ২ মার্চ : দুটি ভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পিচলা নদীর সেতু সংলগ্ন এলাকায় যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের বাড়িতে চুরি হয়েছে। বাড়ির সদস্যরা জানান, এদিন বাড়িতে কেউ ছিলেন না। সেই সুযোগে বাড়িতে ঢুকে আলমারি ভেঙে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। পরে বিকেলে বাড়ি ফিরে তাঁরা দেখেন ঘরের তালা ভাঙা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তারা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর আগে গোয়ালটুলি ও কোকরাজোতে একই ধাঁচে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

নকশালবাড়ি বাজারে দিনেরবেলা এক বৃদ্ধার টাকার ব্যাগ চুরি হয়ে গিয়েছে। ঘটনায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে অভিযোগ দায়ের করেন হামিদা বেগম নামের ওই বৃদ্ধা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আশপাশের দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু কিছু পায়নি। জানা গিয়েছে, এদিন নকশালবাড়ি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে টাকা তুলেছিলেন ওই বৃদ্ধা। তারপর তিনি চৌরঙ্গি মোড় এলাকায় ফল কিনতে গিয়েছিলেন। তখনই ভিড়ের সুযোগে তাঁর ব্যাগটি নিয়ে কেউ চম্পট দিয়েছে বলে জানান বৃদ্ধা। ব্যাগে নগদ টাকা ছাড়াও ব্যাংকের পাসবুক ছিল।

তরুণের অপমৃত্যু

নকশালবাড়ি, ২ মার্চ : সোমবার নকশালবাড়ির হাতিঘিসার জমিদারগুড়িতে এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম অজিত বর্মন (২৬)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে শোয়ার ঘরে ওই তরুণকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। নকশালবাড়ি থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

এসআইআর ইস্যুতে অবরোধ, ধস্তাধস্তি

বাম আন্দোলনে থমকাল শিলিগুড়ি

তমালিকা দে ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২ মার্চ: এসআইআর-এর বিরোধিতা করে প্রথম দিন থেকেই পথে নেমেছিল সিপিএম। সম্প্রতি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর ফের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখালেন সিপিএমের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা। সোমবার দলের জেলা সম্পাদক সমন পাঠকের নেতৃত্বে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ও রাস্তা অবরোধ করা হয়। প্রায় আধঘণ্টা রাস্তা অবরোধের জন্য যানজট তো হয়ই, পাশাপাশি পথচলতিরাও সমস্যায় পড়েন। তবে পুলিশের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

সামনেই বিধানসভা ভোট। এই সময় এসআইআর ইস্যুকে হাতিয়ার করতে চাইছে সিপিএম। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ মিছিলে নেমেছেন নেতা-কর্মীরা। এদিন দলীয় কার্যালয় অনীল বিশ্বাস ভবনের সামনে থেকে এই মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে যায়।

সেখানে বিক্ষোভকারীদের দেখে মহকুমা শাসকের দপ্তরের ঢোকার গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রতিবাদ জানিয়ে দপ্তরের সামনের পথ অবরোধ করেন বিক্ষোভকারীরা। অবরোধের জেরে সপ্তাহের প্রথম দিন শহরের এই অন্যতম ব্যস্ত রাস্তায় যানজট তৈরি হয়। পরিস্থিতি বুঝে গাড়ি অন্য রাস্তায় ঘুরিয়ে নেন অনেকেই। সিপিএমের জেলা কমিটি সদস্য তথা কাউন্সিলার শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন বিজেপির দালালে পরিণত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও এসআইআর নিয়ে নাটক করছেন। তিনিও বৈধ ভোটারদের পক্ষে কথা বলছেন না।’

এদিন বিক্ষোভ শেষে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধিদল দাবি তোলে, যাতে দ্রুত এই ভোটার তালিকা সংশোধন করা হয়। প্রকৃত ভোটারদের নাম যাতে বাতিল না হয় এ ব্যাপারে মহকুমা শাসকের দপ্তরে একটি স্মারকলিপি জমা দেন তাঁরা। জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, ‘এসআইআর-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে।’ এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জীবেশ সরকার, মুন্সী নুরুল ইসলামের মতো নেতারা।

মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে রাস্তায় বসে সিপিএম নেতা-কর্মীরা।

সিপিএমের রাস্তা অবরোধের ফলে সমস্যায় পড়েন অনেকে। খাবার ডেলিভারি সংস্থার এক কর্মী মনোজকুমার পাসোয়ানের কথায়, ‘কাজের সময় এভাবে হঠাৎ রাস্তা আটকে দেওয়ায় খাবার ডেলিভারি দিতে অনেকটা দেরি হয়ে যাবে।’

সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির সদস্যরা এদিন স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মিলে এই একই ইস্যুতে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে শামিল হন। দলের জেলা কমিটির সদস্য তাপস সরকার, এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিত নন্দী, ভবেন্দু আচার্য, বিজন সাহা প্রমুখ এদিন বাসিন্দাদের সঙ্গে বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভে শামিল হন। পরে দলের তরফে বিডিও বিশ্বজিৎ দাসের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

আবার বৈধ ভোটার তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন করেছে এসইউসিআই। সোমবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে মিছিল করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে যান সেই দলের নেতা-কর্মীরা। তাঁদেরও মহকুমা শাসকের দপ্তরের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। তখন পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। এসইউসিআই-এর অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন স্বচ্ছভাবে কাজ করছে না। এসআইআর বাতিল করার দাবিও এদিন আন্দোলনকারীরা জানান। দার্জিলিং জেলা সম্পাদক গৌতম ভট্টাচার্য বলেন, ‘জেলায় জেলায় আমাদের এই প্রতিবাদ চলবে। আমাদের দাবি মানা না হলে আগামীতে আমরা বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখাব।’

AmbujaNeotia

গ্রাম থেকে শহর, স্কুল থেকে ঘর:
সবার জন্য শ্রবণ সুরক্ষা

এই বিশ্ব শ্রবণ দিবসে, আসুন আমরা কান ও শ্রবণ স্বাস্থ্যের গুরুত্বকে অগ্রাধিকার দিই। আমরা শ্রবণ সমস্যা, নাক ডাকা, সাইনাস ও থাইরয়েডের সমস্যার চিকিৎসা করি নিখুঁততা, নিরাপত্তা ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফলের লক্ষ্য নিয়ে যাতে আপনি আরও স্বাচ্ছন্দ্যে শ্বাস নিতে ও স্পষ্টভাবে শুনতে পারেন।

জটিল কানের পুনর্গঠন থেকে শুরু করে উন্নত সাইনাস ও থাইরয়েড সার্জারি পর্যন্ত, আমাদের অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ দল সকল বয়সের জন্য সমন্বিত ইএনটি (ENT) সেবা প্রদান করে।

আমাদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল

ডা. আনন্দব্রত বোস — এমএস, এফআরসিএস, ডিএনবি — সিনিয়র কনসালট্যান্ট - ইএনটি
ডা. কুনজাং ডোমা ভুটিয়া — এমএস, ডিএনবি — কনসালট্যান্ট - ইএনটি
ডা. প্রসন্ন দত্ত — এমএস, ডিএনবি — কনসালট্যান্ট - ইএনটি
মিস দেবশ্রী সিংহা — এমএএসএলপি — স্পিচ থেরাপিস্ট

Emergency
0353 660 3030

Neotia Getwel
Multispeciality Hospital

Uttorayon | Behind City Centre | Matigara | Siliguri

পূর্ব রেলওয়ে

অকশন ক্যাটালগ

অ্যাডমিন ইউনিট/ জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন-কমার্শিয়াল, পূর্ব রেলওয়ে। **অকশন আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ :** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রুম নং ৪৪, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্সেল-এসডিএইচ-৫৬। **অকশন শুরু (সব লটের জন্য) :** ১২.০৩.২০২৬, দুপুর ১২টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় :** ১২.০৩.২০২৬, দুপুর ২টা। **অটো এক্সটেনশন জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **অটো এক্সটেনশনের মেয়াদ :** ১২০ সেকেন্ড। **অকশনের ধরন :** ফোর্ড এজেন্ড। **ইনিশিয়াল কুলিং অফ পিরিয়ড :** ৩০ মিনিট। **পরবর্তী লটের ক্লোজিং ইন্টারভাল :** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন :** ১০ বার। **ক্যাটালগ প্রকাশের তারিখ :** ২৪.০২.২০২৫, সন্ধ্যা ৬টা ৩৩ মিনিট। **ডিসিশন মোড -** অটো, আরপি প্রদর্শিত - না, আরপি-র নিচে অনুমোদিত বিড - হ্যাঁ, প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার (আরওএফআর) প্রযোজ্য কিনা : না, চুক্তির আদর্শ শর্তাবলী (সংস্করণ ২) - দৃশ্যমান, সংশোধনী। **লটের বিবরণ :** ক্যাটিগরি/সাব ক্যাটিগরি : সমস্ত ফিল্টার লট সিক্যুয়েন্স নং; লট নং/ক্যাটিগরি; বিবরণ; বন্ধের তারিখ/সময় : এএ/১; ১২৩৪৩-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-এইচডিবি-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১২.৩০ মিনিটে। এএ/২; ১২৩২৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-এএনভিটি-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১২.৪০ মিনিটে। এএ/৩; ১২৩৪৩-এসএলআর-আর১-কেওএএ-এইচডিবি-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১২.৫০ মিনিটে। এএ/৪; ১৩১৮১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এসএইচটিটি-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১টা। এএ/৫; ২২২০১-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-পিইউআরআই-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১.১০ মিনিটে। এএ/৬; ১৩১৩৭-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এএমএইচ-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১.২০ মিনিটে। এএ/৭; ১৫২৩৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-ডিবিজি-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১.৩০ মিনিটে। এএ/৮; ১৩১৬৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এসএমআই-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১.৪০ মিনিটে। এএ/৯; ২২৫৮৭-এসএলআর-এফ১-এসডিএইচ-বিএনআরএস-২৬-১ (পার্সেল এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কমপার...); ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ১.৫০ মিনিটে। এবি/১; ১৩১৫১-১৩১৫২-ভিপি-১-কেওএএ-জেএটি-২৬-১ (পার্সেল-পার্সেল ভ্যান); পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস; ১২.০৩.২০২৬ তারিখ, দুপুর ২টায়। **রেট ইউনিট :** সিকোয়েন্স নং এএ/১ থেকে এএ/৯-এর জন্য প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি এবং সিকোয়েন্স নং এবি/১-এর জন্য প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (উভয় দিকে)। **ট্রিপ/দিন :** সিকোয়েন্স নং এএ/১-এর জন্য ১০৯৬; এএ/২, এএ/৬ ও এএ/৮-এর জন্য ১৫৭; এএ/৩ ও এএ/৯-এর জন্য ৪৭০; এএ/৫-এর জন্য ৪৬৯; এএ/৭-এর জন্য ৩১৩ এবং এবি/১-এর জন্য ৯৩৯। **ন্যূনতম বৃদ্ধি :** সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ০.২%। **ইএমডি :** সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ১০%। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ০। **আরওএফআর প্রযোজ্য কিনা? :** সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য না। **লটের অবস্থা :** সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য আরপি পেন্ডিং। **অকশনাস :** সব সিকোয়েন্স নং-এর জন্য ■।

(SDAH-426/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

ভাঙা বাঁধ নিয়ে উদ্বেগ মেচিপাড়ে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২ মার্চ : পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও বাঁধ মেরামতের উদ্যোগ নেই। অভিযোগ, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় পা পড়েনি সেচ দপ্তরের কর্তাদেরও। বর্ষা নিয়ে এখনই উদ্বেগে ভুগছেন এই ভারত-নেপাল সীমান্ত এলাকার মানুষ। দ্রুত বাঁধ মেরামতের দাবি তুলেছেন নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নেহালজোত, ছোট মণিরামজোতের বাসিন্দারা।

জলের তোড়ে ভেঙেছে বাঁধের একটি অংশ।

গত বছর ৪ অক্টোবরের ভয়াবহ বৃষ্টি এবং তার জেরে জলের চাপে নেহালজোতে প্রায় ৫০ ফুট বাঁধ ভেঙে যায়। ডল ঢোকে গ্রামে। বিঘার পর বিঘা জমির ধানও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে দাবি গ্রামবাসীর।

বাঁধের ভাঙা অংশ দিয়ে এখনও জল ঢোকে চাষের জমিতে। সেচ দপ্তরের শিলিগুড়ির সাব ডিভিশনাল অফিসার যুবরাজ সিংয়ের আশ্বাস, ‘বাঁধ মেরামতের পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থবরাদ্দ হলে কাজ শুরু হবে।’

মেচি রিভার প্রোটেকশন স্কিমে খড়িবাড়ি ব্লকের মদনজোত থেকে নকশালবাড়ি ব্লকের মানঝা পর্যন্ত মেচি নদীর ধারে চার হাজার মিটার পাথরের বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। ২০২০-র ডিসেম্বর মাসে কাজ শুরু হয়ে শেষ হয় ২০২২ সালে। বাঁধের উপর পাথরের পিচিং সহ প্রায় ১৪ ফুট লম্বা রাস্তাও তৈরি করা হয়। যাতে সীমান্তে এসএসবি জওয়ানরা খুব সহজেই বাঁধের উপর দিয়ে যানবাহন নিয়ে টহলদারি চালাতে পারেন। প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ হয়েছিল প্রায় ১২ কোটি টাকা। কিন্তু ৪ অক্টোবরের প্রবল বৃষ্টি ও মেচির জলোচ্ছ্বাসে ভেঙে যায় বাঁধটি। বিঘার পর বিঘা চাষের জমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েন প্রচুর মানুষ।

স্থানীয় কৃষক অমিত থাপা বলেন, ‘বাঁধের জন্য নদীভাঙন বন্ধ হওয়ায় আমরা খুশি ছিলাম। কিন্তু গত বছর প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে। এখনও জমিতে জল ঢুকছে। বর্ষার আগে বাঁধ মেরামত না হলে চরম সর্বনাশ হবে।’ বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় এসএসবি জওয়ানরা দ্রুত এলাকায় পৌঁছাতে না পারায় চোরাচালান বেড়েছে বলে অভিযোগ প্রকাশ ফুয়েলের। বাঁধের পাশেই চা বাগান রয়েছে পঙ্কজ দাসের। তিনি বলেন, ‘ভাঙা অংশ আমার বাগান পর্যন্ত রয়েছে। এবার বর্ষার আগে সেচ দপ্তর বাঁধ মেরামত না করলে আমার চা বাগান নদীতে তলিয়ে যাবে। জানি না স্থানীয় প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেবে।’

‘ঝান্ডা ধরার লোক নেই, তবুও আমরা ব্রাত্য’

দলের প্রতি ক্ষুব্ধ কংগ্রেসের সুনীল

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : দলের রাজ্য নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছে, কংগ্রেস আলাদা লড়বে। সেই হিসাবেই প্রস্তুতি চলছে। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ঠিক এমন সময়ে দলের অস্বস্তি বাড়ালেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক সুনীল তিরকে। বর্তমানে দলে পতাকা ধরার লোক নেই বলে সুর চড়িয়েছেন তিনি। সুনীল বলছেন, ‘আমাদের মতো নেতাদের গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। অথচ দলে সেভাবে লড়াই করার লোক নেই। নতুনরা যতদিন না উঠছে, ততদিন তো আমরাই ভরসা। তারপরও সেভাবে যোগাযোগ নেই। মিটিং, মিছিলে ডাকা হয় না।’

ফাঁসিদেওয়া আসনে বিধায়ক ছিলেন সুনীল। তিনি বর্তমানে প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন। কিন্তু তারপরও জেলা নেতৃত্ব গুরুত্ব না দেওয়ায় নিজেকে একরকম গুটিয়ে রেখেছেন বলে তাঁর দাবি। দলীয় সূত্রে খবর, প্রার্থীর দৌড়ে রয়েছেন সুনীলের মেয়ে। যেখানে তাঁর মেয়ে প্রার্থী হতে আগ্রহী, সেখানে দলের পতাকা ধরার লোক না থাকলে লড়বেন কারা? সুনীলের জবাব, ‘লড়াই করার জন্য পুরোনো মুখরাই রয়েছেন। সেজন্য পুরোনোদেরই গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমরা এখনও মিটিং, মিছিলে থাকলে কিছু লোক জড়ো হয়।’

এদিকে, দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি অমিত সরকার বলছেন, ‘সুনীলদা বয়সের ভারে আর দাঁড়াতে চান না বলে দলকে জানিয়ে দিয়েছেন।’ আর এ নিয়ে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলছেন, ‘দলে সবাই সম্পদ। আমরা কাউকে ছাড়তে চাই না। তবে সুনীল তিরকেকে অসুস্থ বলে জানি। অনেকের প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছে থাকে। শেষমুহূর্তে দল ঠিক করবে।’

> **দল গোছানো নেই। যাঁরা রয়েছেন, পুরোনোরাই। নতুনদের যেখানে ফায়দা সেখানে থাকা স্বাভাবিক। দলের উপরতলার নজর কমেছে। আগে তা অনেক বেশি ছিল।**
>
> **বাবলু সরকার**
> *সহ সভাপতি, প্রদেশ কংগ্রেস*

সুনীলের মতোই আক্ষেপের সুর শোনা গেল পুরোনো কংগ্রেস নেতা শিবমন্দিরের বাবলু সরকার, ফাঁসিদেওয়ার দুর্গা রায় এবং সদানন্দ দাসের মতো নেতাদের কথায়। প্রদেশ কংগ্রেসের সহ সভাপতি বাবলু বলছেন, ‘ঝান্ডা ধরার লোক রয়েছে। কিন্তু দল গোছানো নেই। যাঁরা রয়েছেন, পুরোনোরাই। নতুনদের যেখানে ফায়দা সেখানে থাকা স্বাভাবিক। দলের উপরতলার নজর কমেছে। আগে তা অনেক বেশি ছিল।’ বাবলুর বক্তব্য, ‘ক্ষমতায় না থাকলে একটা অনীহা থাকেই। কিন্তু এতদিন ক্ষমতায় না থেকেও আমরা যে কোনও সময় ২০০-৩০০ লোক জড়ো করতে পারি। অথচ দলের কেন এমন অবস্থা হল জানি না।’ এই পরিস্থিতির দায় তিনি কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্বের ঘাড়েই চাপিয়েছেন।

প্রায় একই সুর ফাঁসিদেওয়ার পুরোনো কংগ্রেস নেতা দুর্গা রায়ের কথায়। দুর্গা বলছেন, ‘ফাঁসিদেওয়া, বিধাননগরে কংগ্রেস শক্তিশালী ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সেখানেও এখন নেতা, কর্মীর অভাব।’ নতুন প্রজন্মকে না তোলার কারণেই দলের এমন দশা বলে অভিযোগ তাঁর। তিনি কিষান কংগ্রেস, যুব কংগ্রেসের দায়িত্ব সামলেছিলেন। ৭৬ বছর বয়সে এখনও মোটর সাইকেল চালিয়ে এলাকায় ঘোরেন। দুর্গার কথায়, ‘জেলা কংগ্রেসের তরফে মাঝে একদিন খোঁজ নিয়েছিল। তারপরে আর কোনও যোগাযোগ নেই। দলে যতদিন না নতুনরা উঠছে, ততদিন পুরোনোদের দিয়েই চালাতে হবে। তবে পুরোনোদের অনেকের কাঁধে সংসারের দায়িত্ব থাকার পাশাপাশি বয়সের ভার হয়েছে। তাঁরা উৎসাহ জোগাতে পারেন না।’

শপিং মলে মারামারি

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : শপিং মলের পার্কিং লটের মধ্যে মারামারির ঘটনার একটি ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ভাইরাল হতেই শিলিগুড়ি শহরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভিডিওটি দেখে মনে করা হচ্ছে, সেটি সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমের উলটোদিকে থাকা একটি শপিং মলের পার্কিং লটের। ভিডিওতে দেখা যায়, যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে মারামারি চলছে। তাতে এক মহিলাকেও দেখা গিয়েছে। দুই নিরাপত্তারক্ষী মারামারি থামাতে এলেও কাজ হয়নি। গোটা বিষয়টি পার্কিং লটে থাকা কয়েকজন বাউন্সার দেখলেও এগিয়ে যাননি। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, ‘একটি ভিডিও পেয়েছি। পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলা করছে। ভিডিওটি কোথাকার তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

ওই শপিং মলে একটি পাব রয়েছে। সেটি ভোররাত পর্যন্ত খোলা থাকে। মনে করা হচ্ছে, সেই পাব থেকে রাতে বেরিয়ে মদ্যপ অবস্থায় বেশ কয়েকজন মারামারির ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন। সেবক রোডে প্রায়শই মারামারি ও দুর্ঘটনা ঘটছে। সম্প্রতি মাটিগাড়ার একটি শপিং মলের নীচেও দুই পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনাগুলির পর রাতে শপিং মলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পাখি পর্যবেক্ষণ

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : কালিম্পংয়ের ডোরখোলা গ্রামে পাখি পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ নিল ন্যাফ। এদিন ২০তম বার্ষিক পাখি পর্যবেক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি। ৩০ জন পাখিপ্রেমী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত পাখি দেখা হল, তার চেকলিস্ট করা হবে। ৫ মার্চ পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে বলে ন্যাফের কর্ণধার অনিমেষ বসু জানিয়েছেন। তিনি বলছেন, ‘শিবিরের উদ্দেশ্য হল বন সংরক্ষণ ও বিরল পাখিদের সংরক্ষণ করা।’

ভোগান্তি

চোপড়া, ২ মার্চ : এলাকায় বিকট শব্দ তুলে চলাচল করা মোটরবাইকের দৌরাত্ম্যে বাসিন্দারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। অভিযোগ, সাইলেন্সার মডিফাই করে তীব্র শব্দের সৃষ্টি করা হচ্ছে। সমস্যা মেটাতে চোপড়া থানার ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে সোমবার বিশেষ অভিযান চালানো হয়। সদর চোপড়া এলাকায় এদিন এক বাইক আরোহীকে আটকে তাঁর বাইকে লাগানো মডিফায়েড সাইলেন্সার খুলে নেওয়া হয়। তাঁকে জরিমানা করা হয়। ট্রাফিক ওসি উজ্জ্বল রায় বলেন, ‘শব্দ দূষণ রুখতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে।’

অভিনব পোশাক প্রতিযোগিতায় রাধাকৃষ্ণের সাজে। সোমবার কোচবিহারে। ছবি : অর্পণা গুহ রায়

নীতিনের সভায় পৃথক রাজ্যের দাবি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির আলোচনা সভায় ফের গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি উঠল। গোর্খাল্যান্ড না হলে পাহাড় এবং ডুয়ার্সের জন্য পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি তুলেছেন গোর্খা জনজাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। সোমবার শিলিগুড়ির অদূরে একটি টি রিসর্টে গোর্খা জনজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। গোর্খা জনজাতির মানুষের কী সমস্যা তা জানতে চেয়েছিলেন নীতিন। সেখানেই পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি ওঠে। বিজেপি বিধায়ক নীরজ জিম্বা, বিশাল লামা, বিশিষ্ট চিকিৎসক পিডি ভুটিয়ার মতো মানুষের উপস্থিতিতেই এদিন এই দাবি উঠেছে।

সূত্রের খবর, নীতিন পাহাড় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন। তবে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি এদিন সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বিজেপির বিধায়করা এদিন গোর্খাল্যান্ডের দাবি এবং নীতিন নবীনের আশ্বাস প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন। দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নীরজ জিম্বার বক্তব্য, ‘খুব ভালো আলোচনা হয়েছে। আমরা আমাদের গোর্খা জনজাতির মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা, পৃথক রাজ্য, কর্মসংস্থানের সমস্যা নিয়ে নীতিন নবীনকে বলেছি। উনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, মোদি সরকারের আমলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। আমি মনে করি, গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত। আমরা আলোচনা শুরুও করে দিয়েছি।’

সোমবার শুধু গোর্খা জনজাতির মানুষই নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরও আলোচনায় ডাকা হয়েছিল। বিশেষ করে ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী সংগঠন, চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীদেরও ডাকা হয়েছিল। বিভিন্ন গাড়ির শোরুমের মালিক, ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। এদিন দুটি পৃথক আলোচনা সভা হয়েছে। প্রথমটি হয়েছে জনজাতির মানুষকে নিয়ে। দ্বিতীয়টি হয়েছে ব্যবসায়ীদের নিয়ে। সূত্রের খবর, ব্যবসায়ীদের কাছে এদিন নীতিন বিজেপিকে জেতানোর আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে এই রাজ্য থেকে শিল্পপতিরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালাচ্ছেন। একের পর এক শিল্প বন্ধ হচ্ছে।’ বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে শিল্প ফেরানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি।

- গোর্খা জনজাতির মানুষের কী সমস্যা তা জানতে চেয়েছিলেন নীতিন
- সেখানেই গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি ওঠে
- গোর্খাল্যান্ড না হলে পাহাড় এবং ডুয়ার্সের জন্য পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দাবি তুলেছেন গোর্খা জনজাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা

অন্যদিকে, জনজাতির মানুষ আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্রুত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন বলে দাবি করেছেন গোর্খা জনজাতির প্রতিনিধিরা। বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রেম দোরজি ভুটিয়া এদিন আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত ছিলেন। গোর্খারা যে আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগছেন সেই বিষয়টি নিয়ে এদিন তিনিও সহমতপোষণ করেছেন। সরাসরি গোর্খাল্যান্ডের পক্ষে সওয়াল না করলেও গোর্খাদের পৃথক ভূমির কথা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার ভাবে, সেই বিষয়টি তিনি তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘বিভিন্ন এলাকায় গোর্খাদের ভারতীয় না বলে নেপালি বলা হয়। এটা দূর হওয়া দরকার। পাহাড় থেকে আমাদের অনেক ভাইবোন আইপিএস, আইএএস হচ্ছেন। ভালো ভালো চিকিৎসক তৈরি হচ্ছেন পাহাড় থেকে। তবে পৃথক ভূমির তো প্রয়োজন রয়েছেই। এটা নিয়ে আলোচনা হওয়া তো প্রয়োজন। সেটা কেন্দ্রীয় সরকারই করবে।’

আন্দোলনে অস্থায়ী বনকর্মীরা

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : ন্যায্য বেতনের দাবিতে বিক্ষোভে নামলেন অস্থায়ী বনকর্মীরা। সোমবার বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের প্রধান অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান ডিভিশনের বিভিন্ন রেঞ্জের অস্থায়ী বনকর্মীরা। দীর্ঘদিন ধরে বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। এদিন ডিভিশনের বিভিন্ন রেঞ্জের কর্মীরা একত্রিত হয়ে তাঁদের দাবি ডিএফও-র কাছে জানান। অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবি জানানো হয়।

ডিভিশনের আটটি রেঞ্জের তরফে বনকর্মীরা এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। তাঁদের কেউ সাত, আট বছর ধরে আবার কেউ আরও বেশি বছর ধরে বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের বিভিন্ন রেঞ্জে বনকর্মী হিসাবে কাজ করছেন। ওই ডিভিশনে প্রায় ১৪০ জন অস্থায়ী বনকর্মী রয়েছেন। তাঁদের অনেকের পদ এক হলেও বেতন আলাদা। দীর্ঘদিন ধরে বনকর্মীরা এই বেতন বৈষম্য মেটানোর জন্য ডিএফও-র কাছে দাবি জানিয়ে আসছেন। যেকোনও সময় তাঁদের ছাঁটাই করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন। এই পরিস্থিতিতে বন দপ্তরের এক অস্থায়ী কর্মী অরিত দে বলেন, ‘আমাদের কাজের কোনও স্থায়িত্ব নেই। যে কোনও সময় ছাঁটাই করে দেওয়া হতে পারে। তাই স্থায়ীকরণের পাশাপাশি বেতন যাতে বাড়ানো হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে।’

এদিন বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশনের ডাবগ্রাম, সারুগাড়া সহ বাকি রেঞ্জের অস্থায়ী বন সহায়করা জাবরাভিটায় ডিভিশন অফিসে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন। অস্থায়ী বনকর্মীদের এই দাবি নিয়ে ডিএফও (বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন) মোদীপ কুমার বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে আমি দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। অস্থায়ী বনকর্মীদের দাবিগুলো যাতে পূর্ণ হয়, তা দেখা হবে।’

বিধায়কের স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : দোলযাত্রার সময় শহরের বিভিন্ন থানা এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা যাতে বজায় থাকে সেজন্য শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ উদ্যোগী হলেন। শংকর ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিজেপি কাউন্সিলাররা সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁরা শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানান। আইসির মাধ্যমে পুলিশ কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

শংকরের বক্তব্য, ‘শিলিগুড়ি শহরে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে যেগুলি কাম্য নয়। তাই বাধ্য হয়ে আমরা শিলিগুড়ি থানার আইসি’র সঙ্গে দেখা করলাম। দোলযাত্রায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদন জানালাম।’

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : সোমবার কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুজিত প্রসাদ। তিনি দার্জিলিং মোড়ের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাতে সুজিত স্কুটারে করে দাগাপুরে ঘোরাঘুরি করছিলেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে। এরপর তাঁর স্কুটারে তল্লাশি চালাতেই ৪০টিরও বেশি কাফ সিরাপের বোতল উদ্ধার হয়। ধৃতের বিরুদ্ধে এর আগেও অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। সুজিতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

প্রতিবিম্ব।। *উত্তরপ্রদেশের পিলিভিট টাইগার রিজার্ভের ছুকা লেকে ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির শংকর দে।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

৯ দফা দাবি

ফাঁসিদেওয়া, ২ মার্চ : মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে সোমবার বিডিও’র মাধ্যমে জেলা শাসককে স্মারকলিপি দেয় ফাঁসিদেওয়া যৌথ রাঁধুনি সমিতি। সংগঠনের অভিযোগ, দীর্ঘ দুই দশক ধরে তারা নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলেও, আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। এদিন সংগঠনের তরফে ৯ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বনানী মজুমদারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সংগঠনের সদস্য রেখা রায় বলছেন, ‘সামান্য ভুলের অজুহাতে অনেক সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাঁটাইয়ের হুমকি দেয়। আমাদের কাজের কোনও স্থায়িত্ব নেই। দুর্ঘটনাজনিত বিমারও সুবিধা নেই। বর্তমানে গ্যাসে রান্না করতে গিয়ে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকলেও, সরকার আমাদের সুরক্ষায় কোনও পদক্ষেপ করেনি।’

দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার কথা বলছে সংগঠন। এদিনের কর্মসূচিতে সংগঠনের সভাপতি সুষমা খালরঙি এবং সম্পাদক কল্পনা ছেত্রী সহ সমিতির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিক্ষোভ

নকশালবাড়ি, ২ মার্চ : ভোটার তালিকা থেকে একাধিক নাম বাদ যাওয়ায় নকশালবাড়িতে বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম। সোমবার নকশালবাড়ি বিডিও অফিসের সামনে সিপিএমের তরফে বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মিছিল করে বিডিও অফিসের গেটের সামনে আসতেই পুলিশ তাঁদের আটকে দেয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক, নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি মাধব সরকার সহ অন্যরা।

বৃষ্টি নেই, বিপাকে চা চাষিরা

মনজুর আলম

চোপড়া, ২ মার্চ : গত কয়েক মাস বৃষ্টি পড়েনি বললেই চলে। ফলে সেচ দিতে গিয়ে বাড়তি খরচের বোঝা বইতে হচ্ছে চোপড়া ব্লকের ক্ষুদ্র চা চাষিদের। তার ওপর ফার্স্ট ফ্লাশের আগেও যদি বৃষ্টি না হয়, সেক্ষেত্রে চা পাতায় রোগপোকার আক্রমণ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রত্যুষ সিংহ নামে এক ক্ষুদ্র চা চাষি বলছেন, ‘কালীপুজোর পর থেকে বৃষ্টি নেই। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কিছুটা বৃষ্টি হলেও এবার হয়নি। ফলে ৩-৪ বার সেচ দিতে হচ্ছে।’ চাষিরা জানাচ্ছেন, অধিকাংশ কৃষক সাবমার্সিবল পাম্প দিয়ে জমিতে জল দিচ্ছেন। ফলে খরচ বাড়ছে। এভাবে এক বিঘা জমিতে একবার জল দিতেই ৪ হাজার টাকার মতো খরচ পড়ে যায়। আরেক চাষি সাদেক আখতার বলছেন, ‘মরশুমের শুরু থেকে ৩ বার সেচ দেওয়া হয়েছে। খরচ বেড়েছে।’

চোপড়া ব্লকে প্রায় ২০ হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি রয়েছেন। চোপড়ার চা বলয়ে এই মুহূর্তে ফার্স্ট ফ্লাশের প্রস্তুতি তুঙ্গে। তবে এখনও কাঁচা পাতার জোগান না থাকায় কারখানাগুলো সেভাবে চালু করা যাচ্ছে না। ক্ষুদ্র চা চাষিরা জানাচ্ছেন, সেভাবে সেচের ব্যবস্থা না থাকায় অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। আগের মতো কীটনাশকেও তেমন কাজ হচ্ছে না। সবমিলিয়ে পরিচর্যায় খরচ দ্বিগুণ বেড়েছে।

চোপড়ায় চা বাগানে কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা।

অবশ্য এখনও পর্যন্ত এলাকায় চায়ের তেমন ক্ষতির হয়নি। তবে আরও সপ্তাহ দুয়েক বৃষ্টি না হলে রোগপোকা বৃদ্ধি পেতে পারে। পাশাপাশি কাঁচা পাতা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উত্তর দিনাজপুর কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের বিশেষজ্ঞ দেবাশিস মাহাতো বলছেন, ‘ডিসেম্বরের পর থেকে এলাকায় ৫-১০ শতাংশ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। সেভাবে চা চাষের ক্ষেত্রে কাজে লাগেনি।’

রতন সাহা নামে এক ক্ষুদ্র চা চাষি বলছেন, ‘গত বছর মাঝেমধ্যে বৃষ্টি পাওয়া গিয়েছে। এবার টানা কয়েক মাস একেবারেই বৃষ্টি হয়নি। ফলে পাতার মান খারাপ হচ্ছে। এখন থেকেই লালপোকার উপদ্রব শুরু হয়েছে।’ এ নিয়ে চোপড়া স্মল টি প্ল্যান্টার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ ভৌমিক বলছেন, ‘এই মুহূর্তে চাষিদের কী করণীয়, সে ব্যাপারে সংগঠন থেকে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হয়েছে।’

জেলা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের আরেক বিশেষজ্ঞ ধনঞ্জয় মণ্ডলের কথায়, ‘প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চা চাষে ক্ষুদ্র চাষিদের মধ্যে অনেকেই প্রথম রাউন্ড পাতা তুলেছেন। সাধারণ চাষিদের থেকে কম সেচে ভালো মানের পাতা পেতে শুরু করেছেন।’

এদিকে উত্তর দিনাজপুর স্মল টি গ্রোয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস পাল বলছেন, ‘আবহাওয়ার সমস্যার কারণে চা পাতার গুণগতমান কমে যাচ্ছে। উৎপাদনের মানের পাশাপাশি উৎপাদন কমে যাওয়ারও আশঙ্কা ক্রমশ বাড়ছে।’

ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পাশে ফুলের সুবাস

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : ডাম্পিং গ্রাউন্ডের রাস্তার আশপাশের এলাকা দিয়ে যাচ্ছেন। নাকে রুমাল চাপা দেওয়ার বদলে হঠাৎ ফুলের সুবাস পাচ্ছেন। চারিদিকে গাছে আম, জাম, কাঁঠাল ঝুলে থাকতে দেখছেন। শুনলেই মনে হয় যেন গল্প। তবে এই গল্প এবার সত্যি করছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। ডাম্পিং গ্রাউন্ডেই ১০০ ফুল এবং ১০০ ফলের গাছ লাগাল

শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্তমান বোর্ড। সোমবার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ৩ একর জমির একাংশে ওই গাছগুলি লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি ডাম্পিং গ্রাউন্ডের রাস্তার ধার দিয়ে একের পর এক ফুলের গাছও লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। ৭০ বছরের পড়ে থাকা ‘লেগ্যাসি ওয়েস্ট’ সরিয়ে সেখানে ফুল ও ফলের গাছ লাগিয়েছে পুরনিগম। প্রায় এক লক্ষ মেট্রিক টন আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের পর সোমবার এলাকা ফাঁকা করে গাছ লাগিয়েছে পুরনিগম।

এই ব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, ‘আমরা এতদিনের আবর্জনা সরিয়ে গাছ লাগালাম। আবার বর্ষার পর গাছ লাগাব। গোটা এলাকায় আমরা সবুজায়ন করব।’

শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্তর্গত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছর ধরে বর্জ্য জমা হচ্ছিল। কয়েক দফায় সেই বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে দ্বিতীয় দফায় ‘লেগ্যাসি ওয়েস্ট’ প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলছে। ১১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন লেগ্যাসি ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণের কথা রয়েছে। সেখানে আপাতত এক লক্ষ মেট্রিক টন লেগ্যাসি ওয়েস্ট প্রক্রিয়াকরণ হয়ে গিয়েছে। এর ফলে প্রায় ৩ একর জায়গা ফাঁকা হয়েছে। সেই জায়গাতেই গাছ লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সোমবার ৫০টি কাঠ গোলাপ এবং ৫০টি বিভিন্ন ফুলের গাছ লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি ১০০টি আম, জাম, কাঁঠাল, সবেদা, আমলকির গাছ লাগানো হয়েছে। এই গাছগুলি পরিচর্যা করার জন্যে দুজন কর্মী নিয়োগ করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগ। ওই কর্মীরা প্রতিদিন গাছগুলির যত্ন নেবেন বলে পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে। পুরনিগমের পরিবেশ কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে বৃক্ষরোপণের কাজ করা হয়েছে। এদিনের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, পাঁচ নম্বর বরো চেয়ারপার্সন প্রীতিকণা বিশ্বাস, মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

‘হাতিদের ডোবা’ থেকে গজলডোবা

জনশ্রুতি আছে, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল এই জলাশয়ে জল খেতে ও স্নান করতে আসত। ‘হাতিদের ডোবা’ বা ‘গজ-ডোবা’ লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে কালক্রমে অপভ্রংশ হয়ে গজলডোবা-তে পরিণত হয়েছে। তবে, অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত হলেও ‘গজর’ মাছের তত্ত্বটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নামে কী ডেকে

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২ মার্চ : বর্তমানে উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র গজলডোবা ৫০ বছর আগেও ছিল নলখাগড়ার বন। তিস্তা ব্যারেজের নির্মাণকাজ শুরুর সময় ১৯৭৫-’৭৭ সালে এখানে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে ওঠে। তিস্তাপাড়ের ভাঙনকবলিত গ্রাম পশ্চিম প্রেমগঞ্জ থেকে বেশ কয়েকটি উদ্বাস্তু পরিবারকে তুলে এনে গজলডোবায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়। ফলে এলাকার নাম গজলডোবা কেন হল তা নিয়ে এই প্রজন্মের স্থানীয় বাসিন্দাদের খুব বেশি ধারণা নেই। ১৮৭৫ সালে ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান হিসেবে গজলডোবা টি এস্টেটের নাম জড়িয়ে আছে। এখন অবশ্য সেই চা বাগানের অস্তিত্ব খোঁজা অনেকটা মরুভূমিতে সুচ খোঁজার মতো।

‘গজলডোবা’ নামকরণের নেপথ্যে মূলত দুটি লোককথা বা ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। সবচেয়ে প্রচলিত মতানুসারে, গজলডোবা নামটি এসেছে দুটি শব্দ থেকে। প্রথমটি হল ‘গজ’ (যার অর্থ হাতি) এবং দ্বিতীয়টি ‘ডোবা’ (অর্থাৎ ছোট জলাশয় বা পুকুর)।

একসময় এই অঞ্চলটি বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলের গভীর অরণ্যে ঢাকা ছিল। তিস্তার চর ও সংলগ্ন এলাকায় প্রচুর নীচু জলাশয় বা ডোবা ছিল। জনশ্রুতি আছে, বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল এই জলাশয়ে জল খেতে ও স্নান করতে আসত। এলাকাবাসীর কাছে এটি ‘হাতিদের ডোবা’ বা ‘গজ-ডোবা’ হিসেবে প্রচলিত ছিল। লোকমুখে উচ্চারিত হতে হতে কালক্রমে অপভ্রংশ হয়ে নামটি গজলডোবা-য় পরিণত হয়েছে।

গজলডোবার অন্যতম আকর্ষণ তিস্তা ব্যারেজ।

অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত হলেও ‘গজর’ মাছের তত্ত্বটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, “একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে উত্তরবঙ্গের এই প্রান্তের বহু গ্রামের নামকরণ বিভিন্ন মাছের নামে হয়েছে। মাগুরমারি, শিঙ্গিমারি, পুঁটিমারি ও চ্যাংমারি প্রভৃতি। সেদিক থেকে চিন্তা করলে স্থানীয় ভাষায় অপভ্রংশ হয়ে ‘গজর’ মাছের ‘গজল’ হওয়া এবং ডোবার আধিক্যের জন্য জায়গাটির গজলডোবা নামকরণ যুক্তিযুক্ত। পাশাপাশি প্রামাণ্য নথি হিসেবে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের পুরোনো সরকারি রেকর্ডেও ‘গজলডোবা’ নামকরণের বর্ণনায় ‘গজর’ মাছের নাম ‘গজল’ হওয়ার উল্লেখ আছে।” এছাড়া তিস্তার চরের এই নির্দিষ্ট এলাকার ডোবাগুলিতে একসময় গজল মাছের প্রাচুর্য ছিল। সেটিকেও অনেকে গজলডোবা নামকরণের কারণ বলে মনে করেন।

> **উত্তরবঙ্গের বহু গ্রামের নামকরণ বিভিন্ন মাছের নামে হয়েছে। সেদিক থেকে স্থানীয় ভাষায় অপভ্রংশ হয়ে ‘গজর’ মাছের ‘গজল’ হওয়া এবং ডোবার আধিক্যের জন্য জায়গাটির গজলডোবা নামকরণ যুক্তিযুক্ত।**
>
> **ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ**

রাজ্যের একটি পরিচিত পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গজলডোবা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে অনেক বেশি আগ্রহের হলেও ‘গজলডোবা’ নাম সম্পর্কে নবীন প্রজন্মের তেমন ধারণা নেই।

‘অভিযুক্ত’ মিমি

মানহানিকর মন্তব্যের অভিযোগে অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে বনগাঁ মহকুমা আদালতে মামলা দায়ের করলেন তনয় শাস্ত্রী। কিছুদিন আগেই মিমির দায়ের করা মামলায় জামিনে মুক্ত হয়েছিলেন তিনি।

ভাঙা রাস্তা সারাই

ভূমিকম্পের জেরে কলকাতা পুরসভার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বেহালা পর্ণশ্রীর সাগর মান্না রোডে ফাটল দেখা যায়। ওই রাস্তা নতুন করে তৈরির সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। ধাপে ধাপে কাজ চলবে।।

কুপিয়ে খুন

দুর্গাপুর থানা এলাকার পলাশডিহায় দক্ষিণ আদিবাসী পাড়ায় কুড়ুলের কোপে মৃত্যু হল এক তরুণের। তাঁর পাতানো মাকে কটূক্তি করেছিলেন কয়েকজন। তারই প্রতিবাদ করেছিলেন তরুণ।

বিতর্কে কলেজ

ফের বিতর্কে যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ। সোম থেকে বুধবার পর্যন্ত কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ থাকলেও তা মানা হয়নি। জোর করে প্রবেশের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের যুবনেতা ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে।

অনুপ্রবেশ মুক্তির ডাক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২ মার্চ : ‘পরিবর্তন যাত্রা’য় রাজ্যে এসে তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশকেই মূল হাতিয়ার করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। পাশাপাশি দুর্নীতি ও তুষ্টিকরণের অভিযোগেও বিঁধলেন তৃণমূলকে। উসকে দিলেন তৃণমূলের অন্দরে মমতা-অভিষেক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বকেও। দিলেন মূল সমেত তৃণমূলকে উপড়ে ফেলার হুঁশিয়ারিও।

এদিনই শা-র সভার আগে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে ‘বিনাশ যাত্রা’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার সেই সমালোচনার সূত্র ধরেই মথুরাপুরের সভা থেকে পালটা আক্রমণ শানান শা। বলেন, ‘পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বদল নয়, সেটা তো রাজ্যের মানুষই করবে। বাংলায় পরিবর্তন দরকার অনুপ্রবেশমুক্ত বাংলার জন্য।’ এদিন শা-র সভা ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে। অনুপ্রবেশের প্রশ্নে শীর্ষে থাকা জেলাগুলির মধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা অন্যতম। এসআইআরের বিচারাধীন তালিকায় এই জেলায় রয়েছে ৮ লক্ষ নাম। এদিনই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ‘এই ৮ লক্ষের মধ্যে ৬০ শতাংশই বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী। এদের জন্যই জেলার জনবিন্যাস আমূল বদলে যাচ্ছে।’ যদিও তৃণমূলের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের নাম কাটা হচ্ছে। প্রতিবাদে ধর্নায় বসতে চলেছেন মমতা। তাকে কটাক্ষ করেই এদিন অমিত শা বলেছেন, ‘নাম কাটতেই পেটে গুড়গুড় শুরু হয়েছে। মমতাদিদি শুনে রাখুন, শুধু নাম কাটাই নয়, বিজেপির সরকার এঁদের এক এক করে ধরবে আর রাজ্যের বাইরে পাঠাবে।’

নিয়োগ দুর্নীতি, সিন্ডিকেটরাজ নিয়ে তৃণমূলকে এদিনও নিশানা করেছেন অমিত শা। শিক্ষা দুর্নীতিতে ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি যাওয়ার পাশাপাশি নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্য, জীবনকৃষ্ণ সাহা সহ একাধিক নেতা-মন্ত্রীর গ্রেপ্তারির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের টিকিট না দিয়ে দেখান। জনতার উদ্দেশে বলেন, এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে আবার সমর্থন করবেন আপনারা? ভাইপোর নিয়োগ দুর্নীতি, সিন্ডিকেটরাজ বন্ধ হওয়া দরকার কি না বলুন? পরিবর্তনের লক্ষ্য, সিন্ডিকেটরাজ, সীমান্তের বেহাল সুরক্ষা, আইনের শাসন ভঙ্গকারী দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারকে উপড়ে ফেলা।’

’২১-এর বিধানসভা ও ’২৪-এর লোকসভায় প্রায় ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিজেপি। বিধানসভা ভোটে ২০০ পার করার দাবি জানিয়েও ৭৭ আসন জিতে হতে হয়েছে বিরোধী। এবার তাই বিজেপির লক্ষ্য, যে কোনও মূল্যে আরও ৫ শতাংশ ভোট বাড়ানো।

জিতলে ৪৫ দিনে ডিএ

কলকাতা, ২ মার্চ : রাজ্যের কর্মসংস্থান ও সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার প্রশ্নে বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এদিন সরকারি কর্মচারীদের ভাতা নিয়ে ক্ষোভকে উসকে দিয়ে শা বলেন, ‘রাজ্যে বিজেপির সরকার আনুন, ৪৫ দিনে সপ্তম বেতন কমিশন করে মহার্ঘভাতা দেবে বিজেপি।’

বেকার তরুণদের উদ্দেশে বলেন, বিজেপির সরকার হলে ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সব শূন্যপদে নিয়োগ হবে। যেসব পদ তুলে দেওয়া হয়েছে বা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বিজেপি সরকার সেইসব পদে আবার নিয়োগ চালু করবে। এদিন শা-র আরও ঘোষণা, রাজ্যে বিজেপির সরকার এলে চাকরির বয়সে ৫ বছর পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গেই শা বলেন, ‘বিধানসভায় আপনারা আমাদের ৭৭টি আসন দিয়েছেন। কংগ্রেস আর কমিউনিস্টদের শূন্য করে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি, সিন্ডিকেট কি বন্ধ হয়েছে? তাই একমাত্র উপায় বিজেপিকে সরকারে আনা। তবেই আসল পরিবর্তন হবে।’

ভোট অন অ্যাকাউন্টে বিজ্ঞান প্রযুক্তির জন্য রাজ্যের বরাদ্দ ৮০ কোটি। এরই পাশে মাদ্রাসা শিক্ষায় বরাদ্দ ৫,৭০০ কোটি। এই দৃষ্টান্ত দিয়ে শা বলেন, ‘আমি তৃণমূলকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই বাজেটের উদ্দেশ্য কী বেকার তরুণদের কর্মসংস্থান নাকি মাদ্রাসা বাড়ানো?’ তাঁর মতে, এই তুষ্টিকরণের রাজনীতি বন্ধ না হলে বাংলার উন্নয়ন সম্ভব নয়। হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ আর মমতার মন্দির রাজনীতি নিয়েও কটাক্ষ করেন শা। রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে তৃণমূলকে বিঁধে অমিত শা বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী সিএএ-র বিরোধিতা করে এই রাজ্যকে অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গ বানাতে চেয়েছেন। সিএএ-র শংসাপত্র না মেলায় হিন্দু শরণার্থীদের নাম কাটা যাচ্ছে এসআইআরে। বাগদা, বনগাঁর মতো বিধানসভায় তা নিয়ে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। তার জেরে বিপাকে পড়েছে বিজেপি। রাজ্যের মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীদের সেই ক্ষোভকে সামাল দিতে অভিযোগের তির মমতার দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন শা। বলেন, ‘মমতাদিদি বাধা না দিলে এতদিন সবাই সিএএ সার্টিফিকেট পেয়ে যেত। তবু বলছি চিন্তা করার কোনও দরকার নেই।’

তারাপীঠে পুজো দিচ্ছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। সোমবার। ছবি-তথাগত চক্রবর্তী।

হাসন, আমতায় পরিবর্তন যাত্রায় হেভিওয়েটরা

কলকাতা, ২ মার্চ : বীরভূমের হাসনে ‘পরিবর্তন যাত্রা’য় এসে রাজ্যের কর্মসংস্থান ও পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রশ্নে তৃণমূলকে নিশানা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। একই দিনে হাওড়ার আমতায় রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

সোমবার হাওড়া, হুগলি বিভাগের ‘পরিবর্তন যাত্রা’য় যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। রাজনাথ বলেন, ‘এখানে আইন ভাঙার রাজ চলছে। আমার ইচ্ছে করে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে, মমতাদিদি আপনার মমতা কার জন্য? গরিব মানুষ না গুন্ডাদের জন্যে?’ আরজি করের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ‘এখানে মহিলাদের কোনও সুরক্ষা নেই। একটি বিশেষ ধর্মের মানুষই কেবল সুরক্ষিত। তাই অপরাধীরা বুঝে গিয়েছে, যা-ই করি না কেন তাদের জন্যে মমতা দিদির মমতা থাকবে।’ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘রাজ্যে বিজেপি সরকার হলে এরা হয় জেলে যাবে, না হলে ভবগান জানবে কোথায় যাবে।’ বীরভূমের হাসনের সভায় ফড়নবিশের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সভায় আসার আগে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে যাত্রা সূচনা করেন মিঠুন। স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে মিঠুন বলেন, ‘এই বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ হতে দেব না। এটা আমার চ্যালেঞ্জ।’ মহারাষ্ট্রে এরাজ্যের শ্রমিকদের বাংলায় কথা বলার জন্য বাংলাদেশি সন্দেহে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছিল। এদিন সেই প্রসঙ্গে ফড়নবিশ বলেন, ‘বাংলায় উদ্যোগ নেই। তাই পশ্চিমবঙ্গের পরিযায়ী শ্রমিকদের মহারাষ্ট্রে যেতে হচ্ছে। শিল্পপতিরা মহারাষ্ট্রে ৩৭ শতাংশ বিনিয়োগ করছেন আর এই রাজ্যে তাদের বিনিয়োগ ০.৬ শতাংশ।’ রাজ্যে বিনিয়োগ না হওয়ার জন্য তৃণমূল সরকারের দুর্নীতি ও কুশাসনকেই দুষেছেন ফড়নবিশ।

সুপ্রাচীন ও গণনায় নির্ভুল
বেণীমাধব® শীলের ফুল পঞ্জিকা

TRADE MARK ® & COPY RIGHT © REGISTERED
© বেণীমাধব শীলের ® পঞ্জিকা
: একমাত্র প্রকাশক :
বেণীমাধব শীল'স পঞ্জিকা পাবলিকেশন্‌স
কোলকাতা-৭০০ ০০৫

এক ভোটে হলেও জিতব, দাবি মমতার

দু’মাস সময় নষ্ট নয়, দাওয়াই অভিষেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ মার্চ : প্রাক হোলির মেজাজে সোমবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একদিকে যেমন সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে বিজেপিকে বিঁধলেন, একইভাবে নির্বাচন কমিশনকেও চূড়ান্তভাবে আক্রমণ শানালেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে পালটা মমতা বলেন, ‘মনে রাখবেন, বাংলার মানুষ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন। নির্বাচন কমিশনের এই পক্ষপাতদুষ্ট আচরণের জবাব ব্যালট বক্সেই দেবে বাংলার মানুষ।’

ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে আগেই ৪৪ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল। আরও ২ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। এছাড়াও ‘বিবেচনাধীন’ বলে বহু মানুষের নাম তালিকায় রয়েছে। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছেন, ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে হারাবেন। এদিন সরাসরি বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ করে মমতা বলেন, ‘একজন ভোটারের নাম থাকলেও আমি জিতব। কার ক্ষমতা আছে আমাকে হারিয়ে যাক। ভবানীপুর একটা ছোট বিধানসভা কেন্দ্র। সেখানেও নাম কেটেছে। আমি চেষ্টা করেছি। সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছি। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সাহায্য করেছি, ধৈর্য ধরেছি। ভোটের আগে ভোট করতে চাইছে কমিশন। এর জবাব দিতে বাংলার মানুষ তৈরি আছে। যার নাম আছে সে এই দুঃখ বুঝবে না। আমি অত্যন্ত ব্যথিত। এটা প্রতিহিংসামূলক আচরণ। এরা গণতান্ত্রিকভাবে লড়তে পারে না। এরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চায়।’

> **নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। যাঁরা প্রকৃত ভোটার, তাঁদের নাম তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি ভোট করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন।**
>
> **-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

এদিনই কলকাতার নজরুল মঞ্চে তপশিলির সংলাপ শুরু করল তৃণমূল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বিজেপিকে নিশানা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ২০২৩ সালের একটি রিপোর্টকে সামনে রেখে দাবি করেন, দলিত বা তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের ওপর আক্রমণের ঘটনায় দেশজুড়ে প্রথম স্থানে রয়েছে বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশ, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাজস্থান ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ। এরপরই অভিষেক জানিয়ে দেন, ‘আগামী দু-মাস স্থান, খাওয়া ও ঘুমের সময় ছাড়া বাকি সময় দলের জন্য সবাইকে পড়ে থাকতে হবে। অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। এবার সেই চক্রান্তের জবাব দেওয়ার সময় হয়েছে। ইডি, সিবিআই, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে বিজেপি বাংলা দখলের চেষ্টা করেছে। এর জবাব বাংলার মানুষ ভোটে দেবে।’

বিজেপিকে নিশানা করে এদিন মুখ্যমন্ত্রীও একই সুরে বলেন, ‘কেন্দ্রীয় সরকার এখন সিবিআই, ইডি, নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রোধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওরা সফল হবে না।’

জঙ্গলমহলে জিতব : শুভেন্দু

কলকাতা, ২ মার্চ : মেদিনীপুর সহ জঙ্গলমহলের ৫৪ আসনে এবার একটি আসনও পাবে না তৃণমূল। সন্দেশখালিতে শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গে পরিবর্তন যাত্রায় গিয়ে এমনই দাবি করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার গড়বেতার পরিবর্তন যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন শুভেন্দু।

’২৬-এর বিধানসভায় সরকার গড়াল লক্ষ্যে পরিবর্তন যাত্রায় নেমেছে বিজেপি। রণকৌশল হিসেবে একুশের নির্বাচনে দলের জেতা আসনগুলো ধরে রেখে এগোতে চাইছে বিজেপি। কিন্তু বর্তমান বিধানসভায় বিজেপির জেতা ৭৭ আসনের অধিকাংশই উত্তরবঙ্গের। এবারেও উত্তরবঙ্গে অন্তত ৪০ আসন জেতাই বিজেপির লক্ষ্য। কিন্তু সরকার গড়তে দক্ষিণবঙ্গেও বড় সংখ্যায় আসন জেতা প্রয়োজন। সে কথা মাথায় রেখেই নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর সহ জঙ্গলমহলকে এবার বাজি ধরেছেন শুভেন্দু। সেই প্রসঙ্গেই এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘মেদিনীপুর সহ জঙ্গলমহলের ৫৪টা আসনে এবার তৃণমূলকে বউনি করতে দেব না। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করব। ওখানেও ৫৪টা আসন আমরা জিতছি। পাশাপাশি মেদিনীপুর ও জঙ্গলমহলের ৫৪টা সিটই আমরা নরেন্দ্র মোদিকে তুলে দেব।’

আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ

কলকাতা, ২ মার্চ : আগামী ৯-১০ মার্চ রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ফুল বেঞ্চের আসার কথা ইতিমধ্যেই রাজ্য প্রশাসনকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রবিবার দিল্লি থেকে উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে যে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছিলেন সেখানেই ফুল বেঞ্চের আসার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়। এদিন সিইও মনোজ আগরওয়ালও বলেছেন, ‘সব ঠিকঠাক থাকলে দুদিনের সফরে ৯ ও ১০ মার্চ রাজ্যে আসবে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। দুদিনের সফরে রাজ্যের জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক, নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিক রাজ্য পুলিশের ডিজি এডিজি আইনশৃঙ্খলা, কলকাতা পুলিশ কমিশনার এবং পুলিশের পদস্থ কর্তাদের সঙ্গে রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করবেন।

এদিকে ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আগামী ১০ মার্চের মধ্যে আরও ২৪০ কোম্পানি বাহিনী আসছে। ইতিমধ্যেই বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে জেলায় জেলায়। ১০ মার্চের পর উত্তর ২৪ পরগনায় থাকবে সর্বাধিক ৫৮ কোম্পানি।

এদিকে বিচারাধীন ৬০ লক্ষের নথি যাচাইয়ের কাজে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়ে আসার জট এখনও কাটল না। এদিনও প্রধান বিচারপতির উপস্থিতিতে রাজ্যের রোল অবজার্ভারের সঙ্গে বৈঠক হয়। হাইকোর্টের তরফে রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্তকে বলা হয়েছে ভিনরাজ্য থেকে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের আনার ব্যাপারে কমিশন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে তা নিশ্চিত করলে তবেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবেন প্রধান বিচারপতি।

উত্তরের আলু রপ্তানিতে বাধা নেই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২ মার্চ : উত্তরবঙ্গ থেকে আলু রপ্তানিতে সরকারের কোনও বাধা নেই। অসম, ওড়িশা, বিহারে তো বটেই, নেপাল ও বাংলাদেশেও আলু রপ্তানি করা যেতে পারে। সোমবার রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে এই দাবি করলেন। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী দলগুলি প্রভাবিত ব্যবসায়ী এবং কৃষি সংগঠনের লোকেরা উত্তরবঙ্গের আলুর ব্যাপারে যেসব ভিত্তিহীন খবর ছড়াচ্ছেন, তার তীব্র প্রতিবাদ করছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গের আলু চাষিদের সম্পর্কে এসব কথা বলে তাঁরা আলু চাষিদেরই ক্ষতি করছেন। সারা বছর ধরে উত্তরবঙ্গের আলু চাষু এবং আলু চাষিদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে সরকার রীতিমতো সজাগ। সারা বছরে এঁদের ব্যাপারে সরকারকে খোঁজখবর রাখতে হয়। কৃষি বিপণনমন্ত্রী দাবি করেন, উত্তরবঙ্গে আলুর উৎপাদন যাই হোক না কেন, সে ব্যাপারে আলু চাষিদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে ৯০টিরও বেশি হিমঘর রয়েছে। সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলু মজুত করা যেতেই পারে। গত রবিবার ১ মার্চ থেকে হিমঘরগুলি খুলেছে। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সেখানে আলু মজুত রাখা শুরু হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, আবহাওয়া অনুকূল থাকলেও এবার আলুর উৎপাদন গত বছরের তুলনায় কিছুটা কম হয়েছে। তবে তাতে আলু চাষিদের চিন্তার কোনও কারণ নেই। উপযুক্ত নিয়ম-পদ্ধতি মেনেই তাঁরা আলু হিমঘরগুলিতে মজুত করতে পারবেন। এই মুহূর্তে যা আলু উত্তরবঙ্গের মাঠ থেকে বাজারে আসছে, তার দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকার নজরদারি বাড়াতে উদ্যোগ নিচ্ছে। এই নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে নিয়মিত নজরদারি রয়েছে। কোনওভাবেই আলু চাষিদের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও নিতে উদ্যোগী সরকার।

কৃষি বিপণন দপ্তর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের আলু চাষিদের স্বার্থরক্ষায় খুব শীঘ্রই এই ব্যাপারে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উর্ধ্বতন দু-একজন আধিকারিককেও উত্তরবঙ্গে

দাবি বেচারামের

পাঠানোর সিদ্ধান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায়। রাজ্য সরকার শুধু উত্তরবঙ্গ কেন, সারা বাংলাজুড়ে আলু চাষিদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ করছে। জানা গিয়েছে, কৃষি বিপণন দপ্তরকে রাজ্যের আলু চাষিদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষ সতর্ক থাকতে আগাম নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আলু ওঠার এই মরশুমে চাষিদের স্বার্থরক্ষায় কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে, সেই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরের কাছ থেকে আগাম খোঁজখবর নিয়েছেন। এই নিয়ে অবশ্য কৃষি বিপণনমন্ত্রীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য বলেন, ‘এ আর নতুন কথা কী? রাজ্যের কৃষক স্বার্থ রক্ষায় সর্বস্তরে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ করেছেন। কৃষক বন্ধু প্রকল্পকে আরও প্রসারিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ করা হয়েছে তাঁরই নির্দেশে।’

ভূতনি নিয়ে রিপোর্ট রাজ্যের

কলকাতা, ২ মার্চ : মালদার মানিকচকের ভুতনিতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা ও প্লাবন সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রের সহযোগিতা চাইল রাজ্য। সোমবার রাজ্যের তরফে হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়। বন্যার ফলে আড়াই হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে। ৪ সপ্তাহের মধ্যে এই রিপোর্টের ভিত্তিতে আবেদনকারীকে তাঁদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ।

ভূতনিতে বন্যা ঠেকাতে ২০২৫ সালে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাঁটাবাধ তৈরি করা হয়। কিন্তু ওই বছরের অগাস্ট মাসে সেই বাঁধ ভেঙে যায়। তার পরেই কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী সংযুক্তা সামন্ত। অভিযোগ, জনগণের টাকায় নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে। ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে ও এই পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের অনীহা রয়েছে।

রং যেন মোর মর্মে লাগে... সোমবার দক্ষিণ কলকাতায়। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

পার্থ-অর্পিতাকে ইডি’র তলব

কলকাতা, ২ মার্চ : এসএসসির নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সক্রিয় হল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। চলতি মাসে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে তলব করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁরা দু’জনেই জামিনে রয়েছেন। এসএসসি মামলায় সিবিআই আগেই চার্জশিট পেশ করেছে।

এবার দু’জনকে তলব করেছে ইডি। সূত্রের খবর, ১৬ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে দু’জনকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। পার্থ, অর্পিতা ছাড়াও আরও কয়েকজনকে তলব করার চিন্তাভাবনা চলছে। একাধিক চাকরিপ্রার্থীর বয়ানও নথিভুক্ত করতে পারে ইডি।

ওপার-তত্ত্ব আর রাম-বাম সমীকরণে গেরুয়া ছক

ভোট-পাখি

কলকাতা, ২ মার্চ : রাজনীতির দাবার বোর্ডে ‘শত্রুর শত্রু আমার মিত্র’—এই আপ্তবাক্যই এখন বঙ্গ বিজেপির মূল মন্ত্র। ২০১৬ সালের বিধানসভায় মাত্র ৩টি আসন থেকে একুশের ভোটে ৭৭টি আসন নিয়ে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল হয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। কিন্তু চব্বিশের লোকসভা ভোটের ফলাফল গেরুয়া শিবিরকে রূঢ় বাস্তবটা বুঝিয়ে দিয়েছে। থিঙ্কট্যাঙ্ক বিলক্ষণ জানে, শুধু কট্টর হিন্দুত্ববাদী বা সংঘ পরিবারের নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক দিয়ে মমতার অভেদ্য দুর্গ ভাঙা অসম্ভব।

তাই আসন্ন বিধানসভার বৈতরণি পার হতে পদ্মশিবির এবার ভরসা রাখছে জোড়া ফলার ওপর। একদিকে মেরুকরণের চেনা অঙ্ক, আর অন্যদিকে তৃণমূল-বিরোধী বাম ও কংগ্রেসের ভাসমান ভোটারদের ফের নিজেদের বাক্সে টেনে আনার মরিয়া ও সুকৌশলী চাল।

প্রথম কৌশলটির ভিত্তি হল সীমান্ত এবং অনুপ্রবেশের ভয়। সম্প্রতি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামি-র বিস্ময়কর উত্থান বঙ্গ বিজেপির প্রচারের পালে নতুন করে হাওয়া জুগিয়েছে। ওপার বাংলায় বিএনপি জোট সরকার গড়লেও, একা জামায়াতেই রেকর্ড ৬৮টি আসন জিতে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, খুলনা-সহ সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতেই কট্টরপন্থী এই দলের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি। এই সমীকরণকে হাতিয়ার করেই এপার বাংলার উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গের মতুয়া ও সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে মেরুকরণের চড়া হাওয়া তুলতে

চাইছে বিজেপি। সিএএ-র আবহে তাদের প্রচারের মূল সুর হল—কাঁটাতার পেরিয়ে অনুপ্রবেশ বাড়ছে, আর শুধু ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে রাজ্য সরকার সেটা আটকাতে নারাজ।

উনিশের লোকসভায় এই কৌশলেই উত্তরবঙ্গ ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিপুল ফায়দা পেয়েছিল পদ্মশিবির, এবার সেই পুরনো অস্ত্রেই আরও শান দেওয়া হচ্ছে।

তবে আসল মাস্টারস্ট্রোক লুকিয়ে আছে দ্বিতীয় কৌশলে। গেরুয়া শিবির আজ এই পাটিগণিতটা খুব ভালো বোঝে যে, ২০১৯-এর লোকসভা বা ২০২১-এর বিধানসভায় তাদের রকেট-গতির উত্থানের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল প্রাক্তন বাম ও কংগ্রেস ভোটারদের।

পরিসংখ্যান ঘাঁটলেই বিষয়টা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে। ২০১৬ সালে বাম-কংগ্রেস জোটের ভোট ছিল ৩৮.১ শতাংশ, আসন ছিল ৭৭টি। সেবার বিজেপি পেয়েছিল মাত্র ১০.২ শতাংশ ভোট। ঠিক পাঁচ বছর পর, ২০২১-এ এক অদ্ভুত ম্যাজিক দেখা গেল। বিজেপির ভোট একলাফে বেড়ে হল সেই ৩৮.১ শতাংশ, আর আসন সংখ্যা হলো ঠিক ৭৭! অর্থাৎ, জলজ্যান্ত প্রমাণ যে তৃণমূল-বিরোধী বাম ভোটের সিংহভাগ সেবার নিঃশব্দে রামে শিফট করেছিল।

কিন্তু চব্বিশের লোকসভা ভোট এবং সাম্প্রতিক কিছু গণ-আন্দোলনের পর অঙ্কটা একটু বদলেছে। বৃহত্তর কলকাতার প্রায় ৪৯টি আসন-সহ রাজ্যের বিভিন্ন পকেটে বামেরা এখনও নিজেদের ভোটব্যাঙ্কের একটা অংশ ধরে রেখেছে। লোকসভা ভোটে বামেদের ভোট সামান্য বাড়তেই বিজেপির আসন ১৮ থেকে কমে ১২-তে নেমে এসেছে। অর্থাৎ, অ্যান্টি-তৃণমূল ভোট ভাগ হলেই যে সটান লাভবান হচ্ছে শাসকদল, তা স্পষ্ট।

এই ভোট-কাটাকাটি রুখতেই বিজেপির অন্দরমহলের স্ট্র্যাটেজিস্টরা এখন সরাসরি নিচুতলার বাম সমর্থকদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করছেন। তাঁদের বোঝানো হচ্ছে, রাজ্যে তৃণমূলকে হারানোর একমাত্র যোগ্য ও শক্তিশালী বিকল্প হল বিজেপি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তো রাখঢাক না করেই আহ্বান জানিয়েছেন, ‘আগে মতাদর্শ সরিয়ে রেখে তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে একজোট হোন। তারপর না হয় নিজেদের ঝান্ডা তুলে নিজেদের পথে চলবেন। তখন বিরোধিতার একটা জায়গাও অন্তত থাকবে।’

অর্থাৎ, আদর্শগত শত্রুর ভোট পকেটে পুরে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে বধ করার এক নিখুঁত মনস্তাত্ত্বিক খেলা শুরু হয়েছে। এই চাণক্য-নীতি খুব একটা নতুন না হলেও, বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কাজটা যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজন নিচুতলায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম জনসংযোগ এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন। শাসকদলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বাংলার ভোটাররা ফের এই টোপ গিলবেন কি না, তা তো সময়ই বলবে। তবে রাজনীতির দাবাখেলায় এই কঠিন অঙ্কটা যদি একবার মিলে যায়, তবে অসম্ভবও যে সম্ভব হতে পারে, সেই আশাতেই বুক বাঁধছে বঙ্গ বিজেপি।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৮৩ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২

অশান্তির পৃথিবী

জীবন যেন প্রযুক্তির দাস। মানুষ খুন করতে এখন আর শুধু পেশিশক্তি বা লোকবলের প্রয়োজন হয় না। উন্নত প্রযুক্তি থাকলেই হল। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেনেইয়ের মৃত্যু হয়েছে প্রযুক্তির কারসাজিতে। মোবাইল নেটওয়ার্ক ঠেকিয়ে রাখা গেলেও থার্মাল ইমেজিং সিঁধ কেটে ঢুকে পড়েছিল তাঁর দপ্তর ও আশপাশের এলাকায়। ইরানের শীর্ষনেতার নিঃশ্বাস ধরে ফেলে আমেরিকা-ইজরায়েল বাহিনীর হাতে থাকা থার্মাল ইমেজিং।

তারপর খামেনেইয়ের জীবনবায়ু বের করে নেওয়া ছিল কয়েক মিনিটের অপারেশন। লুকোনোর চেষ্টা করেও রেহাই মিলল না। প্রযুক্তি ঠিক হদিস দিয়ে দিল তাঁর। যতই নিরাপত্তার বেষ্টনী কিংবা সুরক্ষা দেওয়ার মতো লোকবল থাক, মানুষের প্রাণ এখন প্রযুক্তির হাতের মুঠোয়। সেখানে পার পাওয়ার জো নেই। মানুষের কল্যাণের পাশাপাশি প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে ধ্বংসাত্মক কাজে। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার যতই উন্নতি হোক, চেতনা এখনও মধ্যযুগীয়। যেখানে প্রতিহিংসাপরায়ণতা মানুষের জীবন কাটতে দ্বিধা করে না।

এই একুশ শতকে এসে তাই সভ্যতার প্রকৃত বিকাশ আদৌ হল কি না, তা নিয়ে সন্দেহ থাকেই। সভ্যতার উন্নতিতে মানুষের জীবন অনেক সুস্থির, শান্তিপূর্ণ হবে- এটাই ছিল প্রত্যাশিত। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গত দেড় শতকেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীজুড়ে যুদ্ধ নাই, শান্তি চাই বলে যে স্লোগান উঠছিল- তার বাস্তবায়ন যে হয়নি, তা প্রমাণিত হয়ে গেল। খামেনেই নিঃসন্দেহে স্বৈরশাসক।

সভ্যতা ও সমাজের মানসিকতাকে পশ্চাৎপদ করে তোলার পিছনে তাঁর ঘৃণ্য ভূমিকা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু একুশ শতকে এসে যখন মৃত্যুদণ্ড বিরোধী মানসিকতা পৃথিবীর দেশে দেশে জোরালো হয়ে উঠছে, তখন খুন করাই একমাত্র বিকল্প হতে পারে না। সর্বোচ্চ শাস্তি মানেই মৃত্যু- এই ধারণাটি অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। খামেনেইয়ের নিকেশ আমেরিকা-ইজরায়েলের পাশাপাশি ইরানের বাসিন্দাদের উল্লসিত করেছে সন্দেহ নেই।

কার্যত খামেনেইয়ের নেতৃত্বে স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির উচ্ছ্বাস ইরানজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। জনমত ও সভ্যতাকে পিছনে টেনে রাখার পরিণাম এমনই হয়। যদিও খামেনেই নেই মানে স্বৈরশাসন খতম হয়ে গেল- এমন ধারণা এখনই করা উচিত হবে না। এটা যদি হয় ঘটনাক্রমের একটি দিক, অন্যদিকটি তবে আমেরিকার আরও নির্দিষ্ট করে বললে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগ্রাসী মনোভাব। একের পর এক যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে মার্কিন ভূমিকা সেই মনোভাবকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা যে কোনও দেশের নিজস্ব বিষয়। শাসক বদল হবে কি না, তা ঠিক করার এক্তিয়ার সেদেশের মানুষের। দেশের ও শাসনের অবস্থা অনুযায়ী মানুষ ঠিক করবেন ভোটের মাধ্যমে বা জোর করে শাসককে অপসারণ করা হবে কি না। বলপ্রয়োগ করলেও তা হত্যার মতো নৃশংস স্তরে নিয়ে যাওয়া একান্ত বাধ্য না হলে কাম্য নয়।

ভেনেজুয়েলার মানুষের মতামতের তোয়াক্কা না করে ট্রাম্প বাহিনীর সেদেশের শাসককে অপহরণ সার্বভৌমত্বের ওপর বড় আঘাত এবং আন্তর্জাতিক বিধি ব্যবস্থাকে এলোমেলো করে দেওয়ার শামিল। তেমনই হামাস জঙ্গিবাহিনী বলে গোটা প্যালেস্তাইনকে হিংসার স্রোতে ডুবিয়ে দেওয়া একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়। যার খেসারত দিতে হল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ, নারী-শিশুকে। পারমাণবিক শক্তিধর হয়ে উঠছে বলে ইরানের ওপর আঘাত কোনও দেশের সার্বভৌমত্ব কেড়ে নেওয়ার শামিল।

ঠিক এই যুক্তিতে কখনও ভারতের ওপর মার্কিন আঘাত নেমে আসবে না- এই নিশ্চয়তা কে দিতে পারে! দেশগুলির সম্পর্ক যদি পারস্পরিক মর্যাদা ও সহাবস্থানের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে এমন অন্যায় যুদ্ধের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। রাজা-রাজড়াদের আমলে যেভাবে অন্যের ভূখণ্ড দখল ছিল যুদ্ধের উদ্দেশ্য, ট্রাম্প পৃথিবীকে কার্যত সেই পথে নিয়ে যেতে চাইছেন। ফলে যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই স্লোগান প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। অশান্তিই হয়ে উঠেছে ভবিতব্য।

অমৃতধারা

‘এই দেহ ত্যাগ করার পূর্বে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গুলির বেগ এবং কাম ক্রোধের বেগ সহন করতে সক্ষম হন, তিনিই যোগী এবং এই জগতে তিনিই সুখী হন।’ এইজন্য এটা বলার তাৎপর্য হচ্ছে প্রকৃত সুখ অন্বেষণকারী ব্যক্তিকে জড়েন্দ্রিয়জাত সুখের পিছনে ধাবিত না হয়ে আত্মানুভূতি লাভ মার্গে মনোনিবেশ করে প্রকৃত চিন্ময় সুখ বা আনন্দ লাভ করার জন্য প্রচেষ্টা করতে শাস্ত্র উপদেশ প্রদান করেছেন। আমরা জানি যে, আমাদের শরীরের মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলির ছ'টা বেগ আছে। বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, মনের বেগ, উদরের বেগ, জননেন্দ্রিয়ের বেগ এবং জিহ্বার বেগ- এই ছ'প্রকার বেগ আছে। এইসব বেগ ভগবৎ সেবার মাধ্যমে দমন করতে হবে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শান্তির মুখোশে ট্রাম্পের যুদ্ধযাত্রা

‘যুদ্ধ নয় শান্তি চাই’- ভোটের আগে এই বুলি আউড়ে ক্ষমতায় ফেরা ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ নিজের প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে মেতেছেন সরকার বদলের এক ভয়ংকর ও আত্মঘাতী খেলায়।

পল্লব বসু

এক দশক আগে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ বা ‘সবার আগে আমেরিকা’ স্লোগান তুলে হোয়াইট হাউসের মসনদে বসেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ তিনিই যেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় যুদ্ধবাজ! ২০১৬ হোক বা ২০২৪- দু'বারই তাঁর তুরুপের তাস ছিল এই ‘শান্তি’। পূর্বসূরিদের সামরিক আগ্রাসনকে তুলোধোনা করে তিনি বারবার বলেছিলেন, ভিনদেশের সরকার বদলানোর খেলা চরম ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ডেমোক্র্যাটদের ‘যুদ্ধবাজ’ তকমা দিয়ে তিনি বুক বাজিয়ে প্রচার করেছিলেন, ‘কমলা হ্যারিস জিতলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনিবার্য। আমেরিকানদের সন্তানদের এমন সব দেশের যুদ্ধে মরতে হবে, যার নামও কেউ কোনওদিন শোনেনি।’

কিন্তু কথা আর কাজের ফারাকটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ‘শান্তির প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে নিজেকে দাবি করা মানুষটি ইরানের ওপর মার্কিন সেনার সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। নিশানা একটাই : তেহরানে সরকার পতন। যে ছেলেমেয়েদের ঘরে ফেরানোর কথা তিনি জোরগলায় বলেছিলেন, আজ তাঁদেরই ঠেলে দিচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের আরও এক অন্তহীন সংঘাতে।

ডিগবাজি ও স্ববিরোধিতার ধোঁয়াশা

২০১৬-র ট্রাম্প আর ২০২৬-এর ট্রাম্প যেন ভিনগ্রহের দুই বাসিন্দা। গত শনিবার ইরানে ভয়াবহ বোমাবর্ষণ তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের অষ্টম সামরিক অভিযান। এর মধ্যেই তিনি কমান্ডো নামিয়ে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপ্রধানকে বন্দি করেছেন, কিউবার শাসককে উৎখাতের হুমকি দিয়েছেন। শনিবার মাঝরাতে এক ভিডিওবার্তায় তিনি গত অর্ধশতাব্দী ধরে ইরানের নানা অপরাধের লম্বা ফর্দ তুলে ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু ঠিক ‘এখনই’ কেন এই হামলা, তার কোনও সদুত্তর তাঁর কাছে নেই। সবচেয়ে বড় স্ববিরোধিতা হল- গত গ্রীষ্মেই তিনি দম্ভভরে দাবি করেছিলেন যে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি তিনি পুরোপুরি ‘ধ্বংস’ করে দিয়েছেন। ‘স্টেট অফ দ্য ইউনিয়ন’ ভাষণেও একই দাবির পুনরাবৃত্তি শোনা যায়। তাহলে যে কর্মসূচি আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, তার ওপর নতুন করে হামলার যুক্তি কী? এই প্রশ্নের উত্তর আজও অধরা।

বিপ্লবের ডাক নাকি অবাস্তব দিবাস্বপ্ন?

এবারের হামলায় সব রাজনৈতিক শিষ্টাচার ও সীমারেখা পার করেছেন ট্রাম্প। ৮৬ বছর বয়সি সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকে হত্যার কথা ঘোষণার পাশাপাশি, সরাসরি ইরানি জনগণকে সরকার উৎখাতের ডাক দিয়েছেন। তাঁর দম্ভোক্তি, ‘আমাদের কাজ শেষ হলে, আপনারা আপনাদের সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিন।’ এর চেয়েও উদ্ভট তাঁর পরামর্শ- ইরানের পুলিশ ও রেভলিউশনারি গার্ড যেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে হাত মেলায়! যে রক্ষীরা কিছুদিন আগেও রাস্তায় নেমে জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে, রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে, তারা হঠাৎ বন্দুক ফেলে বিপ্লবীদের দোসর হবে- এমন ভাবনা নেহাতই অবাস্তব, শিশুসুলভ এবং বিপজ্জনক।

-এআই

ভোটের আগে ‘শান্তির দূত’ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরেই নিজের প্রতিশ্রুতি ভেঙেছেন। তাঁর নির্দেশে ইরানে বোমাবর্ষণ ও সরকার বদলের ডাক মার্কিন সামরিক আগ্রাসনের নতুন নজির। ট্রাম্পের এই চরম ডিগবাজিতে আজ ক্ষুব্ধ তাঁর কট্টর সমর্থকরাও। অভিজ্ঞদের বদলে স্তাবক পরিবৃত ট্রাম্পের এই হঠকারী ভূ-রাজনৈতিক জুয়া শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, গোটা বিশ্বকেই খাদের কিনারে ঠেলে দিচ্ছে।

আপন ঘরেই বিদ্রোহের আগুন

ওবামা বা বুশকে একসময় যে ভাষায় ট্রাম্প আক্রমণ করতেন, আজ তা বুমেরাং হয়ে তাঁর দিকেই ধেয়ে আসছে। আশ্চর্যের বিষয়, আজ শুধু ডেমোক্র্যাট বিরোধীরা নয়, ফুঁসছেন তাঁর নিজের কট্টর সমর্থকরাই। ‘মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন’ (মাগা) আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা থেকে শুরু করে ডানপন্থী পডকাস্টার টাকার কার্লসন বা রিপাবলিকান নেত্রী মার্জরি টেলর গ্রিন প্রকাশ্যেই তোপ দাগছেন। ক্ষুব্ধ গ্রিনের কথায়, ‘এটা আমাদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা। যে মানুষটাকে আমরা আলাদা ভেবেছিলাম, আজ তিনি সেই যুদ্ধবাজ নিওকনজারভেটিভদের হাতের পুতুল মাত্র। সবটাই আসলে আমেরিকা লাস্ট নীতি।’

ট্রাম্পের এই বেপরোয়া আগ্রাসনের নেপথ্যে বড় দায় তাঁর বর্তমান টিমের। প্রথম মেয়াদে জিম ম্যাটিস বা মার্ক মিলির মতো অভিজ্ঞ সেনাকর্তারা ছিলেন, যাঁরা তাঁর অনেক হঠকারী সিদ্ধান্তে লাগাম পরাতেন। কিন্তু এবার সেই সংযমের বালাই নেই। তাঁর চারপাশ এখন পিট হেগসেথ, মার্কো রুবিও বা সুসি ওয়াইলসের মতো আজ্ঞাবহ স্তাবকে ভর্তি। এঁরা প্রেসিডেন্টকে ভুল পথে বাধা দেওয়ার বদলে তাঁর অন্ধ ইচ্ছাপূরণে, এমনকি আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ভাঙতেও বেশি উৎসাহী। খোদ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের গুরুত্ব আজ তলানিতে ঠেকেছে। কূটনীতির নামে যা চলছে, তা স্রেফ সাজানো নাটক।

মাস্টারস্ট্রোক নাকি ধ্বংসাত্মক জুয়া?

স্থলবাহিনীর বদলে কেবল আকাশপথে হামলা চালিয়ে ট্রাম্প হয়তো আমেরিকান সৈন্যদের কফিন দেশে ফেরা আটকাতে চাইছেন। আফগানিস্তান বা ইরাকের মতো ‘চিরস্থায়ী যুদ্ধ’ এড়ানোই তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, সত্যিই যদি তিনি খামেনেই-পরবর্তী ইরানে সরকার বদল করতে পারেন, তবে তা হবে আমেরিকার জন্য এক বড় কৌশলগত জয়। তৈরি হবে এমন এক নতুন মধ্যপ্রাচ্য, যা হবে সম্পূর্ণ আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন।

কিন্তু ইতিহাস নির্মম। আকাশ থেকে স্রেফ বোমা ফেলে কোনও দেশের ভাগ্য বদলানো যায় না। তেহরানে সত্যিই সরকার পতন হলে শূন্যস্থান পূরণ করবে কে? আমেরিকার তাঁবেদার কোনও সরকার, নাকি গাদ্দাফি-পরবর্তী লিবিয়ার মতো চরম গৃহযুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলা সেখানেও গ্রাস করবে? ট্রাম্প চাইছেন এই ঘটনা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় ‘উত্তরাধিকার’ বা লিগ্যাসি হয়ে থাকুক। ছক সফল হলে হয়তো ভোটাররা তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কথা ভুলে যাবেন। কিন্তু এই ভূ-রাজনৈতিক জুয়া যদি বুমেরাং হয়? তবে তা যে শুধু মধ্যপ্রাচ্যকে নয়, বরং তেলের বাজারের অস্থিরতা ও বিশ্বজুড়ে সন্ত্রাস বিস্তারের মাধ্যমে গোটা বিশ্বকেই এক চরম ধ্বংসাত্মক ও রক্তাক্ত খাদের কিনারে ঠেলে দেবে, তা দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৮৯৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী।

২০২৩

সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্মীরা মমতা দিদির ১৫ বছরের সরকারকে অনেক সাহায্য করেছেন। কিন্তু তাঁদের জন্য মমতা দিদি কী করলেন? সারা দেশের সরকারি কর্মীরা সপ্তম বেতন কমিশন পেয়ে গিয়েছেন, বাংলায় এখনও ষষ্ঠ বেতন কমিশন চলছে। রাজ্যে বিজেপির সরকার গড়ে দিন। আমরা ৪৫ দিনের মধ্যে সপ্তম বেতন কমিশনে বেতন চালু করে দেব।

- অমিত শা

ভাইরাল/১

চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলেন এক মহিলা। আগ্রা ও দিল্লির মধ্যবর্তী একটি স্টেশন থেকে তখন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ওই মহিলা দৌড়ে ট্রেন ধরতে গিয়ে পড়ে যান। তিনি উঠে ট্রেনের পিছনে ছুটতে থাকেন এবং দ্বিতীয়বারও ব্যর্থ হন। তৃতীয়বারের চেষ্টায় সাফল্য আসে।

ভাইরাল/২

হায়দরাবাদের গাছিবোলি এলাকায় মদ্যপ এক ব্যক্তি বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে প্রথমে একটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। পালানোর চেষ্টা করলে এক পুলিশকর্মী তাকে আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করেই গাড়ি চালিয়ে দেয়। বনেটে উঠে প্রাণরক্ষা পুলিশকর্মীর। পরে ধৃত অভিযুক্ত।

জনমন জনমত

চাইল্ড কেয়ার লিভ থেকে কেন বঞ্চিত পার্শ্বশিক্ষকরা?

পশ্চিমবঙ্গের হাজার হাজার পার্শ্বশিক্ষক ও শিক্ষিকা দীর্ঘদিন ধরে ‘সম কাজের জন্য সম বেতন’-এর দাবিতে আন্দোলন করে চলেছেন। কিন্তু সেই দাবির পাশাপাশি আরেকটি নীরব প্রশ্ন আজ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে -চাইল্ড কেয়ার লিভ বা সন্তানের যত্নের ছুটি থেকে কেন বঞ্চিত থাকবেন তাঁরা?

সরকারি স্কুলে পার্শ্বশিক্ষকরা নিয়মিত শিক্ষকদের মতোই পাঠদান, পরীক্ষা নেওয়া, মূল্যায়ন সবকিছুই করেন। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলের ধারাবাহিকতা তাঁদের কাঁধেই টিকে থাকে। কিন্তু পারিশ্রমিক ও পরিষেবাগত সুবিধার ক্ষেত্রে তাঁদের অবস্থান আলাদা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পার্শ্বশিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করেছে মাত্র এক হাজার টাকা। সংখ্যাটি কাগজে যত সহজ বাস্তবে ততটাই বেদনাদায়ক। বাজারদর যেখানে প্রতিদিন ঊর্ধ্বমুখী সেখানে সামান্য বেতন বৃদ্ধি কি আদৌ সম্মানজনক? শুধুমাত্র বেতন বৈষম্য নয়, অন্যান্য সুযোগসুবিধাতেও রয়েছে বিস্তর ফারাক যা চাইল্ড কেয়ার লিভের মতো দৃষ্টান্ত।

চাইল্ড কেয়ার লিভ শুধু একটি প্রশাসনিক সুবিধা নয়, এটি মানবিক অধিকারও বটে। সন্তানের অসুস্থতা, পরীক্ষার সময়, মানসিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মায়ের উপস্থিতি অপরিহার্য। প্রশ্ন উঠছে, পার্শ্বশিক্ষিকাদের সন্তানদের কি আলাদা কোনও শৈশব আছে? তাঁদের কি কম যত্নের প্রয়োজন?

শিক্ষিকা যখন শ্রেণিকক্ষে অন্যের সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ছেন, তখন নিজের সন্তানের অসুস্থতার খবর পেলে তাঁর মানসিক টানাপোড়েন কতটা গভীর হয় তা সহজে বোঝা যায় না। সন্তানের অসুস্থতা, সন্তানের পরীক্ষার জন্য ছুটি নিলে যেমন বেতন কেটে নেওয়ার ভয় থাকে তেমনি থাকে চাকরি টিকিয়ে রাখার চাপ।

একে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, মানসিক চাপ, তার ওপর যদি সন্তানের যত্নের জন্য ছুটি না মেলে, তাহলে পরিবার ও পেশার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা আরও কঠিন হয়ে ওঠে। একজন শিক্ষক শুধু পাঠদাতা নন, তিনিও একজন মা, একজন বাবা, একজন পরিবারের সদস্যও। এইসব পরিচয়কে অস্বীকার করে কোনও শিক্ষা ব্যবস্থা মানবিক হতে পারে না।

ভারতের সংবিধানে সমতার অধিকার একটি মৌলিক নীতি। ‘সম কাজের জন্য সম বেতন’ বিষয়টি বহুবার আদালতের আলোচনায় এসেছে। যদিও প্রশাসনিক কাঠামোর পার্থক্য দেখিয়ে অনেক সময় সুবিধার বৈষম্য বজায় থাকে, তবু নৈতিক প্রশ্নটি থেকেই যায়- যখন কাজ একই, দায়িত্ব একই, তখন অধিকার আলাদা কেন?

চাইল্ড কেয়ার লিভ দেওয়া মানে শুধু একটি ছুটি দেওয়া নয়, এটি শিক্ষকদের প্রতি আস্থা ও মর্যাদা প্রদর্শন। পার্শ্বশিক্ষক ও শিক্ষিকাদের দাবি শুধু অর্থের নয়, এটি সম্মানের ও মানবিকতার। তাঁদের সন্তানরাও ভবিষ্যতের নাগরিক। সম কাজের স্বীকৃতি, সম বেতনের নিশ্চয়তা এবং চাইল্ড কেয়ার লিভ - এই তিনটিই হওয়া উচিত একটি ন্যায়ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি।

মনোমিতা চক্রবর্তী
করলা ভ্যালি চা বাগান, জলপাইগুড়ি।

বসন্তের রং ও রবি ঠাকুরের নান্দনিক ভাবনা

ঋতুচক্রের আবর্তনে দোল উৎসব কেবল রঙের খেলা নয়, বরং কবিগুরুর ছোঁয়ায় আজ এক অনন্য সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।

উৎপল সরকার

শীতের রিক্ততা কাটিয়ে প্রকৃতি যখন নতুন পাতায় সাজে, পলাশ-শিমুলের অগ্নিরাগে যখন চরাচর রাঙিয়ে ওঠে, তখনই বাঙালির জীবনে আগমন ঘটে ঋতুরাজ বসন্তের। এই ঋতুকে বরণ করে নেওয়ার আনন্দ থেকেই দোল উৎসবের প্রাচীন ঐতিহ্য বহমান। গ্রামবাংলার চিরায়ত প্রথায় আবির, প্রাকৃতিক ফুলের নির্যাস আর কীর্তনের সুরের মূর্ছনায় মানুষ একে অপরকে রাঙিয়ে শুভেচ্ছা জানায়। ভারতীয় ঐতিহ্যে দোলের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক প্রেম ও ভক্তির কাহিনী জড়িয়ে থাকলেও, কালক্রমে এটি এক বিশাল সামাজিক মিলনের আঙিনায় পরিণত হয়েছে। জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে ক্ষুদ্র ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার এই শিক্ষা দোল উৎসবের অন্যতম প্রধান দিক। সাদা পোশাকে রঙের পরশ যেমন একাত্মতা তৈরি করে, তেমনি মানুষের মনের জমে থাকা দীর্ঘদিনের অভিমানও এই দিনে ভালোবাসার রঙে ধুয়েমুছে যায়।

রঙের এই আদিম উচ্ছ্বাসকে এক পরিশীলিত ও শৈল্পিক রূপ দিয়েছিলেন বিশ্বকবি। শান্তিনিকেতনে তিনি বসন্তকে স্বাগত জানানোর জন্য যে আয়োজন শুরু করেছিলেন, আজ তা বিশ্বজুড়ে ‘বসন্ত উৎসব’ নামে সমাদৃত। কবির ভাবনায় দোল কেবল গায়ে রং মাখানো নয়; বরং গান, নৃত্য ও কবিতার মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মিক সংযোগ স্থাপন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমে ছাত্রছাত্রীরা বাসন্তী রঙের পোশাকে সজ্জিত হয়ে যখন গেয়ে ওঠে- ‘ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্, লাগল যে দোল’—তখন মনে হয় যেন জড়তা কাটিয়ে প্রকৃতির অমোঘ ডাকে সাড়া দেওয়ার লগ্ন উপস্থিত। শৃঙ্খলাবদ্ধ আনন্দ আর নান্দনিকতার মিশেলে রবীন্দ্রনাথ এই উৎসবকে এক উচ্চতর মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, উৎসবের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের অন্তরের সুপ্ত সৌন্দর্যকে জাগিয়ে তোলা। তাই তিনি দোলকে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিবর্তে সামঞ্জস্য ও সুন্দরের আরাধনা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টিতে বসন্ত কেবল ফুল ফোটার ঋতু নয়, বরং তা এক মানসিক জাগরণের বার্তা। পুরোনো জরাজীর্ণ দুঃখ এবং ব্যর্থতাকে বিসর্জন দিয়ে নতুন করে পথ চলার সাহসই হল বসন্তের প্রকৃত দর্শন। প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের মনের গহিনেও যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই তিনি তাঁর গানে ও কবিতায় ধরে রেখেছেন। তাঁর রচিত বসন্তের গানগুলো আজও আমাদের হৃদয়ে নাড়া দেয়, কারণ তাতে রয়েছে প্রকৃতি ও মানবমনের এক গভীর ও অবিচ্ছেদ্য মিলনসুর।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে শিক্ষার পরিবেশ ছিল অবারিত। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা যেন চার দেওয়ালের বন্দিত্ব ঘুচিয়ে খোলা আকাশের নীচে গাছপালার সাহচর্যে ঋতুচক্রের ছন্দ অনুভব করতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি শান্তিনিকেতনের শিক্ষাধারার সঙ্গে বসন্ত উৎসবকে যুক্ত করেছিলেন। এখানকার উৎসবে রং খেলা হয় ঠিকই, তবে তা অত্যন্ত মৃদু ও সৌহার্দ্যপূর্ণ। এক চিমটি আবির মাখানো এখানে কেবল প্রথা নয়, বরং পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়ার একটি মাধ্যম। আজ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই বিশেষ দিনটির টানে শান্তিনিকেতনে ছুটে আসেন। বসন্ত উৎসব তাই আজ কেবল একটি ঋতুভিত্তিক অনুষ্ঠান নয়, বরং বাঙালির এক অবিচ্ছেদ্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। বর্তমান সময়ে উৎসবের পরিধি বাড়লেও অনেক ক্ষেত্রে তাতে কৃত্রিম কোলাহল ও অমিতাচার লক্ষ করা যায়। এই পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের সেই শাশ্বত ভাবনা পুনরায় স্মরণ করা একান্ত প্রয়োজন। রঙের প্রকৃত অর্থ বাহ্যিক চাকচিক্য নয়, বরং তা হল হৃদয়ের প্রসারতা। বসন্ত আমাদের শিক্ষা দেয় যে, ঝরা পাতার বিলাপের পরেই নতুন কুঁড়ির আবির্ভাব নিশ্চিত। জীবনে যতই হতাশা আসুক, নতুনের আগমনে সব অন্ধকার দূর হবেই।

(লেখক আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৮৪

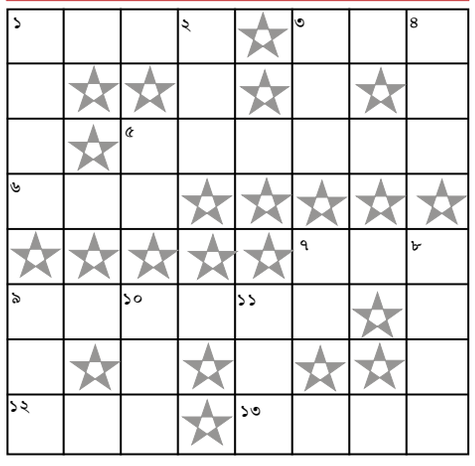

পাশাপাশি : ১। বিচারালয়-এর আর এক নাম ৩। বয়ে যাচ্ছে এমন, বহমান ৫। নানারকম বাজে জিনিস, অর্থহীন প্রলাপ ৬। সগৌরবে অবস্থান ৭। সরু কাঠি, শলা ৯। আগম অর্থাৎ বেদাদিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ১২। পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ, পৌরাণিক অরণ্যবিশেষ ১৩। তিমিকেও গিলে খেতে পারে এমন কাল্পনিক জীববিশেষ।

উপর-নীচ : ১। অসম্ভব বা অদ্ভুত ২। বড় ও গভীর পুকুর দিঘি ৩। পুরাণে বর্ণিত অগ্নিমুখী সিন্ধুঘোটক ৪। তা থেকে বড়, বড় বড় ৫। এই দিনে, অদ্য ৭। খরগোস-এর আর এক নাম ৮। উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়, শুভ ও অশুভ সময় ৯। বিপদ, দুর্দশা, অবাঞ্ছিত বা অপ্রীতির ব্যক্তি বা বস্তু ১০। মহামারী ১১। দেবগুরু বৃহস্পতি, মহাপণ্ডিত।

সমাধান ■ ৪৩৮৩

পাশাপাশি : ১। বৈশাখ ৪। দিবস ৫। হক ৭। বন্ধুর ৮। সওয়াল ৯। হতশ্বাস ১১। বাগদা ১৩। রাঢ় ১৪। সরাই ১৫। তির্যক।

উপর-নীচ : ১। বৈভব ২। খদির ৩। বসবাস ৬। কন্দল ৯। হররা ১০। সভাসদ ১১। বাইতি ১২। দারক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

খামেনেই খুনের সাফাই মার্কিন প্রেসিডেন্টের

ওয়াশিংটন, ২ মার্চ : তেহরানে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই নিহত হওয়ার পর বিস্ফোরক দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাংবাদিক জোনাথন কার্লকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প সরাসরি বলেন, 'ও আমাকে পাওয়ার আগে আমিই ওকে পেয়ে গেলাম। ওরা দু'বার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমিই প্রথম সফল হলাম।' মার্কিন গোয়েন্দাদের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে ট্রাম্পকে হত্যার যে দু'টি চেষ্টা করা হয়েছিল, তার নেপথ্যে খামেনেইয়ের হাত ছিল।

২০২৪ সালের জুলাইয়ে পেনসিলভেনিয়ার জনসভা এবং সেপ্টেম্বরে ফ্লোরিডার গল্ফ কোর্সে ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে হামলার অভিযোগ উঠেছিল। ট্রাম্প খামেনেইকে ইতিহাসের অন্যতম 'রক্তপিপাসু' ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করে জানান, এই মৃত্যু মার্কিন ও ইরানি জনগণের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইরানে সামরিক অভিযান আরও কয়েক সপ্তাহ চলবে।

স্বদেশেই প্রশ্নের মুখে ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২ মার্চ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরান আক্রমণ করে মার্কিনদেরই প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। দেখা যাচ্ছে, প্রতি চারজনের মধ্যে মাত্র একজন আক্রমণকে সমর্থন করেছেন। তিনজনই হামলার বিরুদ্ধে। তাঁদের কথা, ট্রাম্প যুদ্ধের জন্য বেশি আগ্রহী। তিনি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর একের পর এক আক্রমণের নির্দেশ দিচ্ছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে যৌথ আক্রমণ শুরু করে আমেরিকা, ইজরায়েল। নিহত হয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা সহ সেদেশের বহু প্রথম সারির নেতা। রবিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সারির বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের অনলাইন সমীক্ষা বলছে, আমেরিকার মাত্র ২৭ শতাংশ মানুষ ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ চান। ৪৩ শতাংশ হামলার সম্পূর্ণ বিরোধী। ৩০ শতাংশ মতামত দেননি। ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টিতেও যুদ্ধ নিয়ে মতবিরোধিতা দেখা দিয়েছে। বহু রিপাবলিকান নেতা ট্রাম্পকে 'যুদ্ধবাজ' বলে অভিহিত করে জানিয়েছেন, তিনি ঘরের সমস্যা ফেলে রেখে যুদ্ধের নেশায় মেতেছেন।

বাঁধ প্রকল্পে পাক-শঙ্কা

ইসলামাবাদ, ২ মার্চ : সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত করে দেওয়ায় পাকিস্তান যুদ্ধের হুমকি দিলেও ভারত তা গ্রাহ্য করেনি। এবার বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীতে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ছে। পাকিস্তানের বক্তব্য, সিন্ধু জলচুক্তি লঙ্ঘন করে তা করা হচ্ছে। সিন্ধু জলচুক্তিতে রয়েছে, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগার জল ভারতকে ব্যবহার করতে হবে নির্দিষ্ট শর্ত মেনে। নয়াদিল্লি জানিয়েছে, যা কিছু করা হচ্ছে, তা সিন্ধু জলচুক্তির গণ্ডির মধ্যে।

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়া মানেই নদীর জল আটকে বাঁধ তৈরি করা। পাকিস্তানের আশঙ্কা, ভারত চাইলেই দু'টি নদীর জল আটকে এদেশে খরা সৃষ্টি করতে পারে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত জল ছেড়ে বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবিয়েও দিতে পারে। পাক বিশেষজ্ঞদের একাংশের দাবি, ভারত এমনভাবে বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নকশা করেছে, যা ভারতকে জলের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ দেবে। ভারতের কৌশলী অস্ত্র পাকিস্তানের কৃষিপ্রধান পঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশকে মেরুদণ্ডহীন করে দেবে। দেখা দেবে খাদ্যসংকট। তৈরি হবে অস্থিরতা। ভারত জানিয়েছে, জল সঞ্চয়ের জন্য নয়, স্রোতকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনই উদ্দেশ্য। ১৯৬০ সালের সিন্ধুচুক্তিতে ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রুর নিয়ন্ত্রক ভারত। সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগার জল নিয়ন্ত্রণ করবে পাকিস্তান।

ইজরায়েলের মিসাইল হানা বেইরুটে। (নীচে) প্রাণ বাঁচাতে মরিয়া চেষ্টা ইজরায়েলিদের। সোমবার।

ইরানি হামলার নিন্দা মোদির

নেতানিয়াহুকে ফোন ■ যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ : ইরানের সঙ্গে আমেরিকা-ইজরায়েল সংঘর্ষের জেরে অগ্নিগর্ভ পশ্চিম এশিয়া। মার্কিন ও ইজরায়েলি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারত। সোমবার দিল্লিতে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের। ভারত চায় আলোচনা এবং কূটনৈতিক পথে সব সমস্যার সমাধান হোক।'

কার্নির সঙ্গে বৈঠকের আগে রবিবার গভীর রাতে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলেন মোদি। ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইজরায়েলি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে যুদ্ধবিরতির পক্ষে সওয়াল করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, আঞ্চলিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা হয়েছে। ঘটনাপ্রবাহে ভারত যে উদ্বিগ্ন, সেকথা তাঁকে জানিয়েছি। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জোর দিয়ে বলেছি। ভারত আবার যুদ্ধ বন্ধের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সরব হয়েছে। এছাড়া রবিবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গেও মোদির ফোনে কথা হয়েছে।

আমিরশাহির বিভিন্ন এলাকায় ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কড়া নিন্দা করেছে ভারত। মোদি বলেছেন, 'সংযুক্ত আরব আমিরশাহির প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছি। আমিরশাহির ওপর হওয়া হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছি এবং এই হামলায় প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছি।' ঘটনাচক্রে আমেরিকা-ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর ৪৮ ঘণ্টা কেটে গেলেও কোনও আনুষ্ঠানিক শোকবার্তা জারি করেনি ভারত। তবে ইরানপন্থী বিক্ষোভ মোকাবিলায় রাজ্যগুলিকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের ইরান নীতি নিয়ে কূটনৈতিক মহলে জল্পনা চলছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ইরান-সংঘাতে রাশ টানা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে মোদি সরকার। একইসঙ্গে ইরান, ইজরায়েল ও আমেরিকার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে 'জটিল ভারসাম্য' বজায় রাখতে চাইছে ভারত।

মোদি-বার্তা

- ■ পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি 'উদ্বেগজনক'
- ■ যুদ্ধবিরতি এবং সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তায় জোর
- ■ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পাশে ভারত
- ■ কয়েক হাজার ভারতীয়কে নিরাপদে ফেরাতে 'ইউক্রেন মডেল' অনুসরণের আশ্বাস

গত শনিবার ইরানে মার্কিন হামলার পর থেকেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে। এর আঁচ ভারতে পড়া রুখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'ইরানপন্থী উগ্র ধর্মপ্রচারক' বা যাঁরা সামাজিক মাধ্যমে উসকানিমূলক মন্তব্য করে শান্তি বিঘ্নিত করতে পারেন, তাঁদের দ্রুত চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। বিশেষ করে ইজরায়েল ও মার্কিন দূতাবাস এবং কূটনৈতিক কার্যালয়গুলোর নিরাপত্তা জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় শ্রীনগরের ঐতিহাসিক ঘণ্টাঘর এলাকাটি পুলিশি ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে উপত্যকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বন্ধ রাখা হয়েছে।

রবিবার রাতে প্রধানমন্ত্রী মোদি মন্ত্রীসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির (সিসিএস) বৈঠক করেন। সেখানে ওই অঞ্চলে আটকে পড়া কয়েক হাজার ভারতীয় নাগরিক ও পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। আকাশসীমা বন্ধ থাকায় বহু ভারতীয় বর্তমানে সেখানে আটকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি আশ্বাস দিয়েছেন, 'কারও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ের মতো আমরা আমাদের নাগরিকদের নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সবরকম পদক্ষেপ করছি।'

শিয়া এলাকায় কেন্দ্রের নজরদারি

উসকানির বার্তা খেয়াল রাখছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক

সোমবার শ্রীনগরে বিক্ষোভরত শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষ।

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ : আমেরিকা ও ইজরায়েলের বিধ্বংসী বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত দেশের একাধিক রাজ্য। বিশেষ করে কাশ্মীর থেকে লখনউ—শিয়া প্রধান এলাকাগুলোতে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাওয়ার আগেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে কড়া নজরদারির নির্দেশ দিয়েছে অমিত শার দপ্তর। দিল্লির কড়া বার্তা— কোনওভাবেই যেন দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট না হয়। গোয়েন্দা রিপোর্টে আশঙ্কা করা হয়েছে, খামেনেই হত্যার প্রতিবাদে দেশজুড়ে চলা বিক্ষোভ মিছিল থেকে বড়সড় অশান্তি ছড়াতে পারে। বিশেষ করে শিয়া প্রধান এলাকাগুলোতে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে।

গোয়েন্দা নজরদারি ও কড়া নির্দেশ ২৮ ফেব্রুয়ারি পাঠানো এক জরুরি চিঠিতে অমিত শাহের মন্ত্রক রাজ্যগুলিকে স্পষ্ট জানিয়েছে, ইরানপন্থী কট্টরপন্থীদের গতিবিধির ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে। সমাজমাধ্যম বা জনসভায় উসকানিমূলক ভাষণ দিয়ে যারা অশান্তি পাকানোর চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে আইসিস বা আল কায়দার মতো জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি ভারতে জাল বিছানোর চেষ্টা করতে পারে।

টার্গেট ইজরায়েল ও মার্কিন দূতাবাস গোয়েন্দা রিপোর্টে ইঙ্গিত, দেশের ভেতরে থাকা ইজরায়েল ও আমেরিকার দূতাবাস এবং কনসুলেটগুলিতে হামলা হতে পারে। তাই এই সব কূটনৈতিক কার্যালয়ের নিরাপত্তা এক ধাক্কায় কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রবিবার থেকে শ্রীনগর, লখনউ এবং দিল্লির শিয়া প্রধান এলাকাগুলিতে বিক্ষোভ আছড়ে পড়ে। শ্রীনগরের ঐতিহাসিক লালচক ও ঘণ্টাঘর এলাকা কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে উপত্যকার সমস্ত স্কুল-কলেজ দু'দিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। এদিনও শ্রীনগরে বিক্ষোভ দেখান শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা শান্তি বজায় রাখার আর্জি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে ইরানে আটকে পড়া ভারতীয় পড়ুয়াদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন তিনি।

রবিবার রাতে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা বিষয়ক কমিটির জরুরি বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ায় কর্মরত ভারতীয়দের নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনে তাঁদের আকাশপথে ফিরিয়ে আনা ব্যাপারে আলোচনা করেন।

চাকরি শিকেয়, বাংকার খুঁজছেন ভারতীয়রা

তেহরান ও নয়াদিল্লি, ২ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। একদিকে পোড়া বারুদের গন্ধে দম আটকে আসছে, অন্যদিকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় প্রাণপাখি উড়ে যাওয়ার জোগাড়। আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর গোটা এলাকা কার্যত অগ্নিকুণ্ড। এই পরিস্থিতিতে ইরানে আটকে থাকা হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিক, বিশেষ করে শ্রমিক ও পড়ুয়াদের জীবন চরম সংকটে।

জীবিকার সন্ধানে মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি দেওয়া লাখো ভারতীয় এখন প্রাণ বাঁচাতে বাংকারের খোঁজ করছেন। দুবাইয়ের বাসিন্দা এক ভারতীয়ের করুণ আর্তনাদ ধরা পড়েছে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে। তিনি বলছেন, 'এসেছিলাম রুটিরুজির খোঁজে, এখন মাথা গোঁজার বাংকার খুঁজছি।'

শুধু ইরান নয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত ও কাতারের আকাশেও এখন যুদ্ধের কালো মেঘ। ক্রমাগত সাইরেন বেজে চলেছে বিভিন্ন পল্লিতে। আকাশপথ বন্ধ থাকায় এবং ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক বিমান বাতিল হওয়ায় দেশে ফেরার পথ প্রায় রুদ্ধ।

ইরানে প্রায় ৩,০০০ ভারতীয় পড়ুয়া আটকে রয়েছেন, যাঁদের মধ্যে প্রায় ২,০০০ জন জম্মু ও কাশ্মীরের। প্রতি ১৫ মিনিট অন্তর বোমার বিকট শব্দ আর ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক ইতিমধ্যে হেল্পলাইন নম্বর চালু করার পাশাপাশি নাগরিকদের সতর্ক থাকারও পরামর্শ দিয়েছে।

নয়াদিল্লিতে জারি হাই অ্যালার্ট

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের বারুদের গন্ধ এবার খাস দিল্লিতে। আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হানায় ইরানের শীর্ষ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর খবর আসতেই বদলে গিয়েছে রাজধানীর ছবিটা। উৎসবের আবহেও এখন দিল্লির বাতাসে চরম উত্তেজনা। পরিস্থিতি সামাল দিতে গোটা শহরকে মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার নিশ্ছিদ্র চাদরে।

চাণক্যপুরীতে অঘোষিত কার্ফু বিদেশের মাটিতে হামলার আঁচ যাতে দেশের কূটনৈতিক এলাকায় না পড়ে, তার জন্য সতর্ক দিল্লি পুলিশ। চাণক্যপুরীর মার্কিন, ইজরায়েল ও ইরান দূতাবাসের সামনে বসানো হয়েছে কাঁটাতারের ব্যারিকেড। মোতায়েন করা হয়েছে কুইক রিঅ্যাকশন টিম, কমান্ডো এবং ডগ স্কোয়াড। চাণক্যপুরী এলাকায় জারি করা হয়েছে ১৬৩ ধারা; অর্থাৎ চারজনের বেশি জমায়েত করলেই হাজতবাস নিশ্চিত।

উত্তপ্ত শিয়া মহল্লা, নজর সোশ্যাল মিডিয়ায় খামেনেইয়ের প্রয়াণে দিল্লির শিয়া অধ্যুষিত ওখলা, জামা মসজিদ এবং চাঁদনি চকের মতো এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছে। সাইবার সেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, নেটপাড়ায় কেউ উসকানিমূলক পোস্ট করলেই যেন কলার ধরা হয়। রবিবার যন্তরমন্তরে মার্কিন-বিরোধী স্লোগান উঠলেও পুলিশি তৎপরতায় বড় কোনো অশান্তি ছড়ায়নি।

রাজনীতি ও শোকের ছায়া ইরানে এই হানার তীব্র নিন্দা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি সাফ জানিয়েছেন, 'একটি সার্বভৌম দেশের নেতার ওপর এভাবে হামলা চালানো আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী।' অন্যদিকে, সোমবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিল্লির শাহ-এ-মর্দান কারবালায় শোকের আবহ। কালো পোশাকে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করেন শত শত মহিলা। গাজিয়াবাদের ছাত্রী দিলকশের কথায়, 'আমরা একজন অভিভাবককে হারালাম, যিনি সবসময় মজলুমদের পাশে দাঁড়াতেন।'

সামনেই হোলি, তার ওপর মধ্যপ্রাচ্যের এই রক্তক্ষয়ী সংঘাত—সব মিলিয়ে সাউথ ব্লক এখন কার্যত তপ্ত কড়াই। কেন্দ্র সরকার সব ক'টি রাজ্যকে সতর্ক করে জানিয়েছে, কোনওভাবেই যেন এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট না হয়।

হরমুজ প্রণালীতে অন্ধ হাজার জাহাজ

নয়াদিল্লি ও দুবাই, ২ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার রণক্ষেত্র এবার বিস্তৃত হল মাঝসমুদ্রে। ইরান ও ইজরায়েলের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের আবহে পারস্য উপসাগরের 'লাইফলাইন' হরমুজ প্রণালীতে শুরু হয়েছে এক ভয়ংকর 'ডিজিটাল যুদ্ধ'। কৃত্রিম উপায়ে জিপিএস সিগন্যাল জ্যাম (স্পুফিং) করায় প্রায় ১,১০০টি বাণিজ্যিক জাহাজ ও বিশালাকার তেলের ট্যাংকার মাঝসমুদ্রে পথ হারিয়ে ফেলেছে। স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা যাচ্ছে এক অদ্ভুত দৃশ্য। সমুদ্রের মাঝখানে থাকা জাহাজগুলিকে

মাঝসমুদ্রে 'জিপিএস ব্ল্যাকআউট'

ডিজিটাল ম্যাপে দেখাচ্ছে যেন তারা কোনও বিমানবন্দরের রানওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে অথবা মরুভূমির ওপর দিয়ে চলছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ইজরায়েল ও আমেরিকার ওপর চাপ সৃষ্টি করতেই ইরান এই 'ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ার' শুরু করেছে। এই 'ডিজিটাল কুয়াশা'র কারণে জাহাজগুলির অটোমেটিক নেভিগেশন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় যে কোনও মুহূর্তে বড়সড়ো সংঘর্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের মোট তেলের এক-তৃতীয়াংশ সরবরাহ হয়, ফলে এই অচলাবস্থায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি তেলের দামে আগুন লাগার সম্ভবনা প্রবল হয়েছে। ইতিমধ্যে সিগন্যাল বিভ্রাটের শিকার একটি জাহাজ থেকে ১৫ জন ভারতীয় নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগের। কারণ, দেশের প্রয়োজনীয় অপরিশোধিত তেলের বড় অংশ এই পথ দিয়ে আসে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন 'ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি' (সিসিএস) উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছে। ভারতীয় নৌবাহিনীকে পারস্য উপসাগরে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নৌ-বিশেষজ্ঞদের মতে, বাণিজ্য জাহাজগুলিকে 'অন্ধ' করে দেওয়া আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে কয়েক বিলিয়ন ডলারের ক্ষতি করতে পারে। সমুদ্রে এই ডিজিটাল অচলাবস্থা কেটে যাবে, না কি পরিস্থিতি আরও বড় যুদ্ধের আকার নেবে, এখন সেটাই দেখার।

তালিবান হামলায় বিপর্যস্ত নুর খান

রাওয়ালপিন্ডি, ২ মার্চ : রাওয়ালপিন্ডির নুর খান বিমানঘাঁটিতে পাকিস্তানের কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টারে আফগান তালিবান বাহিনীর সশস্ত্র ড্রোন হামলার পর পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। লক্ষণীয় যে, ভারতের অপারেশন সিঁদুর অভিযানেও ওই নুর খান বিমানঘাঁটিকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল।

গত বছর মে মাসে ভারতের অভিযানের পর থেকে ওই ঘাঁটির সংস্কারের কাজ শুরু হয়।

কিন্তু তালিবানের হানায় বড়রকমের ক্ষতি হয়েছে সেটির। আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রক জানিয়েছে, তারা কোয়েটার ১২ নম্বর ডিভিশন সদর দপ্তর এবং খাইবারপাখতুনখোয়ার খোয়াজাই ক্যাম্পেও সফল ড্রোন অভিযান চালিয়েছে।

এর আগে জালালাবাদে একটি পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানকে মাটিতে নামিয়ে এনে তার পাইলটকে বন্দি করার দাবিও করে তালিবান।

শুক্রবার পাকিস্তানের হামলায় ১৩৩ জন যোদ্ধার মৃত্যুর বদলা নিতে পালটা হামলায় ৫৫ জন পাক সেনাকে হত্যার দাবি করে কাবুল প্রশাসন। ক্রমবর্ধমান এই সংঘাতকে প্রকাশ্য যুদ্ধ বলে দাবি করেছেন পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ।

ভোটের বাংলায় আরএসএসের টার্গেট 'অনুপ্রবেশ'

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ : সামনেই বাংলার বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক তার আগেই হরিয়ানার সামালখায় বসতে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) মেগা বৈঠক। আগামী ১৩ থেকে ১৫ মার্চ সংঘের বার্ষিক 'অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা' (এবিপিএস)-র এই জমায়েত কেবল কোনও রুটিন আলোচনা নয়, বরং আগামীদিনে ভোটমুখী বাংলায় পদ্ম শিবিরের রাজনৈতিক ব্লু-প্রিন্ট যে এখানেই চূড়ান্ত হতে চলেছে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। শতবর্ষে পা দেওয়া আরএসএস এবার আর শুধু নেপথ্যের কারিগর থাকতে রাজি নয়। আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের উপস্থিতিতে প্রায় দেড় হাজার শীর্ষ নেতা এবং ৩২টি শাখা সংগঠনের এই মহা-মন্থনে উঠে আসতে চলেছে এমন কিছু স্পর্শকাতর ইস্যু, যা বাংলার রাজনীতিতে রীতিমতো ঝড় তুলতে পারে।

সংঘের র‍্যাডারে এবার সবচেয়ে বড় ইস্যু-জনবিন্যাসের পরিবর্তন বা 'ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ'। সীমান্ত ঘেঁষা বাংলা ও অসমে গত কয়েক দশকে যেভাবে জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলাচ্ছে, তা নিয়ে আরএসএসের অন্দরমহলে উদ্বেগের অন্ত নেই। গেরুয়া শিবিরের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, বাংলার সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে- বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর থেকে শুরু করে দুই ২৪ পরগনায়- বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের রমরমা হিন্দু ভোটব্যাংকে সরাসরি থাবা বসাচ্ছে। সংঘের এই সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক বৈঠকে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা এবং তাদের 'পুশব্যাক' বা বিতাড়ন করার মতো কড়া পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, শাসকদলের বিরুদ্ধে মেরুকরণের হাওয়া তুলতে এবং হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করতে এই অনুপ্রবেশ ইস্যুকেই বিজেপির তুরুপের তাস করতে চাইছে আরএসএস।

তবে বিজেপির সামনে এখন সবচেয়ে বড় কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে 'ইউজিসি ইকুইটি রুলস' নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্ক। এই বিধির ফলে একদিকে উচ্চবর্ণের মধ্যে বঞ্চনার ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্টের স্থগিতাদেশের জেরে দলিত ও ওবিসি সম্প্রদায় ফুঁসছে। এই দুইয়ের মাঝে পড়ে কার্যত শাঁখের করাতে পদ্মশিবির। সর্বভারতীয় এই সংকটের সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলার মাটিতে। বাংলায় মতুয়া, রাজবংশী থেকে শুরু করে নমশূদ্র- বিপুলসংখ্যক দলিত ও তপসিলি ভোট রয়েছে। গত কয়েক বছরে এই 'সাবলটার্ন' বা প্রান্তিক হিন্দুদের ভোটেই বাংলায় বিজেপির উত্থান।

ইউজিসি বিতর্কে এই ভোটব্যাংক যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বাংলার মসনদ বিজেপির কাছে অধরাই থেকে যাবে। সংঘ নেতৃত্ব তাই স্পষ্ট জানিয়েছে, তারা হিন্দু সমাজের কোনও বিভাজন চায় না। ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে আরএসএস তাদের 'পঞ্চ পরিবর্তন' প্রকল্পের মাধ্যমে জাতপাতের বিভেদ ভুলে গোটা সমাজকে এক ছাতার তলায় আনার মরিয়া চেষ্টা চালাবে।

শুধু জাতপাত বা ভোটব্যাংক নয়, 'অপারেশন সিন্দূর'-এর আবহে জাতীয় সুরক্ষাকেও এবার সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মোড়কে পেশ করতে চলেছে আরএসএস। 'অজেয় সুরক্ষার জন্য মজবুত সমাজ'- এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি ও সন্ত্রাস দমনের রূপরেখা তৈরি হচ্ছে।

বাংলার মতো সংবেদনশীল সীমান্তবর্তী রাজ্যের ক্ষেত্রে এই 'জাতীয় নিরাপত্তা বনাম অনুপ্রবেশ' ন্যারেটিভ এক নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণের জন্ম দিতে পারে।

সব মিলিয়ে, হিন্দু সমাজের দেওয়া সমর্থনকে সুসংহত করতে সংঘের শতবর্ষ উদযাপনের কর্মসূচিকে হাতিয়ার করা হচ্ছে। 'গৃহসম্পর্ক' বা বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ, যুব সম্মেলন এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তার মাধ্যমে বাংলার প্রতিটি বুথে পৌঁছে যাওয়ার ছক কষছে সংঘ পরিবার। সব জায়গাতেই এখন কান পাতলে শোনা যাচ্ছে মেরুকরণ আর অনুপ্রবেশের এই চর্চা। একদিকে তৃণমূলের জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, অন্যদিকে আরএসএস-এর এই আগ্রাসী হিন্দুত্ব ও অনুপ্রবেশ-বিরোধী আখ্যান- ভোটমুখী বাংলায় জনবিন্যাস বদলের এই ন্যারেটিভ কি ইভিএম-এ ফায়দা তুলতে পারবে? উত্তর লুকিয়ে আছে সময়ের গর্ভে।

ভারত-কানাডাকে মেলাল ইউরেনিয়াম

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ : ভারত ও কানাডার মধ্যে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক টানাপোড়েন কেটে গিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। সোমবার দু'দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক ইউরেনিয়াম সরবরাহ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির উপস্থিতিতে। স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ২৬০ কোটি ডলারের। এই চুক্তির মাধ্যমে ভারতের ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক শক্তি ও স্বচ্ছ জ্বালানির চাহিদা মেটাতে দীর্ঘমেয়াদে ইউরেনিয়াম সরবরাহ করবে কানাডার সংস্থা 'কামেকো'।

বৈঠকে দু'দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান ৯০০ কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫০০০ কোটি ডলারে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এছাড়া চলতি বছরের শেষ নাগাদ একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করার বিষয়েও দুই শীর্ষনেতা ঐকমত্যে পৌঁছোন।

মূলত ২০২৩ সালের সেই তিক্ততা কাটিয়ে অর্থনৈতিক

নয়াদিল্লিতে নরেন্দ্র মোদি-মার্ক কার্নি।

সম্পর্ককে ফের ঠিক পথে ফেরানো এবং বাণিজ্যিক বহুমুখীকরণই এখন অটোয়া ও দিল্লির প্রধান লক্ষ্য। কার্নির ঐতিহাসিক দিল্লি সফর দু'দেশের ঝিমিয়ে পড়া সম্পর্কে নতুন প্রাণের সঞ্চার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৯ অধিকর্তা ধৃত

মুম্বই, ২ মার্চ : চমকে দেওয়ার মতো ঘটনা। নাগপুরের রাউলগাঁও গ্রামে বারুদ কারখানায় বিস্ফোরণে সেখানকার ন'জন কর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ ছিল, কারখানাটিতে ন্যূনতম সুরক্ষাবিধি মানা হয়নি। পুলিশের তদন্ত ও ফরেন্সিক রিপোর্টে গাফিলতি ধরা পড়ে। তাতেই জালে পড়লেন অধিকর্তারা। রবিবারের দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮। আহত ২৪।

বন্দিনী

আক্রমণ-প্রতি আক্রমণ। অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য। আকাশজুড়ে উজাড় করা ভয়। প্রাণরক্ষায় মরিয়া ভারতীয়রাও। আতঙ্কে আর আশঙ্কায় দিন গুনছেন অভিনেত্রীরাও। তাঁদের খোঁজে তারাদের কথা

নিরাপদে চিরঞ্জীবীর কন্যা

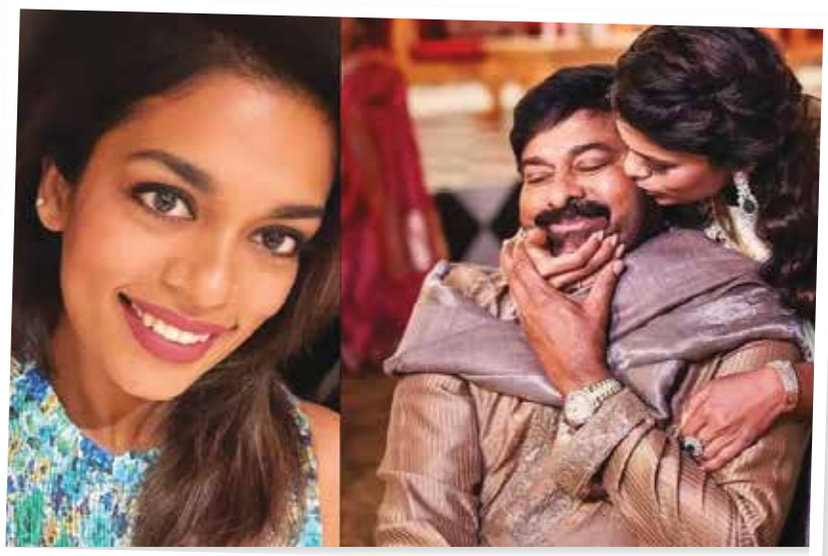

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের মধ্যে আটকে পড়ে আছেন চিরঞ্জীবীর ছোট মেয়ে শ্রীজা। বাংলার শুভশ্রী তাঁর সন্তানকে নিয়ে যেমন আছেন, তেমন চিরঞ্জীবীর একেবারে ছোট মেয়েও আছেন ওখানে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু মানুষ তাঁদের খোঁজখবর নিচ্ছেন। শ্রীজা নিজে পোস্ট করে জানিয়েছেন, তাঁরা নিরাপদে আছেন, ভালো আছেন। তাঁদের নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।

শ্রীজার পোস্ট করা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বুর্জ খলিফা এবং

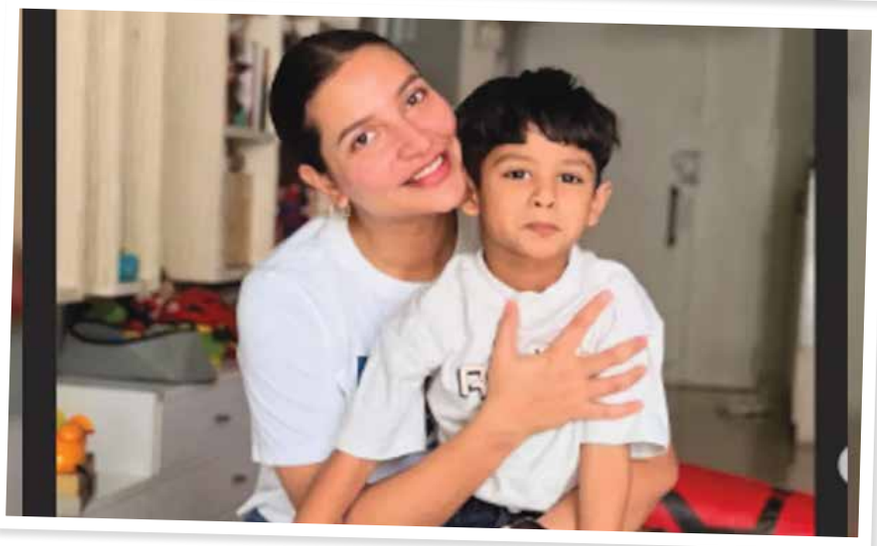

সামনে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির একটি পতাকা। সূর্যাস্তের সময়ের এই ছবিটি পোস্ট করে তিনি বড় বড় করে লেখেন, 'আমরা এই দেশটিকে বেছে নিয়েছি এবং এই দেশের সঙ্গেই আছি।'

অন্য একটি পোস্টে তিনি জানান, যারা আমাদের খবর নিচ্ছেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। তবে আমরা দুবাইতে নিরাপদ এবং সুরক্ষিত আছি। ভালো আছি। খুব তাড়াতাড়ি যাতে শান্তি ফিরে আসে, তার জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি।

বন্দি সন্দীপ্তা

মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে সন্দীপ্তা সেন আটকে প্যারিসে। সঙ্গে রয়েছেন তাঁর স্বামী সৌম্য মুখোপাধ্যায়।

সন্দীপ্তা গত ১৮ তারিখ স্বামী সৌম্যর সঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন ইউরোপে। প্রথমে নরওয়ে এবং পরে ফিনল্যান্ডের সৌন্দর্য উপভোগ করে গতকালই তাঁরা পৌঁছেছিলেন প্যারিসে। পরিকল্পনা ছিল আজই ফ্লাইটে আবুধাবি হয়ে ফেরার। আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানে তৈরি হয়েছে ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতি। ইরানে হামলার পরই প্রত্যাঘাতে কাতার, কুয়েত, বাহরিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হামলা হয়েছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে ইরান, ইজরায়েল যেমন নিজেদের এয়ারস্পেস বন্ধ করে দিয়েছে, তেমনই দোহা ও দুবাই বিমানবন্দরেও শয়ে শয়ে বিমান ইতিমধ্যেই বাতিল হয়েছে। অভিনেত্রীর বিমানও বাতিল হয়ে যায়।

অভিনেত্রী জানান, এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষের তরফে যে ধরনের সহযোগিতা আশা করেছিলেন, তা তাঁরা পাচ্ছেন না। সন্দীপ্তার কথায়, "ওরা বলেছে, সব ঠিক থাকলে ৫ তারিখের ফ্লাইটেই আমরা ফিরতে পারব, ৬ মার্চ পৌঁছাব। অপেক্ষা করা ছাড়া এখন আর কোনও উপায় নেই। যদি ৫ তারিখের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যায় তাহলে খুব ভালো, নয়তো বেশ চিন্তার বিষয়।'

দুবাইয়ে আটকে নার্গিস

দুবাইয়ে আটকে পড়ে অনিশ্চয়তার প্রহর গুনছেন নার্গিস ফকরি। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে বাড়তে থাকা উত্তেজনার আঁচ যে তাঁর মানসিক অবস্থাকে টালমাটাল করে দিয়েছে, তা স্পষ্ট নার্গিসের লেখায়। গত দু-দিন ধরে দুবাইয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী। নিজের আবাসের জানলার ধারের একটি ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, 'এখানে গত দুটো দিন চরম উন্মাদনার মধ্যে কাটল।'

ইরান-মার্কিন সংঘাত যত গভীর হচ্ছে, দুবাইয়ের আকাশে ধোঁয়ার মেঘ তত ঘন হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মানসিক প্রভাব যে কতটা ভয়ংকর, তা স্বীকার করে নিয়েছেন নার্গিস। তিনি লেখেন, 'পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, একটা অজানা আতঙ্ক আর উদ্বেগ মনের মধ্যে জেঁকে বসেছে। কারণ, পরের মুহূর্তে ঠিক কী হতে চলেছে তা কেউই জানে না। ঠিক করে ঘুমানোও যাচ্ছে না, মস্তিষ্ক সারাক্ষণ সতর্ক সংকেত দিচ্ছে। অনেক রাত হয়ে গেলেও আমি দু-চোখের পাতা এক করতে পারছি না।' ব্যক্তিগত আতঙ্ক সত্ত্বেও দুবাই প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করতে ভোলেননি নার্গিস। একটি ভিডিও শেয়ার করে তিনি দেখান, কীভাবে উদ্ধারকারী দল এবং প্রশাসন শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাতদিন এক করে কাজ করছে। সেই কাজের তারিফ করে তিনি লেখেন, 'দারুণ কাজ করছেন ওঁরা।'

এটা কী করলেন সৌরভ?

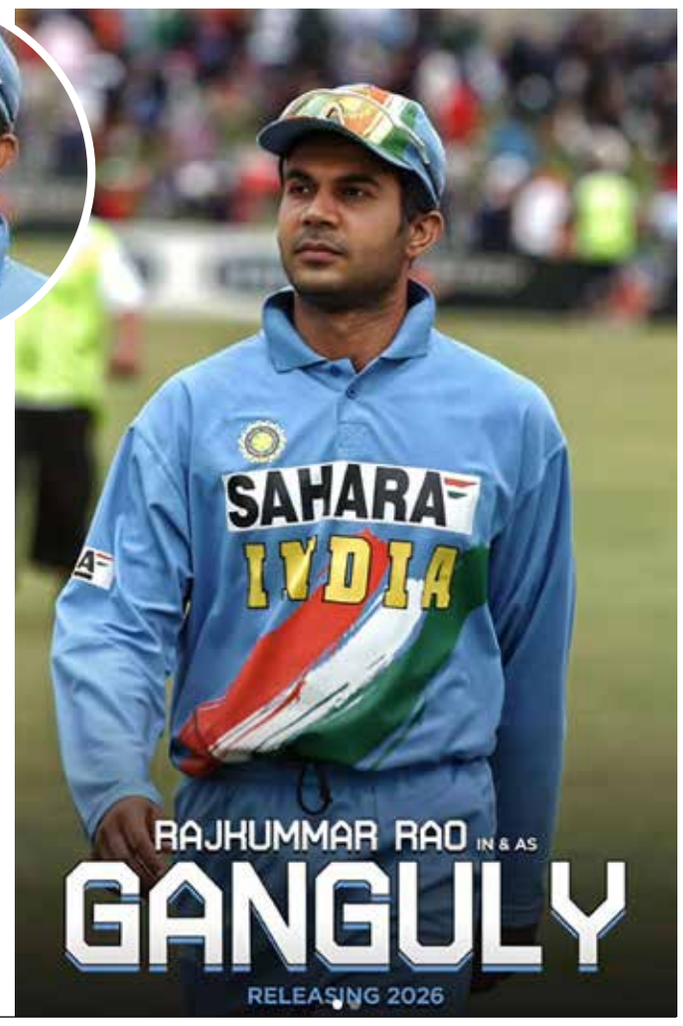

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কি অমৃতা চট্টোপাধ্যায়কে চেনেন? হয়তো নয়। ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রে পরিচালকের পছন্দ যে অমৃতা। মিমি, ইশা নয় কেন!

বাস্তবের সৌরভ নিজে চিত্রনাট্যের সবটা দেখে নিয়েছেন। যাতে কোনও ভুলচুক না থাকে। এখন লাগাতার প্রস্তুতি চলছে। সেই সেশনে কয়েকদিন বেহালার বাড়িতে এসে থাকতেও পারেন সৌরভের চরিত্রে মনোনীত অভিনেতা রাজকুমার রাও নিজে। আপাতত তিনি ব্যাটিং এবং বোলিং প্রশিক্ষণের মধ্যে আছেন।

এই বায়োপিকে ডোনা গাঙ্গুলি কে হবেন? সেটাই আপাতত কোটি টাকার প্রশ্ন। শুরুতে কথা ছিল মিমি চক্রবর্তী কিংবা ইশা সাহা থাকতে পারেন। কিন্তু তা নয়। কারণ এই চরিত্রটার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নাচ। ডোনা যিনি হবেন, তাঁর নাচের তালিম থাকা বাধ্যতামূলক। তাই ডোনার ভূমিকায় পরিচালকের নাকি অমৃতা চট্টোপাধ্যায়কে পছন্দ হয়েছে। অমৃতার সঙ্গে সেই বয়সের ডোনার মুখের মিলও পেয়েছেন নির্মাতারা। অন্যদিকে, অপরাজিতা আঢ্য হচ্ছেন নিরুপা গাঙ্গুলি, মানে সৌরভের মা। আর বাবা চণ্ডী গাঙ্গুলির চরিত্রে থাকছেন বোমান ইরানি। ডালমিয়ার চরিত্রে গজরাজ রাও। সব ঠিক থাকলে এই বছরের শেষেই চলে আসবে সৌরভের বায়োপিক।

একনজরে সেরা

এবার রবিনা

নেটফ্লিক্সে শরৎ কাটারিয়ার ছবিতে কপিল শর্মার সঙ্গে জুটি বাঁধছেন রবিনা ট্যান্ডন। ছবির বিষয় পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রতিদিনের দেখা স্বপ্ন আর তার পূরণ বা স্বপ্নভঙ্গ। ছবিতে এই জুটি অবশ্যই নতুন। শরৎ পরিচালিত ছবির মধ্যে আছে দম লাগাকে হইসা বা সুই ধাগা। রবিবার অভিনেতাদের লুক টেস্ট হল। প্রি প্রোডাকশন শেষ হলে শুটিং শুরু হবে।

৫০ বছর পর

সৌরভ শুক্লা প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবি যব খুলি কিতাব-এর ট্রেলার বেরোল। কোমা থেকে ফিরে আসার পর অনসূয়া ৫০ বছরের বিবাহিত জীবন থেকে বেরিয়ে বিচ্ছেদ চায় স্বামী গোপালের কাছে। তারপর? তাদের জীবনের পরবর্তী জটিলতা নিয়েই ছবি। অভিনয়ে পঙ্কজ কাপুর, ডিম্পল কাপাডিয়া, অপরাশক্তি খুরানা, সমীর সোনি প্রমুখ।

ভারতে শাকিরা

১৯ বছর পর ভারতে আসছেন কুইন অফ ল্যাটিন মিউজিক শাকিরা। ১০ এপ্রিল মুম্বাই, ১৫ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠান হবে। টিকিটের সর্বোচ্চ দাম ৩২ হাজার। আরেকটি টিকিটের দাম সাড়ে ২৮ হাজার টাকা। শাকিরা বলেছেন, ভারতে অনুষ্ঠান করা সব সময় সুখের। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য, প্রত্যেক শিশুকে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া।

বললেন রাজপাল

চেক বাউন্স মামলা থেকে বেরিয়ে রাজপাল যাদব যাতে ঋণশোধ করতে পারেন, তার জন্য সোনু সুদ অন্যদের বলেছিলেন রাজপালকে কাজ দিতে। রাজপালের উত্তর, আমাকে কাজ চাইতে হয়, এই ভুল ধারণা মন থেকে মুছে ফেলুন। ১১ বছর ধরে কাজ আমার সঙ্গেই থাকে। পরিচালক প্রিয়দর্শনকেও তিনি বলেছেন, অশিক্ষিত হলে এতদিন ইন্ডাস্ট্রিতে থাকতে পারতাম না। উল্লেখ্য, এই ঘটনায় প্রিয়দর্শন রাজপালকে 'অশিক্ষিত' বলেছিলেন।

টাইগারের বজ্র

সোমবার টাইগার শ্রফের জন্মদিনে তাঁর নতুন ছবি বজ্রর কথা জানা গিয়েছে। টাইগার শ্রফকে একেবারে নতুন অবতারে দেখা যাবে। ছবিটি স্পিরিচুয়াল অ্যাকশন ফিল্ম হবে। এই ধারার ছবি ভারতীয় ফিল্মের ইতিহাসে দেখা যায়নি। টাইগার ভীষণই উৎসাহিত এই চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে। ইতিমধ্যে এই চরিত্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে দিয়েছেন।

বাবাকে কেন 'আনফলো' করলেন বিজয়-পুত্র?

রাজনীতিতে পা রেখেছেন তামিল সুপারস্টার বিজয় থালাপাতি। তার মধ্যেই তাঁর স্ত্রী সংগীতা সোরনালিংগম ডিভোর্স চেয়েছেন বিজয়ের কাছ থেকে। তারপরই বিজয়-সংগীতার ২৬ বছরের পুত্র জাসন সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজয়কে আনফলো করেছেন। বিজয়ের ঘনিষ্ঠ ইন্ডাস্ট্রিরই এক তারকা জানিয়েছেন, 'সংগীতা অনেক সহ্য করেছে। বিজয় এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিল, ইন্ডাস্ট্রির সবাই জানত। সংগীতা ছেলের কাছ থেকে পুরো সমর্থন পেয়ে বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেবার সাহস দেখিয়েছে।'

সংগীতা স্পেশাল ম্যারেড অ্যাক্টের অধীনে বিজয়ের বিরুদ্ধে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক রাখার এবং তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুরতা, অবহেলা ও তাঁকে ত্যাগ করে যাবার মতো অভিযোগ এনেছেন আদালতে। জানিয়েছেন, তাঁদের বিয়ে ও সম্পর্ক অনেক আগেই ভেঙে গিয়েছে।

এই মামলার শুনানি সম্ভবত ১০ এপ্রিল।

ধুরন্ধর-২ ট্রেলার হোলিতে

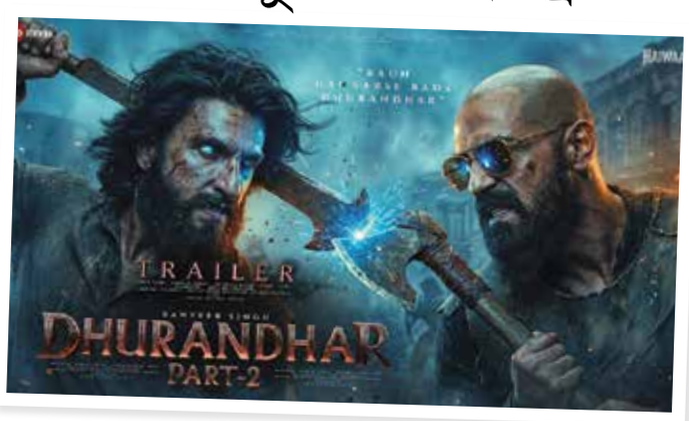

আদিত্য ধরের ধুরন্ধর ২ দ্য রিভেঞ্জ। ছবির ট্রেলার আসছে হোলির দিন, বুধবার। মার্চের ১৯-এ ছবির মুক্তি। ওইদিনই আসবে যশ-এর টক্সিক, এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস। দুই ছবির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই প্রত্যাশিত বক্স অফিসে, তেমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। অগ্রিম বুকিংয়ের পালা শুরু হতে দেরি আছে, তার মধ্যে সীমিত টিকিট বিক্রি শুরু আমেরিকায়, ফেব্রুয়ারির শেষ থেকে। তা থেকে জানা গিয়েছে ধুরন্ধর টিকিট বিক্রিতে এগিয়ে আছে। এখনও পর্যন্ত ১৫১ থিয়েটারে ২০৯টি শিডিয়্যুল শো থেকে ১৯৫৩ টিকিট বিক্রি হয়েছে, আয়ের পরিমাণ ৩৩,৭২৩ ইউ এস ডলার।

অন্যদিকে টক্সিক ৮১ থিয়েটারে ১২২টি শো থেকে ৩৬৬৫ ইউ এস ডলার আয় করেছে, ১৮৯ টিকিট বিক্রি করে। আগামী দুই সপ্তাহে টক্সিক-এর শো বাড়লে এই ব্যবধান কমবে। যশ-এর কেজিএফ উত্তর আমেরিকায় ৭ মিলিয়ন ইউ এস ডলার রোজগার করেছিল। এই ছবির পর যশ-এর জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বেড়েছে সেখানে।

বনি কাপুরের ছবিতে যিশু

বনি কাপুর প্রযোজিত মম ২-এর শুটিং চলছে গ্রেটার নয়ডায়। অভিনেতাদের তালিকায় আছেন যিশু সেনগুপ্ত ও করিশমা তান্না। বনি নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন, 'মম ২-এর শুটিং হচ্ছে। পরিচালক গিরিশ কোহলি, ইনি মম-এর লেখকও বটে। ছবিতে বিভিন্ন জায়গা থেকে টেকনিশিয়ান আনা হয়েছে। অভিনেতাদের মধ্যে বাংলা থেকে আছেন যিশু সেনগুপ্ত, টেলিভিশন অভিনেত্রী করিশমা চান্না আছেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে।'

২০১৭ সালের ছবি মম। শ্রীদেবীকে শেষ অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে। মম-এর সময়েই বনি বলেছিলেন এই ছবির দ্বিতীয় ভাগ হবে। তাতে খুশি কাপুর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন। তবে এই মম ২-তে খুশি আছেন কিনা, সে কথা খোলসা করেননি বনি।

ছোট্ট তারা

জগদীশ বিদ্যাপীঠের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রিয়া বর্মন পড়াশোনার পাশাপাশি নাচেও পারদর্শী। তার প্রতিভায় খুশি শিক্ষক, শিক্ষিকারা।

১) কলেজপাড়ায় কম্পিউটার প্রশিক্ষণকেন্দ্রের সামনে তোলা ছবি।
২) সূর্যনগর মাঠে নাড়াপোড়া।
৩) শিলিগুড়ি কলেজ পড়ুয়াদের আগাম বসন্ত উৎসব।
৪) সূর্য সেন পার্কে বসন্ত উৎসবে শিল্পীরা।
৫) রং মেখে সেলফি।
-ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর

চিকিৎসক নিয়োগে অনিয়ম

পুরনিগমের প্যানেল বাতিল

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসক নিয়োগ নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠায় পুরো প্যানেল বাতিল করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সরাসরি মেয়র গৌতম দেবের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করেছিলেন চিকিৎসক অরূপ পাল। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে হইচই শুরু হয়। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানেও এমন অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তের নির্দেশ দেন মেয়র গৌতম। অভিযোগ, স্থানীয়দের অগ্রাধিকার না দিয়েই নিয়োগ করা হয়েছে। শুধু চিকিৎসক নয়, নার্সিং স্টাফ নিয়োগেও স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগের জন্য একটি কমিটি থাকলেও, দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর থেকে সরাসরি ফোন করে নার্সিং স্টাফদের নিয়োগপত্র নিতে বলা হয়েছে বলে অভিযোগ। এমন ঘটনায় পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা। যদিও গোটা ঘটনায় সরাসরি দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিককে দায়ী করেছেন গৌতম। তাঁকে ভুল বুঝিয়েই নাকি তুলসী এসব করেছেন বলে গত শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে দাবি করেছিলেন তিনি। এদিন মেয়র বলেন, 'জেলা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্যানেলটি বাতিল করা হল। নতুন করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে নিয়োগ হবে।' দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সম্প্রতি চিকিৎসক নিয়োগ হয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে যথারীতি ইন্টারভিউ হয়েছে। মোট ১২ জন চিকিৎসক নিয়োগ হয়েছে এই সময়কালে। অভিযোগ, এই নিয়োগের ক্ষেত্রে ডমিসাইল সার্টিফিকেট বাধ্যতামূলক করেছিল মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর। কিন্তু এসআইআর আবহে ডমিসাইল সার্টিফিকেট পাওয়া মোটেই সহজ ছিল না। বহু চাকরিপ্রার্থী বিষয়টি জানিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। তবে সাড়া মেলেনি। স্বজনপোষণের পাশাপাশি শুধুমাত্র এই শংসাপত্র না থাকার অজুহাতে স্থানীয় অনেক যোগ্যকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ ওঠে। যাঁরা চূড়ান্ত নিয়োগ পাননি, তাঁদের তরফেই এধরনের

> **জেলা শাসকের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্যানেলটি বাতিল করা হল। নতুন করে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দিয়ে সহজ পদ্ধতিতে নিয়োগ হবে।**
> -গৌতম দেব মেয়র

দাবি করা হচ্ছিল। শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'মেয়রকে টপকে গিয়ে কী করে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক পুরনিগমের চিকিৎসক নিয়োগ করলেন। বোর্ড নিশ্চয়ই সবটা জানত। না হলে ওনার এত সাহস হবে না। তৃণমূল মানেই তো দুর্নীতি।' যদিও শনিবার অভিযোগ পাওয়ার পরেই মেয়র তদন্তের নির্দেশ দেন। জেলা শাসকের অধীনে থাকা নিয়োগ কমিটি তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

ঋত্বিক উৎসব শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : চলতি মাসেই শিলিগুড়ি ঋত্বিক উৎসব আয়োজিত হবে। আগামী ৫ মার্চ উৎসবের উদ্বোধন হবে। সেদিন সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে শহরের বিশিষ্ট সংস্কৃতি কর্মী গৌতম চক্রবর্তীকে 'মলয় নাট্য সম্মাননা' প্রদান করা হবে। সেদিনই ঋত্বিক প্রযোজিত নাটক 'কমলা' অভিনীত হবে। এর পরে ৯ থেকে ১২ মার্চ পর্যন্ত চার সন্ধ্যায় দীনবন্ধু মঞ্চে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হবে। এবারের উৎসবে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি বিহারের নাট্যদলও অংশগ্রহণ করছে বলে আয়োজক সংস্থার সভাপতি রতন নন্দী জানিয়েছেন।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : রবিবার রাতে অভিযান চালিয়ে এনজেপি থানার পুলিশ চুরি যাওয়া ৯টি সাইকেল সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল। ধৃতের নাম বিভাস দত্ত। সম্প্রতি সাইকেল চুরির অভিযোগে এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই অভিযোগের সূত্র ধরে তদন্তে নেমে পুলিশ বিভাসকে গ্রেপ্তার করে। সোমবার তাকে আদালতে তোলা হবে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বসন্ত উৎসবে মাতোয়ারা শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : সোমবার শিলিগুড়িতে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আগাম বসন্ত উৎসব পালিত হল। সূর্য সেন পার্কে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করে সাংস্কৃতিক সংস্থা ইচ্ছেডানা। শিলিগুড়ি কলেজ ও শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের তরফেও কলেজ প্রাঙ্গণে দিনটি সেলিব্রেট করা হয়। বসন্তের রংয়ে মাততে কলেজে আসেন প্রাক্তনীরাও। ডিজে বাজিয়ে চলে নাচ, গান। কলেজের প্রাক বসন্ত উৎসবের আয়োজনে গেটের বাইরে দেখা যায় আবিরের অস্থায়ী দোকানও। এছাড়াও আখের রস, ফুচকার দোকানের সামনেও মুখে রং লাগানো ছেলেমেয়েদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পরনে শাড়ি, মাথায় পলাশ ফুল গুঁজে কলেজে এই উৎসবে আনন্দ করতে এসে পঞ্চম সিমেস্টারের ছাত্রী অঙ্কিতা সরকার বলেন, 'এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। কলেজে আগাম বসন্তের উৎসবে বন্ধুরা নির্দিষ্ট ড্রেসকোড পরে এসেছি।' শুধু বর্তমান পড়ুয়ারা নন, প্রাক্তনীরাও এদিনের উৎসবে শামিল হয়েছিলেন। দু'বছর আগে ইংরেজি অনার্সে পাশ করেছেন রিয়া কর্মকার। রিয়া জানান, কলেজে না এসে বসন্ত উৎসব যেন অসম্পূর্ণ থেকে যেত। আমি তিন বছর ধরে কলেজের এই উৎসবে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করছি। এবারও বাদ যায়নি।

এছাড়াও জগদীশ প্রাথমিক স্কুল, সমরনগর প্রাথমিক স্কুল সহ বিভিন্ন সংগঠনের তরফেও এদিন আবির খেলার আয়োজন করা হয়। জগদীশ বিদ্যাপীঠে খুদেরা মাথায় পলাশ ফুল লাগিয়ে রবীন্দ্রসংগীতে নেচে বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি পালন করে। শান্তিনিকেতন ধাঁচের বসন্ত উৎসবের আয়োজন করে থাকে 'সৌমী'। এদিন দাদাভাই ক্লাবের মাঠে সংস্থার আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সূর্যনগর মাঠে কীর্তন করে নাড়া পোড়া অনুষ্ঠানে মাতেন স্থানীয় কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। পুরনিগমের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এদিন সঙ্ঘশ্রী ক্লাব ময়দানে আবির লাগিয়ে এলাকাবাসীর সঙ্গে দোল উৎসবে মাতেন। উদ্যোক্তা ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলার মৌসুমি হাজরা।

তিন বন্ধু ইমরান মহম্মদ, সুনীতা লামা এবং রাজা কুমারের নিবিড় বন্ধুত্বের রসায়নই এখন জন্ম দিয়েছে এক অভিনব টোটো-রেস্তোরাঁর, যা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। টোটোর ওপর এমন আশ্চর্য রুফটপ রেস্তোরাঁ নিয়ে এখন জোর চর্চা শহরে।

তিন ইয়ারি টোটো-রেস্তোরাঁ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : রক্তের সম্পর্ক তাঁদের নেই, নেই ধর্মের মিল। একজন হিন্দু, একজন মুসলিম আর একজন খ্রিস্টান- ব্যক্তিগত পরিচয়ে তিন ভিন্ন সত্তা হলেও আজ তাঁরা অভিন্ন বন্ধু । শিলিগুড়ির দেবীডাঙ্গা এলাকার তিন বন্ধু ইমরান মহম্মদ, সুনীতা লামা এবং রাজা কুমারের এই নিবিড় বন্ধুত্বের রসায়নই এখন জন্ম দিয়েছে এক অভিনব টোটো-রেস্তোরাঁর, যা বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। টোটোর ওপর এমন রুফটপ রেস্তোরাঁ এর আগে শহরে কেউ দেখেছে কিনা, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে হিন্দু, মুসলিম ও খ্রিস্টান- তিন ভিন্ন ধর্মের মানুষের এই নিবিড় বন্ধুত্ব এক ইতিবাচক সামাজিক বার্তা দেয়। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তাঁদের এই 'অভিন্ন হৃদয়' বন্ধুত্বই ব্যবসার মূল ভিত্তি। শিলিগুড়ির মতো এক মিশ্র সংস্কৃতির শহরে এই ঐক্য মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। টোটো সাধারণত যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু সেটিকে একটি দ্বিতল রেস্তোরাঁর রূপ দেওয়া সত্যিই অভাবনীয়। সীমিত জায়গার মধ্যে কীভাবে সৃজনশীলভাবে রুফটপ ক্যাফে তৈরি করা যায়, এটি তার বড় উদাহরণ।

শিলিগুড়ি শহরের অগণিত ক্যাফে বা রেস্তোরাঁর ভিড়ে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে গেলে যে একটু অন্যরকম কিছু ভাবতেই হবে, তা ভালোই বুঝেছিলেন এই তিন তরুণ-তরুণী। সেই ভাবনা থেকেই একটি পুরোনো টোটো কিনে সেটিকে মেরামত করে সম্পূর্ণ নতুন রূপ দিয়েছেন তাঁরা। পেশায় ইলেক্ট্রিশিয়ান রাজা কুমার এই পরিবর্তনের মূল কারিগর। তিনি যে কোনও জিনিস মডিফাই করে ভিন্নভাবে তৈরি করতে পছন্দ করেন। টোটোর সামনের অংশ খুলে ফেলে দরজা লাগানো, ভেতরে রান্নার জন্য সেলফ তৈরি করা এবং সুন্দর সিলিং লাগিয়ে টোটোটির পুরো ভোল পালটে ফেলা হয়েছে। দার্জিলিং মোড় এলাকায় টোটোটিকে স্থায়ীভাবে বসিয়ে এর একপাশে কাঠ দিয়ে বাড়তি জায়গা তৈরি করা হয়েছে, যেখানে গ্রাহকদের বসার জন্য রয়েছে টুলের ব্যবস্থা।

তবে এই রেস্তোরাঁর আসল চমক এর ছাদে। টোটোর পাশে লোহার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠার চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ছাতার তলায় বসে খোলা আকাশের নীচে একসঙ্গে ৬ জন খাবার উপভোগ করতে পারেন।

এই উদ্যোগের শুরুটা হয়েছিল বেশ নাটকীয়ভাবে। ইমরান পেশায় শেফ এবং সুনীতা ওয়েটার হিসেবে আগে বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় একসঙ্গে কাজ করেছেন। রাজা সেখানে ইলেক্ট্রিকের কাজ করতে আসতেন এবং সেখান থেকেই তাঁদের পরিচয়। প্রায় দু'বছর আগে রাজা একটি ফুডকার্ট তৈরির পরিকল্পনা করলে, মজার ছলে ইমরান ও সুনীতা তা চালানোর দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। সেই নিছক মজার কথাটিই পরবর্তীতে গুরুত্ব পায় এবং প্রায় দুই মাসের কঠোর পরিশ্রমে তৈরি হয় এই টোটো রেস্তোরাঁ।

এই রেস্তোরাঁটি তার 'ইউনিক' লুকের কারণে দ্রুত ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হয়েছে। শৌখিন মানুষ এবং ফুড-ব্লগাররা এই নতুনত্বের স্বাদ নিতে সেখানে ভিড় করছেন, যা শিলিগুড়ির স্থানীয় পর্যটন ও ফুড-কালচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তিন বন্ধু মিলে নিজেদের প্রচেষ্টায় এই স্টার্টআপটি শুরু করেছেন। এটি বর্তমান প্রজন্মের তরুণদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা। গতানুগতিক কাজের বাইরে বেরিয়ে কীভাবে স্বল্প পুঁজিতে মেধা ও সৃজনশীলতা ব্যবহার করে স্বনির্ভর হওয়া যায়, দেবীডাঙ্গার এই তিন বন্ধু তা প্রমাণ করে দিয়েছেন।

বর্তমানে ইমরান সামলাচ্ছেন রান্নার গুরুদায়িত্ব। তিনি বলেন, 'এই রাস্তা দিয়ে প্রচুর মানুষের যাতায়াত বলে আমরা এই জায়গাটি বেছে নিয়েছি'। সুনীতা খাবার পরিবেশন থেকে শুরু করে ক্রেতাদের সামলানোর কাজ করছেন। রাজা নিজের কাজ সামলে মাঝে মাঝে এসে দেখে যান ইলেক্ট্রিক বা মেকানিক্যাল কোনও সমস্যা আছে কিনা। তাঁদের এই অভিনব প্রয়াস দেখতে এবং সস্তায় মোমো-কফির স্বাদ নিতে এখন বিকেলে ভিড় জমাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ, যাঁদের অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও দেখে উৎসাহিত হয়ে এখানে আসছেন। তিন বন্ধুর এই অটুট বন্ধন আর সৃজনশীলতা শিলিগুড়ির বুকে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

নজর কাড়ছে শিলিগুড়ির টোটো-রেস্তোরাঁ। -সংবাদচিত্র

আজ শহরে

- শিলিগুড়ির অন্য আলোর উদ্যোগে সকাল সাড়ে আটটা থেকে সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং চিত্রাঙ্কনের অর্ঘ্যে বসন্ত উৎসব বাঘা যতীন পার্কের রবীন্দ্র মঞ্চে।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে পুরনিগমকে তোপ

একদিকে উদ্বোধন, আরেকদিকে তালা

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২ মার্চ : ভোট আবহে একের পর এক উদ্বোধন। সোমবারও শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়। লক্ষ্য স্থানীয় স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়ন করা। তবে এতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকায়। কারণ, একদিকে যখন ঘটা করে উদ্বোধনী পর্ব চলছে, ঠিক তখনই শহরের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ডন বসকো মোড় এলাকায় ভিন্ন চিত্র নজরে এল। অভিযোগ, ওই এলাকায় প্রায় ৩ বছর আগে উদ্বোধন করা পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বর্তমানে ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবাও পাওয়া যায় না। স্থানীয়দের দাবি, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটে তালা ঝুলছে। চিকিৎসক তো দূরের কথা, একজন কর্মীকেও নাকি ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে দেখা যায় না। ঘটনায় স্থানীয়রা ক্ষোভে ফুঁসতে শুরু করেছেন। তাঁরা জানাচ্ছেন, পরিষেবাই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে এসব গড়ে তোলার অর্থ কী? এ নিয়ে অবশ্য পুরনিগমের দাবি, স্থানীয়দের অভিযোগ ভুল। সেখান থেকে এখনও ভ্যাকসিন পরিষেবা পাওয়া যায়।

২০২৩ সালের ২২ মার্চ ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটির উদ্বোধন করা হয়েছিল। স্থানীয়দের দাবি, উদ্বোধনের পর কিছু সময় ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া গিয়েছিল। তবে

- স্থানীয়দের দাবি, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের গেটে তালা ঝুলছে
- চিকিৎসক তো দূরের কথা, একজন কর্মীকেও ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বরে দেখা যায় না বলে অভিযোগ
- যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের দাবি, সেখান থেকে এখনও ভ্যাকসিন পরিষেবা দেওয়া হয়

প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবা মেলে না। এ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীদের প্রশ্ন, এত টাকা খরচ করে পরিষেবা চালু করার পরও এভাবে ফেলে রাখার অর্থ কী? পরিষেবা দেওয়াই যদি লক্ষ্য হয়, তাহলে কেন পুরনিগম কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ করছে না।

স্থানীয় বাসিন্দা আইরিন মিঞ্জ বলছেন, 'শুরুর দিকে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হত। তবে এখন আর খোলা হয় না। বহুদিন হয়ে গেল। আমরা তো বুঝতেই পারছি না, কেন এটা উদ্বোধন করা হয়েছিল। চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোনও প্রয়োজনে এখনও দূরদূরান্তে ছুটতে হয়।'

স্থানীয় ব্যবসায়ী মনোজ যাদব বলছেন, 'এক বছরের বেশি সময় ধরে ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বন্ধ রয়েছে। আদৌ কোনওদিন খুলবে কি না বুঝতে পারছি না।' এদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'উদ্বোধনে তো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কোথায়। শুধুই ভোটমুখী উদ্বোধন চলছে।'

যদিও শিলিগুড়ি পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত বলছেন, 'একসময় ওই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক বসতেন। তবে রোগীদের দেখা পাওয়া যেত না। এই পরিস্থিতিতে বর্তমানে সেখানে কোনও চিকিৎসক নেই। তবে সেখান থেকে এখনও ভ্যাকসিন পরিষেবা দেওয়া হয়। নতুন করে চিকিৎসক নিয়োগের পর ফের সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা শুরু হয়ে যাবে।'

- একটি পুরোনো টোটো কিনে দুই মাসের কঠোর পরিশ্রমে তৈরি হয় এই টোটো-রেস্তোরাঁ
- রেস্তোরাঁটি তার ইউনিক লুকের কারণে দ্রুত ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হয়েছে
- স্বল্প পুঁজি, মেধা ও সৃজনশীলতায় যে স্বনির্ভর হওয়া যায় তিন বন্ধু তা প্রমাণ করে দিয়েছেন

পৃথিবীর পাঠশালা

একাই বানালেন বিশাল গির্জা

তাজমহল বানাতে বহু বছর আর বহু শ্রমিকের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু স্পেনের হুস্তো গ্যালেগো নামের এক ব্যক্তি একাই একটি বিশাল গির্জা বানিয়ে ফেলেছেন। তাঁর কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি ছিল না, ছিল না কোনও ক্রেন বা আধুনিক যন্ত্রপাতি। কঠিন রোগ থেকে সেরে ওঠার পর ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে তিনি ১৯৬১ সালে এই কাজ শুরু করেন। ফেলে দেওয়া ইট, টায়ার, প্লাস্টিকের বোতল আর ভাঙা টাইলস কুড়িয়ে এনে তিনি দিনের পর দিন নিজের হাতে এই গির্জা গড়েছেন। টানা ৬০ বছর ধরে তিনি প্রতিদিন কাজ করেছেন। তাঁর তৈরি এই অতিকায় গির্জায় আছে বিশাল গম্বুজ এবং সুন্দর কারুকাজ করা জানলা। নিজের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। এক অদম্য জেদ আর বিশ্বাস যে কত বড় কীর্তি গড়তে পারে, স্পেনের এই গির্জা তার জ্যান্ত প্রমাণ।

রেডিও চলে না যে মরুভূমিতে

মেক্সিকোর মাপিমি সাইলেন্ট জোন এমন এক রহস্যময় জায়গা, যেখানে গেলে আপনার মোবাইল, রেডিও বা কম্পাস কোনওকিছুই কাজ করবে না। মরুভূমির এই নির্দিষ্ট এলাকায় ঢুকলেই সমস্ত সিগন্যাল হঠাৎ করে বিকল হয়ে যায়। সত্তরের দশকে আমেরিকার একটি মিসাইল পথভ্রষ্ট হয়ে এখানে এসে পড়ার পর এই জায়গাটি বিশ্বের নজরে আসে। বিজ্ঞানীরা মিসাইল খুঁজতে এসে দেখেন, এখানে কোনও রেডিও তরঙ্গ কাজ করছে না। এমনকি কম্পাসের কাঁটাও অদ্ভুতভাবে ঘুরতে থাকে। কেউ বলেন এখানে মাটির নীচে প্রচুর উল্কাপিণ্ড আর ম্যাগনেটাইট পাথর জমে থাকায় এমন চৌম্বকীয় গোলযোগ হয়। আবার রহস্যপিপাসুরা ভিনগ্রহীদের আনাগোনার গল্পও ফাঁদেন। কারণ যা-ই হোক, আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এমন এক ব্ল্যাকআউট জোন সত্যিই গা ছমছমে।

মহাকাশের পোড়া গন্ধ

মহাকাশের কি কোনও গন্ধ আছে? আমরা সাধারণত ভাবি মহাকাশ মানেই তো বিশাল শূন্যতা, সেখানে আবার গন্ধ কীসের। কিন্তু নাসার মহাকাশচারীরা স্পেসওয়াক করে যখন মহাকাশযানে ফিরে আসেন, তখন তাঁরা তাঁদের স্পেসস্যুটে এক অদ্ভুত গন্ধ পান। নভোচারীদের মতে, এই গন্ধ অনেকটা গরম লোহা, ওয়েল্ডিং করার সময় বের হওয়া ধোঁয়া বা কড়া করে ভাজা মাংসের পোড়া গন্ধের মতো। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মহাকাশে ভাসমান বিভিন্ন ক্ষতিকারক কণা মহাকাশচারীদের সুটে আটকে যায়। যখন তাঁরা এয়ারলক দিয়ে ভেতরে ঢোকেন, তখন অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে ওই কণাগুলো থেকে এই পোড়া গন্ধ বের হয়। পৃথিবীর বাইরের দুনিয়ার এই অদ্ভুত গন্ধ মহাকাশ গবেষণার এক অন্যতম রোমাঞ্চকর তথ্য।

ঘুমন্ত গ্রামের অদ্ভুত রহস্য

একবার ঘুমিয়ে পড়লে যদি টানা ছয় দিন আর ঘুম না ভাঙে, তবে কেমন হবে? কাজাখস্তানের কালাচি গ্রামটি বেশ কয়েক বছর ধরে এই অদ্ভুত সমস্যায় ভুগছিল। গ্রামের মানুষজন হাঁটতে চলতে, কাজ করতে করতে হঠাত গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তেন। বাচ্চারা স্কুলে ঘুমিয়ে পড়ত, আর তাদের ঘুম ভাঙতে সময় লাগত কয়েক দিন। ডাক্তাররা অনেক পরীক্ষা করেও প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি। পরে জানা যায়, গ্রামের পাশেই একটি পুরোনো ইউরেনিয়ামের খনি আছে। সেই খনি থেকে কার্বন মনোক্সাইড এবং রেডন গ্যাস গ্রামের বাতাসে মিশছিল। অক্সিজেনের অভাবেই মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে ওই গভীর ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত। পরে সরকার পুরো গ্রামটিকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যায়। এই ঘুমন্ত গ্রামের গল্প আজও মানুষকে শিহরিত করে।

হরমুজ প্রণালী বন্ধ হলে বাড়বে ক্ষতি

যুদ্ধের প্রভাব চা-এ! আশঙ্কা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২ মার্চ : ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও আমেরিকার যুদ্ধে বিশ্ব উত্তাল। এমন পরিস্থিতিতে হোঁচট খেতে পারে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি। এমনটাই আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। গোটা মধ্যপ্রাচ্য সংঘাতের আবহে উত্তপ্ত হয়ে উঠলে দেশীয় চা রপ্তানি বাণিজ্যের কী হবে তা এখন বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর তেহরানও বসে নেই। পালটা আক্রমণ শানাচ্ছে তারাও। এরপর যদি ইরান পশ্চিম পারস্য উপসাগর, ওমান উপসাগর ও আরব সাগরকে সংযুক্ত করা হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেয় তাহলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি আরও বিগড়ে যেতে পারে। ওই পথেই ভারতের চা ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, পোল্যান্ডের মতো ইউরোপিয়ান দেশগুলি সহ আমেরিকাতেও যায়।

চা মহল জানাচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশ সহ ইরান দেশীয় সিটিসি ও অর্থডক্স দুই ধরনের চায়েরই ক্রেতা। এর মধ্যে কিছু অর্থডক্স চা দার্জিলিং থেকে যায়। ২০২৫ সালে ভারত থেকে ইরানে ১১.২৫ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা রপ্তানি করা হয়েছে। ২০২৪ সালে এর পরিমাণ ছিল ৯.২৫ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। চলতি বছরে রপ্তানির পরিমাণ আরও বাড়বে, এমনই আশা করেছিল দেশের চা মহল। ইরানের ওপর আমেরিকার অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও সেদেশে দেশীয় চায়ের রপ্তানি প্রবাহ বন্ধ হয়নি। ২০২৫-এ ভারত সমস্ত দেশ মিলিয়ে প্রায় ২৮০.৪০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা রপ্তানি করে রেকর্ড গড়েছিল। কিন্তু নতুন বছরের মার্চ মাসের যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেই রপ্তানির ওপর প্রভাব পড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।

- ইরানের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইরাক, সৌদি আরবেও প্রচুর পরিমাণে চা যায়
- দুবাই রুট দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে চা পৌঁছোয়
- হরমুজ প্রণালী দিয়ে ভারতের চা ইংল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, পোল্যান্ড সহ আমেরিকাতেও যায়

> **এখন অসম বা উত্তরবঙ্গে চা উৎপাদন সেই অর্থে শুরু হয়নি। তবে যুদ্ধ যদি প্রলম্বিত হয় তবে এর প্রভাব আমাদের চা শিল্পের পক্ষে ভালো হবে না।**
>
> মোহিত আগরওয়াল
> কর্ণধার, এশিয়ান টি এক্সপোর্টার্স

আরব দুনিয়ায় ইরানের পাশাপাশি সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইরাক, সৌদি আরবের মতো দেশগুলিতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে চা যায়। গত বছর ওই তিন দেশে যথাক্রমে ৫০.৭১, ৫২.৫৯ ও ৭.৯৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা গিয়েছে। দুবাই রুট দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে চা পৌঁছোয়। ফলে এইসব দেশ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লে বরাত থাকলেও চা পাঠানো সম্ভব হবে না। তার জেরে বিদেশি মুদ্রা আয়ের উৎসও ধাক্কা খেতে পারে। এমন অবস্থায় চা রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্তরা উদ্বেগে থাকলেও এখনই অবশ্য আশাহত হচ্ছে না। এনিয়ে এশিয়ান টি এক্সপোর্টার্সের কর্ণধার মোহিত আগরওয়াল বলেন, 'এখন অসম বা উত্তরবঙ্গে চা উৎপাদন সেই অর্থে শুরু হয়নি। মজুত চা-ও খুব একটা নেই। তবে যুদ্ধ যদি প্রলম্বিত হয় তবে এর প্রভাব আমাদের চা শিল্পের পক্ষে ভালো হবে না। বিশেষ করে এপ্রিল মাস পর্যন্ত যুদ্ধ চললে সমস্যা বাড়বে। তবে ততদিনে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে যাবে এমনটাই আশা তাঁর।'

আবার কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, লক্ষ্য ছিল ৩০০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা রপ্তানির মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলা। এখন আরব দুনিয়াতে যুদ্ধের থাবা আশঙ্কা ও উদ্বেগ দুই-ই তৈরি করল। রাশিয়া সহ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের দেশগুলির পর আরবের দেশগুলিই ভারতীয় চায়ের মূল ক্রেতা।

ঘুম ভাঙতেই তিনটি মিসাইলের আওয়াজ

সঞ্জয় রায়

(রায়গঞ্জের বাসিন্দা, কর্মসূত্রে দুবাইয়ের জুমেরা লেক টাওয়ার্সে থাকেন)

একরাশ আতঙ্ক বুকে চেপে রবিবার রাতে ঘুমোতে গিয়েছিলাম। সারাদিন কাজের পর ক্লান্ত ছিলাম, রাতের কথা আর সেভাবে মনে নেই। সোমবার সকাল ৮টা ৩৫ নাগাদ ঘুম থেকে উঠে জানলা খুলতেই পরপর তিনটি আওয়াজ। পরে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমার আবাসন থেকে মাত্র আড়াই কিলোমিটার দূরে তিনটি মিসাইল পড়েছে।

যদিও পরবর্তীতে অ্যান্টি মিসাইল সিস্টেম দিয়ে সেগুলি নষ্ট করেছে দুবাই সরকার। প্রথম যেদিন যুদ্ধের বিষয়টি জানতে পেরেছিলাম, তখন খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। আগে কখনও এরকম ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি আমাদের। স্ত্রীকে নিয়ে কর্মসূত্রে আমি ২০২২ সাল থেকে দুবাইয়েই রয়েছি।

এখানে প্রশাসন খুবই সক্রিয়। দেশের এই পরিস্থিতিতে সরকার 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' ঘোষণা করে দিয়েছে। আমি অফিসের উলটোদিকের আবাসনের ৯ তলায় থাকি। তাই সোমবার কিছুক্ষণের জন্য অফিসে গিয়েছিলাম। পরিস্থিতি বোঝাতে গেলে অফিস এবং রাস্তাঘাট একেবারেই ফাঁকা। চারদিক থমথমে। সম্প্রতি আমাদের এক আত্মীয় এসেছেন। দুবাই এয়ারপোর্ট থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে আমার বাড়ি। দু'দিন আগে যুদ্ধের আভাস পেতেই স্ত্রী এবং সেই আত্মীয় বাড়ি ফেরার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তখন শুনলাম নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আপাতত আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। ফেরবার উপায় না পেয়ে সকলেই এখানে রয়েছে। তবে সত্যি বলতে এখানে থাকতে আমাদের সেরকম কোনও সমস্যা হচ্ছে না। দোকানপাট, মল সবই খোলা। তবে সাইবার সিকিউরিটির কথা মাথায় রেখে ব্যাংকিং পরিষেবা কোনও কোনও সময় বন্ধ থাকছে।

শনি এবং রবিবার রাতের দিকে মিসাইল বিস্ফোরণের আওয়াজ পেয়েছি। জেবেল আলি, বুর্জ খালিফায় হামলার খবরও শুনেছি। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে নিজের বাড়ির কথা খুব মনে পড়ছে। তবে সরকারের তৎপরতা দেখে এখন আমার 'প্যানিক' একেবারেই কেটে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়ানো ভুয়ো খবর বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা উচিত বলেই আমি মনে করি।

অনুলিখন : দেবদর্শন চন্দ

দেবভূমে রংয়ের খেলা... *বৃন্দাবনের শ্রী রাধা গোপীনাথজি মন্দিরে প্রাকহোলি। সোমবার। -পিটিআই*

ইসলামপুর নয়, নীতিনের মুখে 'ঈশ্বরপুর'

প্রথম পাতার পর

ভাষণের শুরুতেই নাম বদলের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'ইসলামপুরকে ঈশ্বরপুর বানিয়েই ছাড়ব- এই সংকল্প দিয়েই আমরা এদিনকার পরিবর্তন যাত্রা শুরু করব। বাংলার মানুষের মনে পরিবর্তনের যে আগুন জ্বলছে, সেই ক্ষোভকে আমরা রাস্তায় নামাব। মমতার সরকারকে উৎখাত করতে এই লড়াই আমরা রাস্তায় নামিয়ে আনব।'

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে নীতিন দাবি করেন, রাজ্যে 'মমতা ট্যাক্স'-এর কারণে অরাজকতা চলছে। তিনি বলেন, 'দিদির দলের নেতারা হপ্তা উশুলি, গুন্ডামি ও কাটমানির শিকড় ছড়িয়েছে। সঙ্গে মমতার সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দিতে জাল নথি পর্যন্ত দিচ্ছে।'

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সুর চড়িয়ে তিনি আরও বলেন, 'এই সরকার বাংলার জমি অনুপ্রবেশকারীদের দখলে দিয়ে দিচ্ছে। সোনার বাংলা ও মা, মাটি, মানুষের কথা বলে মমতা ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু এমন কেউ নেই যাকে মমতা ঠকাননি। রাজ্যে কালীপুজো করতে হলে আমাদের আদালতে যেতে হয়, অথচ যত্রতত্র নমাজ পড়ার জন্য মমতা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন। জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কেন্দ্র জমি চাইলে মমতা দেন না, কারণ তিনি বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিতে ব্যস্ত।'

এসআইআর প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির দাবি, অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া শুরু হতেই মুখ্যমন্ত্রীর মনে ব্যথা শুরু হয়েছে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই ৫০ লক্ষের বেশি অনুপ্রবেশকারীর নাম কাটা গিয়েছে এবং এর বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্নায় বসার কথা ঘোষণা করেছেন। জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি প্রশ্ন করেন, 'মমতার সরকার কি অনুপ্রবেশকারীদের দেশ থেকে বের করতে পারবে?' পরে নিজেই উত্তর দিয়ে তিনি বলেন, 'এই কাজ একমাত্র বিজেপির সরকারই করতে পারে।' পরে নীতিন এদিন থেকে পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করেন।

দুর্নীতি প্রসঙ্গে নীতিন নবীন যোগ করেন, 'দিদি কোনও প্রকল্প শুরু করলেই সাধারণ মানুষকে মমতা ট্যাক্স দিতে হয়। ওঁর ভাইপো এবং তৃণমূলের গুন্ডাদের হপ্তা দিতে হয়। দুর্নীতির এই এপিসোডে দিদি এবং তাঁর ভাইপো পুরোপুরি ডুবে আছেন। এই এপিসোডকে এবার শেষ করতেই হবে।' পুলিশ-প্রশাসনকেও তিনি রেয়াত করেননি। ভাষণের শেষে কর্মীদের উজ্জীবিত করতে তিনি বলেন, 'হোলিকা দহনে মমতার সরকারকে দহন করার সংকল্প নিন। ভোটের পর আমরা আরও এক দফায় গেরুয়া হোলি খেলব। পদ্মফুল ফুটিয়ে স্বপ্নের ঈশ্বরপুর গড়ে তুলুন।'

তৃণমূল বিজেপির এই 'ঈশ্বরপুর' তত্ত্বের কড়া জবাব দিয়েছে। দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'নাম পরিবর্তন করার নোংরা রাজনীতি ছাড়া বিজেপির আর কিছু জানা নেই। উন্নয়নের কথা বলতে ভয় পান বলেই বিজেপি নেতারা সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করেন।' এলাকার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনোনীতা চক্রবর্তীও প্রশ্ন তুলেছেন, 'ঈশ্বর ও ইসলাম দুই পথই যখন শান্তির, তখন নাম বদল করে কী লাভ হবে?' ইসলামপুরের নাম বদলের এই বিতর্ক ভোটের অঙ্কে কাকে সুবিধা দেবে, এখন সেই চর্চাতেই রাজনৈতিক মহল মগ্ন।

কমিশন-অফিসার সংঘাত

কলকাতা, ২ মার্চ : সংঘাত এবার নির্বাচন কমিশনের ঘরে। ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের (এইআরও) সঙ্গে কমিশনের বিবাদের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই ইআরও, এইআরও-দের পাশে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ডব্লিউবিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। পালটা ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের লক্ষ্মণরেখা মনে করিয়ে সতর্ক করে দিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। যদিও শুধু অ্যাসোসিয়েশনগতভাবে নয়, ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন কমিশনের বিরুদ্ধে।

ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের বাংলার একমাত্র খেলোয়াড় রিচা ঘোষের নাম ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) বিচারাধীন তকমা পাওয়ায় এই বিরোধের সূত্রপাত। রিচার মতো পরিচিত ব্যক্তিত্বের ভোটার তালিকার এই পরিণতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে সমালোচনার জবাবে রবিবার নির্বাচন কমিশন কার্যত সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট ইআরও এবং এইআরও-দের ঘাড়ে। কমিশনের অভিযোগ ছিল, সময়মতো ওই অফিসাররা রিচার নথি যাচাই ও আপলোড না করায় এই সমস্যা হয়েছে।

লড়াই এক্স হ্যান্ডেলে

ইআরও, এইআরও-দের এভাবে কার্যত 'বলির পাঁঠা' করা হচ্ছে বলে সোমবার ফুঁসে ওঠে ডব্লিউবিসিএস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন। কমিশনের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট দিয়ে ওই অভিযোগে সিলমোহর দেওয়া হয়। পালটা সোমবার এক্স হ্যান্ডেলে সংগঠনের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টে সোমবার লেখা হয়, 'সমাজমাধ্যমে কমিশনের বক্তব্যটি উদ্বেগজনক। এসআইআর-এ বিচারাধীন হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য কমিশন ইআরও এবং এইআরও-দের যেভাবে দায়ী করছে, তা সম্পূর্ণ অসত্য।'

অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই 'বিদ্রোহে' কিছুক্ষণের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় বাংলায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর। এক্স হ্যান্ডেলে ওই দপ্তরের অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট থেকে কার্যত ধমক দেওয়া হয় ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের এক্স হ্যান্ডেলে লেখা হয়, 'ডেপুটেশনে নির্বাচন কমিশনে কর্মরত অফিসারদের মুখপাত্রের ভূমিকা নেওয়া উচিত নয়। সরকারি কর্তাদের লক্ষ্মণরেখা মেনে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

এমনকি এর পরিণতি গুরুতর হতে পারে বলেও মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর সতর্ক করেছে। তারপরেও রাজ্যের অফিসাররা সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদ জানাতে থাকায় এই বিরোধের জল অনেক দূর যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

হোলিকা দহন

কিশনগঞ্জ, ২ মার্চ : কিশনগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় সোমবার বুড়ির ঘর পোড়ানো বা হোলিকা দহন পালিত হয়। মঙ্গল ও বুধবার শান্তিপূর্ণভাবে দোল ও হোলি উৎসব পালনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। কিশনগঞ্জ ও জেলার সাতটি ব্লকে পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী এদিন ফ্ল্যাগ মার্চ করে। বিভিন্ন থানায় শান্তি সমিতির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার জানিয়েছেন, জেলা আবগারি দপ্তর ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বিশেষ নেশামুক্তি অভিযান চলছে।

ফিল্ম ফেস্টিভাল

জলপাইগুড়ি, ২ মার্চ : পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতি ভবনে রবিবার একটি প্রতিযোগিতামূলক শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভালের আয়োজন করে একটি সংস্থা। ওই ফেস্টিভালে ২২টি বাছাই করা শর্ট ফিল্ম, মিউজিক ভিডিও ও ডকুমেন্টারি দেখানো হয়। জলপাইগুড়ি ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শক ছবি দেখতে আসেন।

ক্যানসার সেন্টার পরিচালনায় চুক্তি

কোচবিহার, ২ মার্চ : অবশেষে সোমবার কোচবিহার রিজিওনাল ক্যানসার সেন্টার ট্রাস্টের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থা কারকিনোস-এর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। চুক্তি অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকে তারা ক্যানসার সেন্টারটি পরিচালনা করবে। সেদিন থেকেই পরিষেবা শুরু হবে। তবে আগামী ছ'মাসের মধ্যে সংস্থাটি সমস্ত পরিষেবা চালুর আশ্বাস দিয়েছে।

ট্রাস্টের সম্পাদক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, '২৯ বছরের জন্য ওই সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করা হয়েছে। এর ফলে প্রচুর মানুষ ক্যানসারের চিকিৎসায় উপকৃত হবে।'

সোমবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরের অনুষ্ঠানে উদয়নের পাশাপাশি ট্রাস্টের সভাপতি দীপক সরকার, কারকিনোস-এর চিফ গ্রোথ অফিসার শ্রীপিয়া রাও ও সংস্থার আধিকারিক জাভেদ আখতার সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। জাভেদের কথায়, 'চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরের জন্যই এতদিন অপেক্ষা করছিলাম। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এখন দ্রুতগতিতে পরিকাঠামো তৈরির কাজ শুরু হবে।'

অনেক প্রশ্ন নিয়ে খুলল ভার্নোবাড়ি বাগান

সমীর দাস

হাসিমারা, ২ মার্চ : চার শ্রমিকের মৃত্যুর ৬০ ঘণ্টার মধ্যেই খুলে গেল আড়াই মাস ধরে বন্ধ থাকা ভার্নোবাড়ি চা বাগান। শ্রমিক মহল্লায় প্রশ্ন উঠছে, আড়াই মাস ধরে তিনটি বৈঠকে টালবাহানা না চললে তো এভাবে অন্য বাগানে কাজ করতে যেতে হত না। অকালে পরিবারকে অনাথ করে চলে যেতে হত না চার মহিলা শ্রমিককে।

শনিবার দুর্ঘটনার পর বাগানের শ্রমিকরা ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ১০ নম্বর এলাকা অবরোধ শুরু করেন। তাঁদের আন্দোলনের ঝাঁঝ দেখে তড়িঘড়ি ডেপুটি শ্রম কমিশনার গোপাল বিশ্বাস ঘটনাস্থলে এসে সোমবার বাগান খুলবে বলে আশ্বাস দেন। আড়াই মাস ধরে বাগানে পরিচালকদের কারও দেখা না মিললেও রবিবার সন্ধ্যাতেই বাগানে চলে আসেন নতুন জেনারেল ম্যানেজার মদনমোহন ঝা ও সহকারী ম্যানেজাররা। সোমবার দুপুরে ডুয়ার্সকন্যায় ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর বাগানের জেনারেল ম্যানেজার মদনমোহন ঝা বলেন, 'এদিন বাগান স্বাভাবিকভাবে খুলছে। আগামীদিনে বাগান সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হবে।'

বৈঠকে ছিলেন বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) সম্পাদক সুমিত ঘোষ। তিনি বলেছেন, 'বাগান সুষ্ঠুভাবে চলবে বলে আশা করছি।' এদিন মৃত শ্রমিকদের শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। শ্রম দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, শীঘ্রই রাজ্য সরকারের তরফে মৃত শ্রমিকদের পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দেওয়া হবে। এক মাসের মধ্যে বাগানের পরিস্থিতি নিয়ে ফের রিভিউ মিটিং হবে। ভার্নোবাড়ির শ্রমিক দেবী লোহারের কথায়, 'এর আগে অন্তত তিনটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। তবে সেই বৈঠকগুলোয় সিদ্ধান্ত হলেই তো চার সহকর্মীকে হারাতে হত না আমাদের। বাগান বন্ধ থাকায় আমাদের সবাইকে অন্য বাগানে যেতে হচ্ছিল।' বাগানের আরেক শ্রমিক সিয়া খাড়িয়ার কথায়, 'গতমাসের ২৬ তারিখ বৈঠকের পর বাগান খুললে এতগুলো তরতাজা প্রাণ হারাত না। ঘটনার জেরে কয়েকটি পরিবার অভিভাবকহীন হয়ে গেল।'

আলিপুরদুয়ার

যদিও শ্রম দপ্তরের দাবি, ২৬ ফেব্রুয়ারি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বাগান খোলা নিয়ে কর্তৃপক্ষ সবুজ সংকেত দিয়েছিল। ২ মার্চ বাগান খোলার জন্য বৈঠক ডাকা হয়েছিল গত শুক্রবার।

বাগান খুললেও শ্রমিকদের মনে যে ক্ষোভ রয়েছে তা এদিন শ্রমিকদের উপস্থিতির হার দেখলেই বোঝা যায়। বাগান সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ শ্রমিক কাজেই আসেননি। বাগান সূত্রে খবর, মূলত পুরুষ শ্রমিকরা এদিন কাজে যোগ দিয়েছেন। মহিলা শ্রমিকদের উপস্থিতির হার খুবই কম ছিল প্রথম দিন। শ্রমিকদের অনেকের মনেই প্রশ্ন, দুর্ঘটনার দায় এড়াতেই কি তড়িঘড়ি বাগান খোলার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ল? তা না হলে আড়াই মাসের সমস্যা একদিনে মিটল কীভাবে?

শনিবার দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন বেরথা খাড়িয়া, রজনী ওরাওঁ, অগাস্টিনা মুন্ডা ও পুষ্পা দোরজি। আরও তিন শ্রমিক গুরুতর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন। বাগানের শ্রমিক সিয়া খাড়িয়ার নিকট আত্মীয় বেরথা। সেই শোক সিয়া এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিনি বলেন, 'দুই-একদিনের মধ্যেই কাজে ফিরব।' আরেক শ্রমিক সোমা খাড়িয়া বললেন, 'দিনকয়েক আগেও একসঙ্গে কাজ করছিলাম। আজ কাজে এসে তাঁদের কথাই মনে পড়েছে বারবার।'

ডেপুটি শ্রম কমিশনার এদিন জানান, শ্রমিকদের বকেয়া একটি পাক্ষিক মজুরি ৯ মার্চ মালিকপক্ষ মিটিয়ে দেবে। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, 'এর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারি বাগান খোলার পর কাজের রূপরেখা তুলে ধরার দাবি জানানো হয়েছিল। এদিন মালিকপক্ষের তরফে নতুন প্ল্যান্টেশন সহ বাগানের উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। আগামীদিনে বাগান পরিচালনায় সহযোগিতা করব।'

কয়েকমাস বন্ধ থাকায় বাগানের সেকশনগুলো ঝোপঝাড়ে ভরেছে। বাগান খোলার পর এদিন চা গাছ ছাঁটতে দেখা গেল শ্রমিকদের। কিছু শ্রমিক আবার ঝোপঝাড় পরিষ্কার করার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। বুধবার হোলির ছুটি। তারপর পাতা তোলার শুরু হবে বলে বাগান সূত্রে খবর।

যুদ্ধ চলছে, চলবেই

প্রথম পাতার পর

কুয়েতের আকাশসীমায় তিনটি মার্কিন এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপতিত হয়েছে। যদিও চালকরা সুরক্ষিত আছেন। পেন্টাগনের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিমানগুলি ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রে নয়, কুয়েতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হয়েছে। ভুলবশত কুয়েতি সেনা মার্কিন ফাইটার জেটগুলিকে নিশানা করেছিল।

মার্কিন আগ্রাসনকে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' পোশাকি নাম দিয়ে ট্রাম্প সোমবার দাবি করেন, 'ইরান এখন যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে।' ভেনেজুয়েলার মতো ইরানেও নেতৃত্ব পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর কাছে পরবর্তী নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য 'তিনটি চমৎকার নাম' রয়েছে। তাঁর সতর্কবার্তাই যেন আরেক বিভীষিকা বহন করছে। তাঁর কথায়, 'দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে আরও প্রাণ যাবে, আরও মৃত্যু হবে। আমাদের লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত এই অভিযান চলবে।'

ইরানি রেড ক্রিসেন্টের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শনিবার থেকে শুরু হওয়া হামলায় সেদেশে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫৫। এর মধ্যে মিনাব এলাকায় মেয়েদের একটি স্কুলে হামলায় ১৫০ জনের বেশি মারা গিয়েছেন। শনিবার ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা খামেনেই মার্কিন-ইজরায়েলি বোমায় নিহত হওয়ার সময় তাঁর স্ত্রী খোজাস্তেহ বাঘেরজাদেহ জখম হয়েছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার তাঁরও মৃত্যু হয়।

লেবাননের বেইরুট ও দক্ষিণ অংশেও ইজরায়েলি হামলা চলছে। যাতে ইতিমধ্যে কমপক্ষে ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। ইরানপন্থী সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লা অবশ্য জানিয়েছে, খামেনেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে তারা শেষপর্যন্ত লড়বে। রবিবার ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, ইরানের বর্তমান নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী। তাঁরও বৈঠকে বসতে আপত্তি নেই।

সেই দাবি সোমবার নাকচ করে সমঝোতার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন ইরানের সুপ্রিম ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের সেক্রেটারি আলি লারিজানি। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'আমরা আমেরিকার সঙ্গে কোনও আলোচনা করব না।' চিন অবশ্য যুদ্ধবিরতির আবেদন জানিয়েছে, দু'পক্ষের কাছে। ইতিমধ্যে ৩ হাজারের বেশি চিনা নাগরিক ইরান ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

পাকিস্তানও আমেরিকার 'অনভিপ্রেত' হামলার তীব্র নিন্দা করে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। সামগ্রিকভাবে ইরানে পরমাণুকেন্দ্রে হামলার খবর এবং ট্রাম্পের অনমনীয় মনোভাব পশ্চিম এশিয়াকে এক দীর্ঘস্থায়ী ও অনিশ্চিত যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

তিন মন্ত্রে সম্ভব সঞ্জুর কামব্যাক

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ মার্চ : বলিউড থ্রিলারও হয়তো হার মানবে এই চিত্রনাট্যের কাছে! দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা, তারপর সুযোগ পেয়েও বারবার রিজার্ভ বেঞ্চে ফেরা- এই চরম ডামাডোল পেরিয়ে রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে এক মায়াবী রূপকথা লিখলেন সঞ্জু স্যামসন। তাঁর ৫০ বলে অপরাজিত ৯৭ রানের ধ্রুপদি ইনিংস শুধু দলকেই সেমিফাইনালে তুলল না, দেখিয়ে দিল যে কুড়ির ফরম্যাটেও ধুমধাড়াক্কা শট না খেলে নিখাদ ক্রিকেটিং শটে ম্যাচ জেতানো যায়।

মুম্বইয়ে ভারত

রবিবার রাতের এই মেগা জয়ের ঘোর কাটিয়ে সোমবার দুপুরেই বিশেষ চার্টার্ড বিমানে কলকাতা থেকে মুম্বই উড়ে গেল টিম ইন্ডিয়া। মঙ্গলবার বিকেলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করবেন সূর্যকুমাররা। তার আগে ইডেনের নয়া 'পোস্টার বয়' সঞ্জু ফাঁস করলেন তাঁর এই স্বপ্নের প্রত্যাবর্তনের পেছনের তিন জাদুমন্ত্র। সঞ্জুর কথায়, 'গত কয়েক মাস মোবাইল ফোন বন্ধ রেখেছিলাম। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে নিজেকে পুরোপুরি সরিয়ে নিয়েছিলাম। আর মানসিক কাঠিন্য বাড়িয়ে নিজের মধ্যে বিশ্বাস তৈরি করেছিলাম যে আমি পারবই! এই তিনটে মন্ত্রই আমাকে আর আমার ব্যাটিংকে বদলে দিয়েছে।'

রান না পাওয়ার যন্ত্রণায় একসময় নিজের ওপর বিশ্বাস হারাতে বসেছিলেন। কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করে নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘাম ঝরিয়েছেন শুধু শট সিলেকশন ঠিক করার জন্য। টেকনিকে কোনও বদল না এনে শুধু ফোকাস ধরে রাখার ফলই পেলেন রবিবার রাতে। উইনিং শট মারার পর সেই 'অমর-আকবর-অ্যান্টনি' স্টাইলের সেলিব্রেশন যেন তাঁর সেই দীর্ঘ পরিশ্রমেরই ফসল।

সতীর্থের এই রূপকথার প্রত্যাবর্তনকে কুর্নিশ জানিয়েছেন খোদ অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচ শেষে মাঠে নেমে টুপি খুলে সঞ্জুকে অভিবাদন জানান স্কাই। পরে সম্প্রচারকারী চ্যানেলে স্কাই বলেছেন, 'ভালো মানুষের সঙ্গে সবসময় ভালোই হয়। সঞ্জু জীবনে অনেক উত্থানপতন দেখেছে। তবে সাহসী লোকেরাই ম্যাচ জেতায়, আর ও সেটাই করে দেখিয়েছে।' অধিনায়কের এই দরাজ প্রশংসায় আবেগপ্রবণ সঞ্জু বলে ওঠেন, 'এবার থাম, কাঁদাবি নাকি আমায়!' মুম্বইয়ের মহারণের আগে সঞ্জুর এই ফর্ম নিশ্চিতভাবেই জস বাটলার, জোফ্রা আর্চারদের রাতের ঘুম কাড়তে বাধ্য।

সেমিফাইনাল খেলতে মুম্বইয়ে পৌঁছে গেলেন সঞ্জু স্যামসনরা। সোমবার।

সঞ্জু স্যামসনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত ছিলেন সূর্যকুমার যাদব। অধিনায়ককে থামাতে তিনি বলে ওঠেন, 'এবার থাম, কাঁদাবি নাকি আমায়!'

শচীন তেন্ডুলকার

সেমিফাইনালে ওঠার ম্যাচ। চাপটা দারুণভাবে সামলাল ছেলেরা। দুই ইনিংসের শেষ ওভার আমাদের পক্ষে গেল। ক্রিজে দাঁড়িয়ে থেকে লম্বা ইনিংস খেলা। সঞ্জুর প্রায় নিখুঁত ক্রিকেট দেখাও উপভোগ্য। বাকিরাও সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করল।

হরভজন সিং

সঞ্জু স্যামসন আজ আমাদের গর্বিত করল। জসপ্রীত বুমরাহর বোলিং-ব্রেক থ্রু ভারতের সাফল্যের অন্যতম কারণ। দুর্দান্ত জয়। তবে মাঝেমধ্যে চাপও বাড়ছিল।

ইরফান পাঠান

ম্যাচ পরিস্থিতি মাথায় রাখলে ওর কেরিয়ারের সেরা ইনিংস। গোটা ইনিংসে যে পরিণতবোধের ছাপ রেখেছে, তা অসাধারণ। টপ ক্লাস ম্যাচ জেতানো ইনিংস বেরিয়ে এল সঞ্জুর থেকে।

মহম্মদ কাইফ

মরণবাঁচন ম্যাচে ভারতের প্রধান অস্ত্র হয়ে উঠল। সার্চলাইটের আলো কখনও ওর ওপর ছিল না। কিন্তু বুঝিয়ে দিয়েছে ও একজন গেমচেঞ্জার।

শিখর ধাওয়ান

চাপের মুহূর্তে সঞ্জু যেভাবে দায়িত্ব সামলাল, তা গুরুত্বপূর্ণ। রান তাড়া টি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর। জসপ্রীত বুমরাহও পরিশ্রমের পুরস্কার পেল।

সুরেশ রায়না

সাবাশ ছেলেরা। দারুণ খেলেছ। ক্লিনিকাল পারফরমেন্স, অপ্রতিরোধ্য স্পিরিট। এবং চ্যাম্পিয়নের মেজাজ। লক্ষ্যে আরও একধাপ কাছে পৌঁছে গেল ভারত।

ইডেনের নায়কে মুগ্ধ মহারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চ : রবিবার রাতে ইডেন গার্ডেন্সের গ্যালারির হৃদয় জেতার পাশাপাশি ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের (সিএবি) সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কেও রীতিমতো মুগ্ধ করেছেন সঞ্জু স্যামসন।

ম্যাচ শেষে আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শা-কে সঙ্গে নিয়ে প্রায় মধ্যরাতে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিতে যান মহারাজ। তার আগেই রাতের ইডেনে দাঁড়িয়ে সঞ্জুর ইনিংস নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। সৌরভের কথায়, 'অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করল সঞ্জু! দুই দলের মধ্যে আসল ফারাকটা ও একাই গড়ে দিল। টি২০ ক্রিকেটে এমন ধ্রুপদি ব্যাটিং সচরাচর দেখা যায় না।'

দীর্ঘ রানখরার পর সঞ্জুর এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন দেখে সৌরভ মনে করছেন, মুম্বইয়ে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে এই সঞ্জুই ভারতের 'এক্স ফ্যাক্টর' হতে চলেছেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের স্পষ্ট দাবি, 'একবার রানের সন্ধান পাওয়ার পর সঞ্জুকে বাকি দলগুলোর পক্ষে থামানো খুব কঠিন হবে। ওর এই ছন্দ বজায় থাকলে ইংল্যান্ডের কাজটা মোটেও সহজ হবে না।'

তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তুলনায় দল হিসেবে জস বাটলারের ইংল্যান্ডের ভারসাম্য ও বৈচিত্র্য যে অনেক বেশি, তা বিলক্ষণ জানেন সৌরভ। আদিল রশিদ বা জোফ্রা আর্চারদের মতো বোলারদের মোকাবিলা করা যে সহজ হবে না, সেটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সবকিছুর পরেও সূর্যকুমারের দলের ওপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে মহারাজের। তাঁর প্রত্যয়ী মন্তব্য, 'ইংল্যান্ড মোটেই সহজ প্রতিপক্ষ নয়, কিন্তু ভারতীয় দলকে এবং এই ফর্মে থাকা সঞ্জুকে এখন থামানো সত্যিই কঠিন।'

> **অবিশ্বাস্য ব্যাটিং করল সঞ্জু! দুই দলের মধ্যে আসল ফারাকটা ও একাই গড়ে দিল। টি২০ ক্রিকেটে এমন ধ্রুপদি ব্যাটিং সচরাচর দেখা যায় না।**
> **-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

টেকনিকে বদল না এনে শুধু ফোকাস ধরে রেখেই সফল সঞ্জু স্যামসন।

জোড়া গোল করে উচ্ছ্বসিত লিওনেল মেসি।

মেসি ম্যাজিকে প্রথম জয় মায়ামির

ওয়াশিংটন, ২ মার্চ : মরশুমের প্রথম ম্যাচে নিষ্প্রভ ছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে স্বমহিমায় আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

সোমবার মেজর সকার লিগের দ্বিতীয় ম্যাচে ইন্টার মায়ামি ৪-২ গোলে হারিয়েছে অরল্যান্ডো সিটিকে। জোড়া গোল ও একটি অ্যাসিস্ট করে ম্যাচের নায়ক মেসি। প্রথম ম্যাচে হারের ধাক্কা কাটিয়ে ফের নিজস্ব ছন্দে জাভিয়ের মাসচেরানোর দল। এদিন ফ্লোরিডা ডার্বিতে ম্যাচের প্রথমার্ধেই অবশ্য ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিলেন মেসিরা। অরল্যান্ডো সিটির হয়ে গোল করেন মার্কো পাসালিচ ও মার্টিন ওজেদা।

দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য ঘুরে দাঁড়ায় মায়ামি। ৪৯ মিনিটে মাতেও সিলভেত্তি মায়ামির প্রথম গোলটি করেন। মিনিট আষ্টেক পরে মেসি ম্যাজিক। বক্সের সামান্য বাইরে ব্রায়ান ওজেদার পাস থেকে সামনে থাকা প্রতিপক্ষের চার ফুটবলারকে ফাঁকি দিয়ে দুরন্ত শটে জাল কাঁপিয়ে দেন তিনি।

৮৫ মিনিটে মেসির পাস থেকে মায়ামির তৃতীয় গোলটি করেন তালিস্কো সেগোভিয়া। ৯০ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে আরও একবার প্রতিপক্ষের জালে বল পাঠান মেসি। এই নিয়ে কেরিয়ারে ৮৯৮টি গোল হয়ে গেল তাঁর। ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করতে আর দুটি গোল দরকার আর্জেন্টাইন মহাতারকার।

টানা ব্যর্থতায় তলানিতে আত্মবিশ্বাস

সেমিতে কি বোঝা হবেন অভিষেক?

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ২ মার্চ : রবিবার রাতে ইডেন গার্ডেন্সের প্রেস বক্সে বসে যখন ভারতের সেমিফাইনালে ওঠার সেলিব্রেশন দেখছিলাম, তখন মাঠের একধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ম্লান মুখ বারবার নজর টানছিল। অভিষেক শর্মা! সেমিফাইনালের টিকিট পকেটে ঠিকই, কিন্তু শেষ চারের মহারণে নামার আগে ভারতীয় শিবিরের অন্দরমহলে এখন সবচেয়ে বড় অস্বস্তির নাম এই বাঁহাতি ওপেনার।

আইপিএলে বোলারদের রাতের ঘুম কেড়ে নেওয়া এই বিধ্বংসী ব্যাটার টি২০ বিশ্বকাপে এসে যেন আচমকাই খোলসের ভেতর সেঁধিয়ে গিয়েছেন। শুধু যে তাঁর ব্যাটে রান নেই, তা নয়। ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্কের আসল চিন্তার কারণ হল তরুণ এই ক্রিকেটারের বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ এবং তলানিতে গিয়ে ঠেকা আত্মবিশ্বাস। এই মুহূর্তে তাঁর অফ ফর্ম কেবল ব্যাটিংয়ে আটকে নেই, বরং ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর গোটা ক্রিকেটীয় সত্তায়। রবিবার রাতে ফিল্ডিং করতে নেমে রীতিমতো চূড়ান্ত অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। হাত থেকে ফস্কাচ্ছেন পাড়ার ক্রিকেটের মতো সহজ 'লোপ্পা' ক্যাচ। টি২০ ফরম্যাটে যেখানে একটা ক্যাচ ফস্কানো মানে গোটা ম্যাচের রং বদলে যাওয়া, সেখানে অভিষেকের এই ফিল্ডিং দলের জন্য মারাত্মক বিপদের ইঙ্গিত। আবার বোলিংয়ের ক্ষেত্রেও তাঁকে আর ভরসা করতে পারছেন না অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। ইডেনের মন্থর পিচেও অভিষেকের বাঁহাতি স্পিনটুকু ব্যবহার করার সাহস দেখাতে পারছে না দল।

আর ক্রিজে? সেখানে তিনি পুরোনো সেই আগ্রাসী আর খুনে অভিষেকের এক ম্লান ছায়ামাত্র। ক্রিজে এলেই তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে চরম স্নায়ুর চাপে ভুগছেন, রীতিমতো ছটফট করছেন। পাওয়ার প্লে-তে ফিল্ডিং বাধ্যবাধকতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে বোলারদের ওপর রীতিমতো স্টিম রোলার চালানোর কথা যাঁর, তিনি উলটে নিজেই চাপে গুটিয়ে থাকছেন। বাঁহাতি ব্যাটারদের চিরকালীন শত্রু হল অফস্পিন। অভিষেকের ক্ষেত্রেও সেই দুর্বলতা রয়েছে ঠিকই। কিন্তু ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মুহূর্তে তাঁর আসল লড়াইটা কোনও বোলারের বিরুদ্ধে নয়, বরং নিজের মনের বিরুদ্ধে।

অভিষেক প্রতিভাবান, তা নিয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। কয়েকটা খারাপ ইনিংস রাতারাতি তাঁকে খারাপ ব্যাটার বানিয়ে দেয় না। কিন্তু টুর্নামেন্টের একেবারে শেষলগ্নে, যখন প্রতিটি বলের ওপর নির্ভর করছে বিশ্বকাপের ভাগ্য, তখন এই মানসিক জড়তা কাটানোটা রীতিমতো হিমালয় ডিঙানোর সমান।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সেমিফাইনালের মতো স্নায়ুক্ষয়ী 'ডু অর ডাই' ম্যাচে কি একজন আত্মবিশ্বাসহীন, ছন্দহীন অভিষেককে বয়ে বেড়ানোর বিলাসিতা ভারতীয় দল দেখাতে পারে? অধিনায়ক অবশ্য তরুণ ওপেনারের পাশেই দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে কার্যত 'ক্লিন চিট' দিয়ে স্কাই জানিয়েছেন, অভিষেকের মতো ম্যাচ-উইনারকে এই খারাপ সময়ে ব্যাক করা উচিত। অধিনায়কের এই ভরসা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু এই দরাজ সার্টিফিকেট কি দলের সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য?

ম্যাচ শেষে গঙ্গার ধারের ঠান্ডা হাওয়া গায়ে মেখে বাড়ি ফেরার পথে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের গলাতেও শোনা গেল সেই একই আশঙ্কার সুর। হাওড়া স্টেশনের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বছর পঁচিশের শুভদীপ বলছিলেন, 'দাদা, সেমিফাইনালে তো উঠলাম, মাঠে বসে জেতার আনন্দটা চুটিয়ে উপভোগও করেছি। কিন্তু অভিষেককে নিয়ে বড্ড ভয় করছে! ছেলেটার ব্যাটে রান নেই, ফিল্ডিংয়েও জঘন্য অবস্থা। ইংল্যান্ডের মতো টিমের সামনে ওকে খেলানোটা কি ঠিক হবে? ও তো এখন দলের বোঝা!'

ইংল্যান্ডের মতো হেভিওয়েট দলের বিরুদ্ধে নামার আগে কোনও দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে আত্মঘাতী হতে পারে, তা বিলক্ষণ জানেন সূর্যকুমার। এখন দেখার, সেমিফাইনালে অভিষেকের ওপরই আস্থা রাখে দল, নাকি মেগা মহারণে কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত নেয় ভারতীয় থিঙ্কট্যাঙ্ক!

চাপ নিয়েই সেমিফাইনাল খেলতে মুম্বইয়ে পৌঁছে গেলেন অভিষেক শর্মা। সোমবার।

স্বপ্নভঙ্গের দায় নিলেন হোপ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২ মার্চ : দশ বছর আগের সেই রাতটা ফিরে আসতে পারত। ইডেন গার্ডেন্সের বাইশ গজে ফের রচিত হতে পারত ক্যারিবিয়ান ক্যালিপসোর নয়া ইতিহাস। কিন্তু সব সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটল এক সঞ্জু স্যামসনের ব্যাটে। কুড়ির বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ওঠার স্বপ্ন তো ভাঙলই, তার ওপর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দেশে ফেরা নিয়েও এখন ঘোর অনিশ্চয়তায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল। সোমবার রাত পর্যন্ত তারা কলকাতাতেই আটকে। টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল নিয়ে ভাবার বদলে এখন কীভাবে দেশে ফিরবেন, সেই ভাবনাতেই ডুবে ক্যারিবিয়ানরা।

রবিবার রাতে ইডেনে ভারতের কাছে হারের পর দলের এই ভরাডুবির পুরো দায়ভার নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক শাই হোপ। একদিকে তিনি যেমন সঞ্জুর অবিশ্বাস্য ব্যাটিংয়ের প্রশংসা করেছেন, তেমনই স্বীকার করে নিয়েছেন নিজের মন্থর ব্যাটিংয়ের খেসারত দেওয়ার কথাও।

টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৯৫ রান তুলেছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু আধুনিক টি২০-র যুগে হোপের ৩৩ বলে ৩২ রানের 'হোপলেস' ইনিংসই কার্যত ডুবিয়েছে দলকে। পরিসংখ্যান বলছে, এই ইনিংসে ১৭টি ডট বল খেলেছেন তিনি! ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হোপ অকপটে বলেছেন, 'দলের ব্যর্থতার পুরো দায় আমার। শুরুতে পরিকল্পনা ছিল উইকেট না হারিয়ে রান তোলার, আর সেটা করতে গিয়েই বড্ড মন্থর খেলে ফেলেছি। স্ট্রাইক রোটেট করতে না পারায় মিডল অর্ডারের ওপর চাপ বেড়েছে। আমাদের আরও রান দরকার ছিল।'

চলতি বিশ্বকাপে দলের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হলেও ইডেনের রাতটা হোপের ছিল না। টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাওয়ার হতাশার মাঝেই দলের বোলার এবং অন্য ব্যাটারদের লড়াইয়ের প্রশংসা করেছেন তিনি। তবে আপাতত এই বিষণ্ণতা নিয়েই ভারতেই আটকে থাকতে হচ্ছে হোপের দলকে।

> **এখনও কলকাতায় আটকে ক্যারিবিয়ানরা**

> **দলের ব্যর্থতার পুরো দায় আমার। শুরুতে পরিকল্পনা ছিল উইকেট না হারিয়ে রান তোলার, আর সেটা করতে গিয়েই বড্ড মন্থর খেলে ফেলেছি। স্ট্রাইক রোটেট করতে না পারায় মিডল অর্ডারের ওপর চাপ বেড়েছে। আমাদের আরও রান দরকার ছিল।**
> **-শাই হোপ**

সঞ্জু স্যামসনে মুগ্ধ বিপক্ষ শিবিরও। ম্যাচ জেতানো ইনিংসের জন্য সঞ্জুর পিঠ চাপড়ে দিলেন শিমরন হেটমেয়ার।

অনিশ্চয়তার মুখে মেসি-ইয়ামাল দ্বৈরথ

জুরিখ ও দোহা, ২ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ার বারুদের গন্ধের মাঝে চরম অনিশ্চয়তার মুখে বহু প্রতীক্ষিত স্পেন-আর্জেন্টিনা 'ফিনালিসিমা' ম্যাচ।

আগামী ২৭ মার্চ কাতারের মাটিতে ইউরোপ চ্যাম্পিয়ন স্পেনের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার। যে ম্যাচটির পোশাকি নাম 'ফিনালিসিমা'। গোটা ফুটবল বিশ্ব অপেক্ষায় ছিল প্রথমবার লিওনেল মেসি ও লামিনে ইয়ামালের লড়াই দেখার। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে সেই ম্যাচ আপাতত বিশবাঁও জলে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ হামলার পালটা জবাব দিতে আরবে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলিতে পালটা হামলা চালিয়েছে ইরান। এর মধ্যে রয়েছে কাতারে অবস্থিত মার্কিন সামরিক ঘাঁটিও। এরপরই কাতার ফুটবল সংস্থা সমস্ত ফুটবল ম্যাচ আপাতত স্থগিত রেখেছে। এখনও পর্যন্ত ফিনালিসিমার আয়োজক দুই মহাদেশীয় সংস্থা উয়েফা ও কনমেবলের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে ম্যাচ স্থগিত রাখার কোনও ঘোষণা আসেনি।

এদিকে যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ইরান ছাড়লেন মরক্কান ফুটবলার মুনির এল হাড্ডাডি। প্রাক্তন বার্সা তারকা গতবছর ইরানের ইস্তিকলোল ক্লাবে যোগ দিয়েছিলেন। নিজেই সমাজমাধ্যমে এই কথা জানিয়েছেন মরক্কান তারকা।

টি২০ বিশ্বকাপে কাল

প্রথম সেমিফাইনাল

দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, কলকাতা

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ফেভারিট তকমা 'উপভোগ' করছেন মার্করামরা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চ : হোলির রংয়ে শরীর ও মনকে রাঙিয়ে নেওয়ার অপেক্ষা। রবিবারই অবশ্য ইডেন গার্ডেন্সের সঙ্গে আসমুদ্রহিমাচল মেতেছিল আগাম হোলিতে। চোখ এখন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আরব সাগরের তিরে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি ভারত।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ডের গন্তব্য কিন্তু সঞ্জু স্যামসনের সাফল্যের মঞ্চ ইডেনই! বুধবার যেখানে ফাইনালের টিকিটের লক্ষ্যে প্রথম সেমিফাইনালে কিউয়িদের টক্করে নামছে প্রোটিয়া ব্রিগেড। সুপার এইটে অপরাজিত থেকে শেষ চারে পা রেখেছেন আইডেন মার্করামরা।

ভারত, ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়েছে। নিউজিল্যান্ড সেখানে ঠোক্কর খেতে খেতে শেষমুহূর্তে টিকিট পেয়েছে। ইডেনে অবশ্য নতুন দ্বৈরথ। ধারাবাহিকতা যদি প্রোটিয়া ব্রিগেডের ইউএসপি হয়, তাহলে ব্ল্যাক ক্যাপসদের টিম বৈচিত্র্য যে কোনও দলকে পরীক্ষায় ফেলবে।

চলতি ফর্মের বিচারে অবশ্য ফেভারিট দক্ষিণ আফ্রিকা। ২০২৪-এ ফাইনালে উঠেও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল। জেতা ম্যাচ ভারতের কাছে হাতছাড়া করে। চলতি বিশ্বকাপে টানা সাতটি ম্যাচ জয়ে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে দক্ষিণ আফ্রিকা। প্রথম সেমিফাইনালে ফেভারিট ধরা হচ্ছে। যে তকমায় আপত্তি থাকলেও ক্রিকেট মহলে পাওয়া গুরুত্ব উপভোগ করছে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবির।

হেডকোচ শুকরি কনরাড সুপার এইটে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচ জেতার পর বলেছিলেন, 'আমাদের ফেভারিট বলা হচ্ছে দেখে ভালো লাগছে। বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, চেয়েছি চ্যাম্পিয়নের মেজাজে দলকে দেখতে। তবে আন্ডারডগ হওয়া তুলনায় সহজ। প্রত্যাশার চাপ কম থাকে। তবে ফেভারিট তকমা নিয়ে বেশি আলোচনার পক্ষপাতি নই আমরা।' নিজেদের লক্ষ্যটাকে পরিষ্কার করে দিলেন মার্কো জানসেন, কুইন্টন ডি ককদের হেডস্যর। নিজেদের সহজাত ক্রিকেট, সেরা খেলা তুলে ধরতে বদ্ধপরিকর। তারসঙ্গে কিছুটা ভাগ্যের দরকার, মনে করিয়ে দিলেন। আর দুইয়ে দুইয়ে চার মানে ইডেনে বুধবারের মহারণ কিউয়ি-বাধা টপকে যাওয়া।

কনরাড বলেছেন, 'দল ভালো ছন্দে রয়েছে। সেটা ধরে রাখতে হবে। প্রয়োজন কিছুটা ভাগ্যের সাহায্যও। আশা করি, তা পেলে বুধবার সুফল মিলবে। তারপর 'ঘরের মাঠ' আহমেদাবাদের ফাইনাল যুদ্ধ।' প্রোটিয়া ক্রিকেটের টার্নিং পয়েন্ট ধরা হচ্ছে গতবছর টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয়। চোকার্স বদনাম ঘুচিয়ে লাল বলে সেরার তকমা। এবার সাদা বলে বিশ্বসেরার হাতছানি। আত্মবিশ্বাসের যে পারদে ফুটছে স্প্রিংবকরা। বিশ্বকাপের আগে ভারত সফরে টেস্ট সিরিজে পাওয়া সাফল্য রসদ জোগাচ্ছে। কনরাডের কথায়, টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ জয় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে। জুগিয়েছে 'আমরাও পারি'র আত্মবিশ্বাস।

নিউজিল্যান্ড চলতি বিশ্বকাপ অভিযানে কিছুটা খোঁড়ালেও ট্রফির অন্যতম দাবিদার। কেউ কেউ ভারত-নিউজিল্যান্ডের ভবিষদ্বাণীও করছেন। আগ্রাসী ব্যাটার, বিদ্যুৎ গতির পেসারের সঙ্গে স্পিন সম্পদে বলিয়ান ব্ল্যাক ক্যাপসরা। যে শক্তিকে সমীহ করছেন কনরাড।

অকপট স্বীকারোক্তি, 'চাপটা সামলানোই গুরুত্বপূর্ণ। গত কয়েকটা ম্যাচে যেভাবে খেলেছি, সেটাই বজায় রাখতে চাই। টুর্নামেন্টে আমরা একটা ম্যাচও হারিনি। তাই হয়তো ফেভারিট তকমা, যা চাপ বাড়াবে কি না জানি না। তবে সেমিফাইনালে এমনিতেই চাপ থাকে। সেরা দলগুলির টক্কর বলে কথা।'

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ **প্রাণেশ দেবনাথ ও সাধনা দেবনাথ (বাবা ও মা) :** তোমাদের পঞ্চাশতম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা। তোমাদের আগামী দিনগুলো আরও সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। **-শ্রাবণী দেবনাথ (মেয়ে), দীপাঞ্জন দেবনাথ ও অতনু দেবনাথ (ছেলে)।**

দীর্ঘমেয়াদি সহযোগী চেয়ে বিজ্ঞাপন ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চ : দীর্ঘমেয়াদি বিপণন সহযোগী চেয়ে অবশেষে বিজ্ঞাপন দিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন।

এদিনই ফেডারেশনের ওয়েবসাইটে এই টেন্ডারের নোটিশ পোস্ট করা হয়। আগামী ১৯ মার্চ টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ। স্বত্বাধিকারীদের জন্য দুটো প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে 'এ' ক্যাটিগোরিতে আছে পুরুষদের ক্লাব প্রতিযোগিতা, আইএসএল ও ফেডারেশন কাপ এবং 'বি'তে আছে ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ, ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগ ২ ও ফেডারেশন কাপ। যে কোম্পানি শেষপর্যন্ত সর্বোচ্চ টেন্ডার জমা করবে তারা বিপণন, ফিল্মিং, ডেটা, মিডিয়া, ডিজিটাল, ইভেন্ট বিষয়ক, স্পনসরশিপ ও মার্চেন্ডাইজ, যাবতীয় স্বত্বের অধিকারী হবে। কোনও কোম্পানিকে ফর্ম তুলতে ২.৫ লক্ষ জমা করতে হবে। ১১ তারিখ প্রি-বিড আলোচনায় অংশ নিতে পারবে আগ্রহীরা। কোনও বিষয়ে জানার থাকলে লিখিতভাবে তা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২ মার্চ। তার জবাব দেওয়া হবে ১৫ তারিখের মধ্যে। ১৯ তারিখ জমা করার শেষদিন। তার একদিন পরেই অর্থাৎ ২০ মার্চ খোলা হবে আগ্রহীদের টেন্ডার। সকালে টেকনিকাল বিড খোলা হবে এবং তারপর কমার্সিয়াল বিড।

এই আরএফপি (রিকোয়েস্ট ফর প্রপোজাল) বার হতেই ফুটবল মহলে গুঞ্জন এই দীর্ঘমেয়াদি সহযোগী হওয়ার দৌড়ে কি থাকবে ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড? যা খবর তাতে নীতা আম্বানি স্বয়ং এবং রিলায়েন্সের বড় কর্তারা তেমন আগ্রহী নন। মূলত তাঁদের বিপক্ষে যে ফুটবলের জন্য কিছুই না করার কথা বিভিন্ন মহলে উঠেছে, তাতে অখুশি হয়েই সরে থাকতে চাইছে রিলায়েন্স। তাছাড়া এবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ফুটবল লিগের প্রধান পরিচালনকারী অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনই। অর্থাৎ টাকা ঢাললেও সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে না এফএসডিএলের হাতে। অথচ আগে তারাই ছিল লিগের পরিচালক। তবে রিলায়েন্স গোষ্ঠীকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে, আইন বাঁচিয়ে সবটাই এফএসডিএল-এর হাতেই তুলে দেওয়া হবে। এফএসডিএলের যে কর্তারা মূলত ফুটবলের দায়িত্বে তাঁরাও আগ্রহী ফের আইএসএলের দায়িত্ব পেতে।

জুন মাসে আফগান সিরিজে ফিরছে রোকো

জাহিরকে পেসারদের দায়িত্ব দিল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ২ মার্চ : অবশেষে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দেখানো পথে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। একসময় জাহির খানকে দলের বোলিং কোচ করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তৎকালীন কোচ রবি শাস্ত্রী ও অধিনায়ক বিরাট কোহলির যৌথ বিরোধিতায় তা ভেস্তে যায়।

'বাঁধা' সরিয়ে অবশেষে জাহিরের ক্রিকেটীয় দক্ষতার ওপর ভরসা ভারতীয় বোর্ডের। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে প্রতিভাবান জোরে বোলারদের দায়িত্বে প্রাক্তন বাঁহাতি পেসার। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রতিশ্রুতিবান পেসারদের নিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শিবির চলছে। পেস কোচ হিসেবে যার দায়িত্বে জাহির।

গত ৪ বছর উঠতি বোলারদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ট্রয় কুলি। গত ডিসেম্বরে চুক্তি শেষের পর সিওএ-তে কোনও পেস বোলিং কোচ নেই। কুলির শূন্যস্থানে সাময়িকভাবে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জাহির। বাঁহাতির তত্ত্বাবধানেই নিজেদের ঘষেমেজে নিচ্ছেন শিবিরে যোগদানকারী উঠতি সম্ভাবনাময় পেসাররা।

বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, শিবিরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা যোগ দিয়েছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শিবির শুরু হয়েছে। মূল দায়িত্বে জাহির খান। আছেন সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণও। জাহির দায়িত্ব নিতে রাজি হওয়ায় খুশি বোর্ড। আশাবাদী, আগামীদিনে আরও বেশি করে জাহিরকে কাজে লাগানোর।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে এবার বোলিং কোচের দায়িত্বে জাহির খান।

খবর, জাহিরের পাশাপাশি বিশেষ শিবিরের জন্য লক্ষ্মণের মাধ্যমে অনিল কুম্বলে ও হরভজন সিংয়ের কাছেও প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। অফস্পিনারদের সামলাবেন হরভজন। কুম্বলের দায়িত্বে রিস্টস্পিনাররা। মূলত টিম ইন্ডিয়ার সাপ্লাই লাইন ঠিক রাখতে গোটা দেশ থেকে প্রতিভাবান ক্রিকেটার বেছে নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

বোর্ডের এক আধিকারিক বলেছেন, 'জাহির, হরভজন ও কুম্বলেকে বিশেষ শিবিরের জন্য বোর্ডের তরফে প্রস্তাব পাঠিয়েছে লক্ষ্মণ। অফস্পিনার ক্যাম্পের জন্য হরভজনও আগ্রহী। ৪-৫ দিন সময় দেবে বলে জানিয়েছে। শিবিরে মূলত ভারতীয় 'এ' দল ও ঘরোয়া ক্রিকেটে উঠে আসা নতুন প্রতিভাদের দিকেই নজর দেওয়া হবে।'

এদিকে, বিশ্বকাপ জ্বরের মাঝেই আফগানিস্তান সিরিজের সূচি ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সফরে একটি টেস্ট ও তিনটি ওডিআই ম্যাচ খেলবে রশিদ খানরা। নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুর স্টেডিয়ামে ৬ জুন শুরু হবে টেস্ট। তিনটি ওডিআই হবে যথাক্রমে ধরমশালা (১৪ জুন), লখনউ (১৭ জুন) ও চেন্নাই (২০ জুন)। আর ওডিআই সিরিজের হাত ধরে মাস তিনেক পর ভারতীয় দলের জার্সিতে প্রত্যাবর্তন ঘটবে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির।

ভারত শেষ চারে উঠতেই পাকিস্তানে হাহাকার

লাহোর, ২ মার্চ : একদিকে ইডেন গার্ডেন্সের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে সীমান্তের ওপারে শ্মশানের নীরবতা! টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে টিম ইন্ডিয়া জায়গা পাকা করতেই পাকিস্তানে যেন শোকের ছায়া। বাবর আজমদের গ্রুপ পর্ব থেকেই লজ্জাজনক বিদায়ের পর পড়শি দেশের ক্রিকেটপ্রেমী থেকে শুরু করে প্রাক্তন তারকারা এমনিতেই চরম হতাশায় ফুঁসছিলেন। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যমের খবর, সেমিফাইনালের আগে ছিটকে যাওয়ায় বাবরদের ৫০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

তারপরও অবশ্য ওয়াসিম আক্রাম, শোয়েব আখতার থেকে শুরু করে রশিদ লতিফদের ক্ষোভ কমছে না। পাক কিংবদন্তিদের গলায় এখন শুধুই সূর্যকুমার যাদবদের বন্দনা আর নিজেদের বোর্ডের মুণ্ডপাত। লতিফের চাঁছাছোলা মন্তব্য, 'ভারত যেখানে বিশ্বমানের পরিকাঠামো আর তরুণ প্রতিভাদের তুলে এনে দাপটের সঙ্গে সেমিফাইনাল খেলছে, সেখানে আমরা শুধু ইগোর লড়াই লড়ছি। বিসিসিআইয়ের পেশাদারিত্বের ধারেকাছে নেই পিসিবি।' প্রাক্তন পাক পেসাররাও জসপ্রীত বুমরাহ-অর্শদীপ সিংদের ডেথ ওভার বোলিংয়ের উদাহরণ টেনে শাহিন শা আফ্রিদিদের তুলোধোনা করছেন। তাঁদের আক্ষেপ, ভারতের মতো 'ভয়ডরহীন' ক্রিকেট পাকিস্তান দলে দূরবিন দিয়ে খুঁজলেও মিলবে না।

তবে সবচেয়ে বেশি ট্রোলড হচ্ছেন প্রাক্তন পাক পেসার মহম্মদ আমির। টুর্নামেন্ট জুড়ে তিনি বারবার বুক বাজিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'পাকিস্তান উঠুক বা না উঠুক, ভারত কোনওভাবেই সেমিফাইনালে যাবে না!' কিন্তু ভারত খাদের কিনারা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে শেষ চারে উঠতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় আমিরের মুণ্ডপাত শুরু হয়েছে। নিজের ভুল স্বীকার তো দূর, উলটে খোঁড়া অজুহাত খাড়া করেছেন এই 'জ্যোতিষী' পেসার! আমিরের দাবি, বুমরাহর বলে শিমরন হেটমেয়ারকে আউট দেওয়াটা নাকি চরম 'বিতর্কিত'। আল্ট্রা-এজে স্পষ্ট স্পাইক দেখা গেলেও আমিরের হাস্যকর দাবি, হেটমেয়ার আউট না হলে ক্যারিবিয়ানরা ২৩০ রান তুলত আর ভারতও বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যেত! নিজের ফ্লপ ভবিষ্যদ্বাণী ঢাকতে আমিরের এমন ভিত্তিহীন মন্তব্য নিয়ে নেটপাড়ায় রীতিমতো হাসাহাসি চলছে।

পাক সমর্থকদের আক্ষেপ

আমাদের স্পিনাররা যখন ফুলটস আর হাফ-ট্র্যাকার দিয়ে ম্যাচ হারাচ্ছে, তখন ভারতের বোলারদের দেখে অন্তত ওদের ক্রিকেট শেখা উচিত!

ভারতের রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়রাও আমাদের গোটা দলের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচ-উইনার। আমাদের দলে শুধু রাজনীতি, আর ভারতের দলে শুধুই ক্রিকেট।

মাঠের বাইরের এই যুদ্ধে পিছিয়ে নেই সাধারণ পাক সমর্থকরাও। এক্স হ্যান্ডেলে এক পাক সমর্থকের চরম আক্ষেপ, 'আমাদের স্পিনাররা যখন ফুলটস আর হাফ ট্র্যাকার দিয়ে ম্যাচ হারাচ্ছে, তখন ভারতের বোলারদের দেখে অন্তত ওদের ক্রিকেট শেখা উচিত!' কেউ কেউ আবার লিখছেন, 'ভারতের রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়রাও আমাদের গোটা দলের চেয়ে অনেক বেশি ম্যাচ-উইনার। আমাদের দলে শুধু রাজনীতি, আর ভারতের দলে শুধুই ক্রিকেট।'

টানা চারটি আইসিসি টুর্নামেন্টে নকআউটে পৌঁছাতে ব্যর্থ পাকিস্তান। আর অন্যদিকে, বিশ্বকাপের শেষ চারে এশিয়ার একমাত্র মশালচি হিসেবে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ভারত। সূর্য-সঞ্জুদের এই দাপট পড়শিদের আরও একবার রূঢ় বাস্তবের মাটিতে আছড়ে ফেলে বুঝিয়ে দিল-আধুনিক ক্রিকেটে আবেগ বা বড় বড় বুলি নয়, বাইশ গজের পারফরমেন্সই শেষ কথা!

রবসনের চোট নিয়ে সতর্ক মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চ : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ক্রীড়াসূচিতে এখনও ওডিশা এফসি-র বিপক্ষে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ম্যাচ দেখাচ্ছে কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে। কিন্তু এই ম্যাচও ঘরের মাঠে খেলতে চলেছে সের্জিও লোবেরার দল।

২০২৪ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষে গত মরশুমের শুরুতেই ড্র করার পর থেকে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কোনও ম্যাচ ড্র বা হারেনি মোহনবাগান। টানা ১৬ ম্যাচ নিজেদের ঘরের মাঠে জেতার রেকর্ড সম্ভবত ওডিশা এফসি-র বিপক্ষেও অক্ষুণ্ণ রাখতে চলেছে গঙ্গাপারের ক্লাব। এই ম্যাচ অ্যাওয়ে হিসেবে দেখানো হলেও মাঠ নিয়ে কিছু সমস্যার জন্য ভুবনেশ্বরের ক্লাবটিই ম্যাচ কলকাতায় খেলতে চাওয়ায় তা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করেছে মোহনবাগান। নিজেদের সমর্থকদের সামনে প্রায় অপরাজেয় হয়ে ওঠার সুযোগটা এবারও নিতে তৈরি লোবেরোবাহিনী। এবারের আইএসএল শুরু হওয়ার পর নিজেদের প্রস্তুতি শুরু করে ওডিশা।

ফুটবলার নেওয়ার ক্ষেত্রেও শেষমুহূর্তে তড়িঘড়িতে একটা দল খাড়া করা হয়েছে। প্রথম দুই ম্যাচে ইস্টার কাশী ও চেন্নাইয়ান এফসি-র সঙ্গে ম্যাচ ড্র করে আপাতত ২ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ দলের টুর্নামেন্টে ৯ নম্বরে তারা। তবু অমরিন্দার সিং, রাহুল কেপি, কালেস দেলগাডো, রহিম আলিদের ওডিশা শক্তির বিচারে মোহনবাগানের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে। আগের ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে ৫-১ গোলের জয় বাড়তি অক্সিজেন জোগাচ্ছে সবুজ-মেরুন শিবিরকে। ছন্দে আছেন আক্রমণভাগের সব বিদেশিই। তবে আগের ম্যাচে চোট পাওয়া রবসন রোবিনহোকে আদৌ খেলানো হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। ক্লাবসূত্রের খবর, চোট খুব বড়সড়ো নয়। তবু হয়তো কোচ নিজেই বাড়তি ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন না হাতে একাধিক গোলের মধ্যে থাকা ফুটবলার থাকায়। কারণ পেশির চোট খুব বেশি বেড়ে গেলে পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে।

অন্যদিকে, লোবেরার কাছেও এই ম্যাচের গুরুত্ব আলাদা। গত দুই মরশুম এই ক্লাবেই কাটিয়েছেন তিনি। যদিও পেশাদারিত্বের যুগে এখন আর আবেগের কোনও দাম নেই। তবু লোবেরার মন্তব্য, 'অবশ্যই ওডিশা ম্যাচ আমার কাছে স্পেশাল। ওখান থেকেই মোহনবাগানে এসেছি। ওডিশায় আমি সাফল্য পেয়েছিলাম। তাই আলাদা আবেগ তো থাকবেই। তবে একজন পেশাদার হিসেবে ওই সব ঝেড়ে ফেলে আমার ফুটবলারদের এই ম্যাচ জেতার জন্য তৈরি করব। যা পরিস্থিতি তাতে ওডিশার বিপক্ষে মোহনবাগানের না জেতার কোনও কারণ নেই। তবে পচা শামুকেও যেহেতু মাঝেমাঝে পা কাটে, তাই ফুটবলারদের মধ্যে কোনওরকম হালকা মেজাজ যাতে না আসে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি লোবেরার।

ইংল্যান্ড-বধের পরিকল্পনা নিয়ে মুম্বইয়ে হাজির গম্ভীর, বুমরাহরা।

আর্চার-জ্যাকসদের নিয়ে পরিকল্পনা শুরু ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চ : মিশন ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন ইতিহাস। টি২০ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।

মধ্যরাতের কলকাতায় সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করার পরই ইংল্যান্ড নিয়ে পরিকল্পনা শুরু ভারতীয় দলের। ইংল্যান্ড দলে জোফ্রা আর্চারের মতো জোরে বোলার যেমন

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে অভিষেক রান করেছিল। ওর ফর্মে ফেরা সময়ের অপেক্ষা।

-সীতাংশু কোটাক

রয়েছেন। তেমনই আদিল রশিদের মতো অভিজ্ঞ স্পিনারও রয়েছেন। উইল জ্যাকস, লিয়াম ডসনরাও দারুণ ফর্মে। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কি ফের স্পিনাররা ভারতীয় টপ অর্ডারকে চাপে ফেলবে? ওয়েস্ট ইন্ডিজের দখল নেওয়ার পর রাতের ইডেন গার্ডেন্সে মিক্সড জোনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। জানিয়েছেন, ইংল্যান্ড নিয়ে পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় দলের। সীতাংশুর কথায়, 'ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত বছরই ঘরের মাঠে সাদা বলের সিরিজ খেলেছিলাম আমরা। ফলে ওদের দল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে আমাদের। সাজঘরের পরিকল্পনা মাঠে কাজে লাগাতে চাই। ইংল্যান্ড নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছি আমরা।'

সঞ্জু স্যামসন স্বপ্নের ফর্মে। গতকাল রাতের ইডেনে সঞ্জুর ব্যাটে ভর দিয়েই অনায়াস জয় পেয়েছে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু তার মধ্যেও কাঁটা হিসেবে রয়েছে অভিষেক শর্মার ফর্ম। ক্যাচ হাতছাড়া করার পাশে ব্যাটেও রান পাচ্ছেন না তিনি। ব্যাটিং কোচ সীতাংশু বলছেন, 'ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে অভিষেক রান করেছিল। ওর ফর্মে ফেরা সময়ের অপেক্ষা। আপাতত সঞ্জুর প্রসঙ্গে বলতে পারি, ও আদর্শ ম্যাচ উইনার। ওর ছন্দ বজায় থাকলে আমাদের অনেক কাজই সহজ হয়ে যাবে।' অনায়াসে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে উড়িয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছে যাওয়ার পর ভারতীয় দলকে নিয়ে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। মুম্বইয়ে লাল মাটির বাইশ গজে এমন প্রত্যাশা কি দলের জন্য বাড়তি চাপ? একমত নন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ। তাঁর কথায়, 'চাপ সবসময় থাকেই। চাপ সামলে নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের দলের প্রায় সবারই রয়েছে। ছেলেরা দীর্ঘসময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে আইপিএল-ও খেলেছে। ফলে চাপ নিয়ে চলতে জানি আমরা।'

কলকাতায় ফিরেই রিহ্যাবে কেভিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চ : ফাল্গুনী হাওয়ায় কি ইস্টবেঙ্গল শিবিরের গুমোটভাব কাটবে? প্রথম দুইটি ম্যাচ জেতার পর আচমকা জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে হার বেশ চাপে ফেলে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। কারণ এবারের লিগের পরিস্থিতি যা, একটা ম্যাচ হারলে চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়া। আপাতত জামশেদপুর ম্যাচ ভুলে এফসি গোয়া ম্যাচেই মনঃসংযোগ করছেন অস্কার ব্রুজোঁর দল।

সোমবার থেকেই গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। এদিন সকালেই কলকাতায় আসেন আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লে। বিকেলে দলের অনুশীলনেও যোগ দেন। তবে পুরো সময়টাই রিহ্যাব করলেন

রং মেখে খুশি বিপিন সিং।

তিনি। এখনও মাঠে ফিরতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে কেভিনের। সোমবার অনুশীলন শেষে নিজেদের মধ্যে রং খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা। তবে জিকসন সিংরা অনুশীলনে রং খেললেও বৃহস্পতিবার গোয়া ম্যাচে সমর্থকদের লাল-হলুদ রঙে সেজে ওঠার সুযোগ দেন কি না সেটাই এখন দেখার।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

একজন বাসিন্দা দীপক দাস - কে 11.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 92D 33902 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন যে কোনো সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কিছু এবং এই মুহূর্তে আমারও একই রকম মেজাজ রয়েছে। এক কোটি টাকা পুরস্কার জেতার পর আমার স্বভাব বদলে গেছে এবং আমি কোনও দ্বিধা ছাড়াই আমার আর্থিক খরচ মোকাবেলা করতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে স্কাই ওয়ারিয়র্স। ছবি : মহম্মদ হাসিম

চ্যাম্পিয়ন স্কাই ওয়ারিয়র্স

নকশালবাড়ি, ২ মার্চ : নকশালবাড়ি প্রিমিয়ার লিগে চ্যাম্পিয়ন হল স্কাই ওয়ারিয়র্স। সোমবার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে ডিএফইউসি-কে। খালপাড়া নিখিল স্মৃতি ময়দানে ডিএফইউসি ১২ ওভারে ১১৬ রানে অল আউট হয়। জবাবে স্কাই ৮ ওভারে ৪ উইকেটে ১১৮ রান তুলে নেয়। ফাইনালের সেরা লোকেশ মিনা। চ্যাম্পিয়নরা ট্রফি ও ৪ লক্ষ টাকা এবং রানার্স দল ট্রফি সহ ২ লক্ষ টাকা পুরস্কার পেয়েছে। প্রতিযোগিতার সেরা লোকেশ রানা। ট্রফি তুলে দেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ।

জয়ী বিওআইসি : রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ভারত-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে সোমবার নেপালের বিওআইসি ১ গোলে হারিয়েছে ড্রিম এফসি-কে। প্রতিযোগিতার সেরা রিপ্লেস লামা।